মানব।

অর্থাৎ

দেহোদ্ভব অবধি মানবের জীবনবৃত্তান্ত,

শ্রীব্রজমোহন দত্তকর্ত্তৃক প্রণীত

ও

অর্পিত হইয়া,

শ্রীযামিনীকুমার দত্তকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল।

CALCUTTA.

PRINTED BY B. L. CHAKRAVARTI.

At the New School-Book Press.

8 Dixon's Lane.

1883.

ভূমিকা।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহোদয়গণ এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া মুদ্রাঙ্কণ এবং প্রকাশ করিতে পবামর্শ দিয়াছেন। মানব জাতির কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ সাধারণ স্বভাবদৃষ্টে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন এবং অধমতা হইতে উত্তমতায় পরিবর্ত্তন করিবার সহজ নিয়ম এবং উপায় কি, এই উদ্দেশে প্রথম খণ্ডে ঐহিক, দ্বিতীয় খণ্ডে পারমার্থিক বিষয় বিবৃত হইয়াছে এবং হইতেছে। পাঠকগণ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলেই চরিতার্থ হইব।

এই মানব পুস্তক শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়া আমাকে অর্পিত হইয়াছে। বঙ্গবিখ্যাত উপরোক্ত মহোদয়গণের অনুমোদন হওয়াতে কৃতজ্ঞতাসহকারে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া, এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম।

১ লা অশ্বিন ১২৯০। শ্রীযামিনীকুমার দত্ত।

OPINIONS OF THE PRESS AND LEARNED GENTLEMEN OF BENGAL.

"মানব পুস্তক খানি যেরূপ ভাবে রচিত হইতেছে তাহাতে রূপকগুলি আদ্যোপান্ত সমানভাবে হইলে আত্মতত্ত্বালোচনায় পাঠক অনেকটা আমোদিত হইতে পারিবেন।" এডুকেশন গেজেট, ১৪ই মাঘ ১২৮৯।

" সম্পাদক এই পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহার মতে এই পুস্তক উত্তম বটে," পত্র, বঙ্গবাসী ৩১শে জানুয়ারী ১৮৮৩।

" মানব। ইহা জনৈক কৃতবিদ্য লোকের লিখিত। মানব লেখক যে মানবপ্রকৃতি ভালরূপ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য, লিখিবার মাধুরী আছে এবং ভাষাও প্রাঞ্জল। আমাদিগের বিবেচনায় ইহা সম্পূর্ণ ও মুদ্রিত হইলে উৎকৃষ্ট হইবে।" আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭ই মাঘ ১২৮৯।

আমরা "মানব" নামক এক খণ্ড নূতন গ্রন্থের কিয়দংশ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা যে অংশ পাঠ করিয়াছি তাহার ভাব মাত্র লইয়া যদি সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা হইলে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রন্থকর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিতে পারি। গ্রন্থের নাম মানব, ইহাদ্বারাই ইহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়, বোধ হয় অধ্যাত্মজগতের গূঢ়তত্ত্ব সকল বিবৃত করিয়াছেন। ইহাদ্বারা আত্মা, অনাত্মা, সার, অসার, সত্য, মিথ্যা প্রভৃতির ব্যাখ্যান দ্বারা মনুষ্যজাতিকে অনাত্মা হইতে আত্মাতে, মিথ্যা হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাওয়াই গ্রন্থের

উদ্দেশ্য। যে প্রণালীতে গ্রন্থ গ্রথিত হইয়াছে তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তার আশা ফলবতী হইতে পারে।" সুলভসমাচার, ১৫ই মাঘ ১২৮৯।

৬ই মাঘ ১২৮৯ সাল। "মানবের রূপককল্পনা প্রথম ২৪শ পৃষ্ঠায় যাহা দেখিলাম তাহা সুপাঠ্য বলিয়া স্বীকার করি।" ডাক্তর শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র, এল্, এল্, ডি, সি, আই, ই।

MANABA. The writer has clothed the sentiments embodied in them in popular Bengali. We shall be glad to see the treatise brought to a successful close.

The Indian Mirror, Thursday 25th January 1883.

7, Chowringhee, Calcutta, 15th October 1881.

I have read a few pages of your Ms. work. I perceive the object is moral instruction by means of allegories and examples both foreign and indigenous. Such works are not now often written in English, but it will be useful and interesting to oriental readers and the publication may so far do good. I see from the table of contents that may works have been consulted after extensive reading. I hope your industry will meet with well-merited success.

(Sd.) K. M. Banerjea.

নির্ঘণ্ট।

—•—

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।	পৃষ্ঠা।	পংক্তি।
লুক্কাচিত	লুক্কায়িত	১	৮
সঙ্কাকুল	শঙ্কাকুল	২	৭
লইয়া	হইয়া	৩	১১
তাহাদের	তাঁহাদের	৪	৩
মিষ্টান্ন্যাদির	মিষ্টান্নাদির	৬	২
গহীত	গৃহীত	৭	৩
রুপবতী	রূপবতী	৯	১৯
স্পশজ্ঞান	স্পর্শজ্ঞান	১০	৭
যাহার	যাঁহার	১১	৬
যাহারা	যাঁহারা	১১	২০
বিষ্ঠামুত্রধারণ	বিষ্ঠামূত্রধারণ	১৩	১৬
প্রীয়তম	প্রিয়তম	১৪	১১
শশীসমধিক	শশিসমধিক	১৫	৩
নিরূপমরূপ	নিরুপমরূপ	১৬	১৯
উদ্ধত	উদ্যত	১৭	৭
তাহাকে	তাঁহাকে	১৭	২০
ধাবতী	ধাবমানা	১৯	৩

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।	পৃষ্ঠা।	পংক্তি
বিন্যস	বিনষ্ট	২৫	১
ভ্রুযুগল	ভ্রূযুগল	২৭	২
জুলকি	জুলফি	২৭	৩
হিরকমণি	হীরকমণি	২৭	১০
অণুচর	অনুচর।	২৭	১৬
প্রবৃত্তির	প্রবৃত্তি	২৮	৩
কুরুপা	কুরূপা	২৯	৭
ক্রুরতা	ক্রূরতা	২৯	১২
পাপীষ্ট	পাপিষ্ঠ	২৯	১৬
প্রাস্তার	প্রস্তার	৩০	১৬
মাসি ভক্তি	মাসি! ভক্তি	৩০	২২
বাল্মীক	বাল্মীকি	৩২	১৪
নয়নাম্বজ	নয়নাম্বুজ	৩৩	২২
মহিষী	মহর্ষি	৩৫	৬
অধিভাগে	অধোভাগে	৩৫	৮
ক্লষ্ট	ক্লিষ্ট	৩৬	৮
প্রিয়সী	প্রেয়সি!	৩৬	২২
উপকার্থে	উপকারার্থে	৩৯	১০
কালীদাস	কালিদাস	৩৯	১৭
নিরক্ষণ	নিরীক্ষণ	৪১	৪
স্বদ্ধতা	শুদ্ধতা	৪১	১৮

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।	পৃষ্ঠা।	পংক্তি।
মৃত্তপদার্থ	মৃৎপদার্থ	৪২	২
পুন্না	পুণ্য	৪২	২১
সমররক্ষা	সমররক্ষণ	৪৫	১৭
৪৭	৪৬ ক	৪৭	১৯
সখে	সখি	৪৯	২০
অনন্দ	আনন্দ	৪৯	২২
অবস্থা	অবস্থায়	৫০	২০
মুগ্ধতা	শুদ্ধতা	৫০	২২
অতৃপ্তী	অতৃপ্তি	৫১	২
আত্মম্ভরী	আত্মম্ভরিতা	৫১	১২
ঐ	ঐ	ঐ	১৪
সমস্তে	সমস্ত	৫২	১৯
তাহারা	তাহার	৫৩	৬
হিরকময়	হীরকময়	৫৩	১১
সুশীলা	সুশীল	৫৪	৮
রাগী	রাজ্ঞী	৫৪	৯
ব্রীড়া	ব্রীড়	৫৪	১১
রাখিলাম	রাখিলেন	৫৪	১৩
মনাগার	মলাগার	৫৪	১৫
সদুপোদেশ	সদুপদেশ	৫৪	২০
অচীরাৎ	অচিরাৎ	৫৫	৪

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।	পৃষ্ঠা।	পংক্তি।
কুকর্ম্মলম্ভিত	কুকর্ম্মলব্ধ	৫৫	১৭
দূরবস্থা	দুরবস্থা	৫৫	১৮
যে	হে	৫৬	১১
তাহাকে	তাহাতে	৫৭	১৮
হইয়াছি	হইয়াছে	৫৮	৮
বলিলেন	বলিবেন	৫৮	১১
লেষকল্পে	শেষকল্পে	৫৯	২১
অর্চ্চনার্থে	অর্জ্জনার্থে	৬০	৮
বসিয়া	রুসিয়া	৬৪	২০
সৈন্যাধাক	সৈন্যাধাক্ষ	৭০	৩
গিয়াছেন	গিয়াছে	৭৮	৬
বলিয়াছি	বলিলে	৮১।	১৭

মানব।

পুরঞ্জন সুখ-সন্তোষাকাঙ্ক্ষী শ্রোতৃবর্গকে বলিয়াছেন।—

আমি এই জগতমধ্যে আনুসঙ্গিক অবস্থা দেখিয়া বোধ করিতেছি, আমি বর্ণনাতীত ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কিছুই জানিতে পারিলাম না যে, আমি কি, আমার কি করিতে হয় এবং আমাকে কি ভাবে কোথায় যাইতে হইবে। অকস্মাৎ নবদ্বারসম্পন্ন এক অপূর্ব্ব গৃহ পাইলাম কিন্তু আমি এক অতি ক্ষুদ্র কুটীরে কি এক দৈবঘটনায় প্রবিষ্ট হইলাম। সেই প্রকাণ্ড গৃহের অতিঘোর ভয়াবহ তিমিরাবৃত স্থানে এই ক্ষুদ্র কুটীর লুক্কাইত রহিল। সেস্থলে রবির কিরণ, শশীর আলোক নক্ষত্রের রশ্মি, দীপশিখা কিছুই নাই; সম্পূর্ণ তমসাচ্ছন্ন; অতি কষ্ট বিনা তথায় বায়ুর প্রবেশ হয় না। আহার প্রাপ্তি সম্বন্ধে একটী নল আমাতে সংযুক্ত ছিল; তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ দ্রব পদার্থ পতিত হইত; কটু, তিক্ত, অম্ল, মধু কিম্বা যে কোন প্রকার তাহার স্বাদ, সুগন্ধ কিম্বা দুর্গন্ধ হউক আমার নির্ব্বাচন করিয়া গ্রহণ বা ত্যাগ করিবার সাধ্য ছিল না। সেই স্থানের ভয়ানক

কদর্য্য ক্লেদ আমার শরীরকে প্লাবিত ও জর্জ্জরীভূত করিতে লাগিল। পির পির করিয়া সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত হইল। আমি অপরিসীম দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলাম। আমি শৈশবাবস্থায় যে নিরতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম, তাহা সম্পূর্ণ বর্ণন করিতে পারে বোধ হয় ভূমণ্ডলে এমন কেহই নাই। আমি জানি না কি অপরাধ বা পাপ করিয়াছিলাম তজ্জন্য এমন সঙ্কাকুল নির্জ্জন তমসাচ্ছন্ন কারাবাসে আবদ্ধ রহিলাম। এই দণ্ড প্রদানের পূর্ব্বে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইল কি না, কি জিজ্ঞাসা করা হইল, কি উত্তর করিলাম, তাহার কিছুই আমি জানি না। আমার জানিতে ইচ্ছা এই যে আমাকে এখানে কে রাখিল।

২। এই ক্লেশময় কুটীরে কি প্রকারে প্রবিষ্ট হইলাম তাহা জানিতে আমার ক্ষমতা হইল না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিলাম যে আমি সম্পূর্ণ নিরুপায় এবং তথা হইতে বহির্গমন করিতে আমার শক্তি নাই। ইত্যাকার বিভীষিকাময়, দুঃখপূর্ণ নির্জ্জন তিমিরাবৃত কারালয়ে দশম মাস কি পঞ্চম মাস পর্য্যন্ত অবস্থান করিতে হইল। কুটীর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং আমি যন্ত্রণাময় নরকেই রহিলাম। আমি সেই কুটীরের সঙ্গেই মিশিলাম, হঠাৎ আমার উর্দ্ধভাগ মস্তকাদি অধোদিকে এবং অধোভাগ উর্দ্ধদিকে উঠিয়া গেল। আমার জননী ভয়ানক বেদনা পাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই দীর্ঘকাল পরে আমি সেই তিমিরাচ্ছন্ন স্থান হইতে কুটীরসহ বহির্গত হইয়া অতিকষ্টে

ভূমিতে পতিত হইলাম। আমার প্রায় জ্ঞান ছিল না, বিবেচনার শক্তিও ছিল না, কখন ক্রন্দন, কখন হাস্য করিতাম। কেহ জানিতে পারিত না কি জন্য ক্রন্দন, কি জন্য হাস্য করিলাম। আমি এই ভাবে কয়েক বৎসর এমন কি ৫ বৎসরকাল যাপন করিলাম। ইতিমধ্যে আমি ক্রীড়া ও বিবিধ প্রকার আমোদ প্রমোদ করিতেছিলাম। আমি জানিলাম আমার বন্ধুবান্ধব আছে, আমার বন্ধুবান্ধবগণ আমাকে দয়া এবং স্নেহ করিতেন, ইহাতে কোন সময়ে আমার অন্তঃকরণে এমন আনন্দের উদয় হইত যে আমি যেন দেবগণসঙ্গে স্বর্গে বাস করিতেছি। আমার কুটীর রথের ন্যায় সকল দিকে গমন করিতে সমর্থ হইল এবং নানাবিধ সুখের আগার হইয়া উঠিল। আমি বন্ধুগণের আহার সময়ে তাঁহাদের অন্নগ্রাস কাড়িয়া লইয়া ধাবমান হইতাম, তাঁহারা হাস্য করিতেন। যখন আমি বিম্যাকস্থ চন্দ্রমাকে আমার নিকট আনিয়া দিবার জন্য রোদন করিতাম তখন বন্ধুগণ দর্পণে তাহার ছায়া ধরিয়া আমার নিকট দিতেন, আমিও আনন্দ অনুভব করিতাম। আহা! আমার মনে কে আনন্দ বিতরণ করিত?

৩। এই পঞ্চম বর্ষ অতীত এবং সময় পরিবর্ত্তন হইল। যে সকল বন্ধু আমাকে সন্তুষ্ট করিতে সাধ্যমতে চেষ্টা করিতেছিলেন তাহারাই আবার আমার শৈশবের কোমল অঙ্গে দুঃখজনক প্রহার করিতে লাগিলেন, শাস্তি দিতে এবং কটুবাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতেন যে আমার বিদ্যা শিক্ষার

জন্য তাহারা ঐ প্রকার তাড়না করিতেছেন। সেই বিদ্যাদ্বারা ভবিষ্যক্তে আমার উপকার এবং উন্নতি হইবে কিন্তু আমি তাহা ভাল বাসিতাম না। তাহাদের উপদেশে মনঃসংযোগ করিতাম না। তাঁহারা আমাকে অসন্তুষ্ট করিতেন আমিও তাহাদিগকে শত্রুবৎ নিরীক্ষণ করিতাম। তথাপি তাঁহারা আমাকে বিদ্যা শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সময়ক্রমে সেই বিদ্যা আমার মনকে ক্রমশই আকর্ষণ করিল। অবশেষে উহা সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় বোধ হইতে লাগিল। আমি বোধ করিলাম যেন আমি জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান হইলাম কিন্তু যখন আমি চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলাম যে আমি কি, তখন আমি যাহা দেখিয়াছি শুনিয়াছি ও করিয়াছি তৎসমস্তই বিস্মৃত হইলাম।

৪। সেই যে কুটীর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া এক্ষণে প্রায় গৃহাকার হইয়াছে তাহার মধ্যস্থলে দুইজন পরম রূপবতী রমণীর দর্শনলাভ করিলাম, তাহাদের মধ্যে প্রথমার বর্ণ, চন্দ্রিমার ন্যায় এবং দ্বিতীয়ার বর্ণ নবীনজলদসদৃশ। প্রথমার আকৃতি দর্শনে সম্ভ্রম ও আনন্দের উদয়, নবীনা দ্বিতীয়ার মুখশ্রী দৃষ্টে প্রেম ও মুগ্ধতার উদ্ভব হইল। তাঁহারা উভয়েই আমাকে গ্রহণ করিতে আগ্রহ করিলেন, আমি ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের নাম জানিতে পারিলাম। প্রথমার নাম ভক্তি, দ্বিতীয়ার নাম প্রবৃত্তি। আমি তাহাদের কথা শুনিতে অতিশয় ব্যগ্র হইলাম, তাঁহারা একে একে অতি নম্রভাবে সুললিত বাক্যে আমাকে বলিলেন, এই গৃহের নবদ্বার। প্রত্যেক দ্বারেই অত্যন্ত সুখানুভব

হয় কিন্তু তাহা দুঃখের দ্বারও বটে। প্রবৃত্তি আমার হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক প্রথম তালার সম্মুখ দ্বারে আমাকে উপনীত করিলেন। আমি এই দ্বারে গিয়া দেখিলাম দুইটী সচল কোমল সোপান। তাহার সম্মুখে লোহিতবর্ণ সমুন্নত দুই স্থানে দুই অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি পরম রমণীয় শ্বেত প্রস্তরস্তম্ভ, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধাধভাবে রহিয়াছে। সেই স্তম্ভ সকল এমন ভাবে স্থাপিত যে অতি সহজেই চালিত হয়। এই দ্বারে যাহা কিছু প্রবেশ করে তাহাই ঐ স্তম্ভা-ঘাতে চূর্ণ হয়। চূর্ণ সকল সেই বিকম্পিত সোপানোপঘাতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে।

৫। কোন কোন লোক সেই সমুজ্জ্বল শ্বেত প্রস্তর স্তম্ভের পার্শ্বদেশ অধিকতর সুদৃশ্য করিবার জন্য কৃষ্ণ কিম্বা লোহিত-বর্ণে রঞ্জিত করিয়া থাকেন।

৬। সেই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শ্বেত প্রস্তরশ্রেণীর সম্মুখে সচল-কোমল কবাট যুগল ঊর্দ্ধাধভাবে গ্রথিত রহিয়াছে, তাহার অভ্যন্তরভাগ ঈষৎ লোহিত বর্ণ, তাহার কবজা সকল সহজে দর্শন করা যায় না, সেই কবাট অতি মনোরম ও সহজে চালিত হয়; কেবল এই দ্বার দিয়া বিবিধ সুখাদ্য ভোজ্য দ্রব্য গৃহীত হইয়া থাকে। তিক্ত, কটু, অম্ল, ক্ষার, মধু এবং বহুবিধ মিশ্রিত সুরস সুখাদ্য দ্রব্য চর্ব্বণ, চোষণ, লেহন, পান ক্রমে ভোজন করিয়া আমি ক্রমাগত এমনি তৃপ্ত ও সুখী হইলাম যে কস্মিনকালেও তাদৃশ সুখানুভব করি নাই। যে অমৃত বলিয়া জনশ্রুতি আছে আমি আপন অভিপ্রায় মতে নির্ব্বাচন করিয়া উৎকৃষ্ট অন্ন,

কমলা, আঙ্গুর প্রভৃতি বিশেষতঃ বহুবিধ মিষ্টান্ন্যাদির স্বাদ গ্রহণ করিয়া সেই অমৃতোপম তৃপ্তি অনুভব করিলাম। এজগতে যত খাদ্য বস্তু আছে এই দ্বারেই তাহার স্বাদ গ্রহণ করা যায়। এই দ্বারে স্বাদগ্রহণ করা যায় না এমন পদার্থই নাই।

৭। সেই সচল সোপান হইতে বিবিধ ধ্বনি ও স্বর নির্গত হয়। তাহা কখন যাবতীয় খাদ্যবস্তু অপেক্ষা সুমধুর, কখন সর্ব্বাপেক্ষা তিক্ত। সেই শব্দ অনেকের মানসক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া কখন উৎসাহবর্দ্ধন, কখন উত্তেজন, কখন শান্তিপ্রদান করিয়া থাকে। সেই শব্দের দ্বারা কখন অশ্রুপাত, কখন হাস্য উৎপাদন হয়। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন ইহা কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয় তাহা শিক্ষা করা নিতান্তই আবশ্যক। সময়ে ইহা দ্বারা জীবন ও রাজ্য নাশ কিম্বা জীবন এবং রাজ্য রক্ষা হয়। পারশ্য ভাষায় কিম্বদন্তী আছে যে এক কথার দ্বারা দুঃখীকে সুখী, সুখীকে দুঃখী এবং অহঙ্কারীকে নম্র করা যায়। যথা এমন দিন থাকিবে না ইয়াদিন নেহি রহেগা। আমার জন্য এই দ্বার কে করিল জানিতে একান্ত বাসনা।

৮। এই দ্বারের উপরে দ্বিতীয় তালায় আরোহণ করিয়া দেখিলাম সুদৃশ্য এক যোড়া রন্ধ্রাকৃতি দ্বার আছে, তদ্দ্বারা সুগন্ধ প্রবিষ্ট হইয়া আমার মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত আমোদিত করিল, অতি সুঘ্রাণ বস্তুর চিত্তরঞ্জনকারী গুণ এই দ্বার দিয়া গ্রহণ করা যায়, কিন্তু কখন কখন দুর্গন্ধও প্রবেশ করে। এই দ্বারের কবাট নাই, অঙ্গুলি কিম্বা বস্ত্রদ্বারা উহা বদ্ধ করা যায় অথচ দীর্ঘকাল বদ্ধ

রাখা যায় না, কারণ এইদ্বার দিয়া গৃহরক্ষার্থ বায়ু গৃহীত হয়; এবং ব্যবহারানন্তর দূষিত বায়ু বহির্গত হয়। জগতে এমন গন্ধপূর্ণ পদার্থ নাই যাহা এই দ্বারে গহীত হয় না, যদিও এই দ্বার সুদৃশ্য নয় কিন্তু দ্বারের আচ্ছাদন সুদৃশ্য। এই দ্বার অতীব প্রয়োজনীয়। এই দ্বারের দ্বারীর অভিপ্রায় বিনা তন্নিম্নস্থ দ্বারে কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না। তদ্ভিন্ন যদি কিছু প্রবিষ্ট হয়, তবে প্রায় তাহা তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বিদূরিত হয় সুতরাং গৃহ অথচ দ্বার হইতে তাহাকে প্রত্যাগমন করিতে হয়। এই দ্বার আমার জন্য কে করিল? এই কথা ভাবিতে লাগিলাম।

৯। এই দ্বারদ্বয়ের উপরিভাগে তৃতীয় তালায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম স্বচ্ছ কাচে আচ্ছাদিত সুশোভিত দুই গবাক্ষ মনোহররূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তাহার প্রত্যেক খণ্ডের মধ্যভাগে নীলকান্তমণি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া সমুদায় গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছে, সেই মনোহর মণির আচ্ছাদনার্থ পরম রমণীয় কোমল কবাট ঊর্দ্ধাধভাবে দোদুল্যমান রহিয়াছে। এই গবাক্ষ দ্বারা আমি ব্রহ্মাণ্ড দেখিলাম। এ জগতে দৃষ্ট পদার্থ এমন কিছুই নাই যাহা এই গবাক্ষ দ্বারা দেখা যায় না। প্রকৃতি যাহা সৃষ্টি করিতে পারেন, মনুষ্যাদি জীব জন্তুর দ্বারা যাহা নির্ম্মিত হইতে পারে, এমন সুরম্য অট্টালিকাদি ও উহাদের শ্বেত, পীত, হরিত, নীল, লোহিত, শ্যামল, ইত্যাদি বর্ণে সুরঞ্জিত সচিত্র গবাক্ষ দ্বারা পরিদৃষ্ট হইল, মন দর্শন সুখের বশবর্ত্তী হইয়া দর্শন করিতে বলিতেছে, যখন এই গবাক্ষেতে মানবনির্ম্মিত কাচ

সংযোগ করা যায় তখন দূরস্থ পদার্থ করতলস্থের ন্যায় ও নিকটস্থ পদার্থ দূরস্থের ন্যায় এবং ক্ষুদ্র পদার্থ বৃহৎ এবং বৃহৎ পদার্থ ক্ষুদ্রের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই গবাক্ষ আমার জন্য কে করিল ?

১০। এই গবাক্ষের দক্ষিণ এবং বাম পার্শ্বে আরো দুইটা দ্বার রহিয়াছে, তাহার কবাট নাই। প্রকৃতি, মানবজাতি, পশুপক্ষী বিবিধ বাদ্যযন্ত্র. ইত্যাদি হইতে যে সুমধুর ধ্বনি, মনোহর স্বর, মানসদ্রবকারী রব, নির্গত হয় তাহা এইদ্বার দিয়া শ্রবণ করা যায়। জ্ঞানী এবং বন্ধুগণের সদুপদেশ, হিতবাক্য, ইতিহাস, আখ্যায়িকা সঙ্গীত প্রভৃতি সমুদায় এইদ্বার গ্রহণ করিয়া মানসকে এবং আমাকে পরিতৃপ্ত করিল, এইদ্বারে শ্রবণ করা যায় না এমন শ্রাব্য পদার্থ ভুবনে নাই। যখন আমি কুশ্রাব্য কোন শব্দ শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি নাই, তখন কোন প্রকারে এইদ্বার বন্ধ করিয়া থাকিলাম, এই দ্বার ও গবাক্ষের সৌন্দর্য্য উপকারিতা, সুগমতা, আনন্দদায়িতা, পরিদর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট এবং বিস্ময়াপন্ন হইলাম, কিন্তু আমার জন্য এই বিস্ময়পূর্ণ প্রাসাদ কি প্রকারে কে নির্ম্মাণ করিল তাহা জানিতে পারিলাম না। প্রবৃত্তি দেবী আমাকে বলিলেন এই প্রাসাদ, তাঁহাকে এবং আমাকে, কি প্রকারে কে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা তিনিও জানেন না। তৎপরে এই দ্বার এবং গবাক্ষের দ্বারা একত্রে দর্শন এবং শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিলাম, কিন্তু এই ইচ্ছা সংপ্রতি স্থগিত রহিল। অবশিষ্ট দুই দ্বার দেখিবার জন্য প্রবৃত্তি আমাকে সঙ্গে করিয়া নিম্ন দেশে প্রস্থান করিলেন।

১১। আমাদের পথি মধ্যে এক প্রকাণ্ড আগ্নেয় পাকযন্ত্র দৃষ্ট হইল, তন্মধ্যে সম্মুখস্থ দ্বার দিয়া যত দ্রব্যাদি গ্রহণ করা যায় তৎসমুদায়ের পাক হয় এবং তাহার সারাংশদ্বারা গৃহবৃদ্ধি ও উন্নতিকরা যায়। অসারাংশ নিম্নস্থ প্রণালীদ্বারা বহির্গত হয়, তন্নিকটস্থ অন্য এক প্রণালীর দ্বারা গৃহধৌত মলিন জল নির্গত হয়। এই সময়ে আমার কুটীর সম্পূর্ণ গৃহবৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং উন্নত হইয়াছিল। এই গৃহ অতীব পরিস্কৃত, পরিচ্ছন্ন স্বয়ং প্রচলনশীল, কিন্তু কে নির্ম্মাণ করিল কে পরিষ্কার করিতেছে, তাহাকে দেখিবার আশা ক্রমে ক্রমে প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল। যদিও এই গৃহের নবদ্বার শুনিয়াছিলাম কিন্তু পাঁচটি দ্বার দুইটী গবাক্ষ দুইটী প্রণালী দর্শন করিলাম। পণ্ডিতেরা এই সমুদায়কে দ্বার নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন এই গৃহে দুইটী গ্রাহকযন্ত্র এবং দুইটী চালকযন্ত্র রহিয়াছে। এই সম্পূর্ণ গৃহ এরূপ আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্য ক্রমে আচ্ছাদিত হইয়াছে, যে বহির্ভাগস্থ শীতোষ্ণাদি ও নানা দ্রব্যের স্পর্শ গুণ পর্য্যন্ত অনুভব করিবার উপায় রহিয়াছে। আমি তদ্দ্বারা শীতল বায়ু সেবন করিয়া কতই সুখ বোধ করিলাম; অবশ্য কেহ আমার জন্য এই গৃহ নিস্মাণ করিয়াছেন।

১২। অন্য এক ধীরা গম্ভীরা রূপবতী রমণী ক্রমে ক্রমে সমাগত হইলেন। তাহার নাম প্রাজ্ঞা। আমি এই দ্বার, ও গবাক্ষ সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "এতৎ সম্বন্ধে একটী সভা আছে, সেই সভাতে মন স্বয়ং সভা-

পতি, দ্বার, গবাক্ষ, প্রণালী, আচ্ছাদন রক্ষকগণ সভ্য। তুমিতো দেখিলে প্রথম দ্বাররক্ষক স্বাদ গ্রহণ, ভোজন, পান, কথন, সম্পর্কীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

দ্বিতীয় দ্বাররক্ষক ঘ্রাণ, নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস কার্য্য সমাধা করেন।

তৃতীয় গবাক্ষরক্ষক দর্শন কার্য্য নিষ্পন্ন করেন।

চতুর্থ দ্বাররক্ষক শ্রবণ কার্য্য সম্পন্ন করেন।

পঞ্চম আচ্ছাদনরক্ষক স্পর্শন, স্পর্শজ্ঞান কার্য্য সাধন করেন।

এই যাবতীয় রক্ষকগণ এবং অন্য কতিপয় মনের আজ্ঞাধীনে কার্য্য করেন। সেই মন তোমাতে সংযুক্ত আছেন। বৈদ্যুত যন্ত্র, তাড়িত তার, মনেতে সংযুক্ত রহিয়াছে। যখন কিছু স্বাদ গ্রহণ, ভোজন, পান, উক্তি, ঘ্রাণ, নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শনাদি কার্য্য হয় তৎক্ষণাৎ তৎসংবাদ মনসন্নিধানে তার সহযোগে আনীত হয়। তুমি সেই মন কি না তদ্বিষয় পশ্চাৎ বিবেচ্য কিন্তু অসাধারণ জ্ঞানবান কর্ত্তৃক যে এই নিকেতনাদি নির্ম্মিত হইয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই—”

১৭। এইক্ষণে এই পরম সুন্দর, আনন্দদায়ক, কার্য্যসাধক, মনোরম আলয় প্রাপ্ত হইয়া আমি অপরিসীম সুখী হইলাম। এই গৃহ পরিমাণে সপ্ত প্রাদেশ উচ্চ। প্রকৃতি যত সুখ এবং আনন্দ প্রদান করিতে পারেন তৎসমুদায় এই গৃহ মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে কেহ বিবেচক ব্যক্তি ইহার মধ্যে বাস করেন অথবা ইহার প্রতি দৃষ্টি করেন তিনি ইহার সৌন্দর্য্য ও শোভাদর্শনে আনন্দে মগ্ন হন। এই সচল আনন্দদায়ক নিকেতন

পরিত্যাগ করিবার জন্য আত্মহত্যা করিতে কি প্রকারে লোক প্রবৃত্ত হয় তাহা ভাবিলে সাতিশয় বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। এই মনোরম গৃহে সুখময় স্বাদ, ঘ্রাণ, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, দ্বারা সর্ব্বদা স্বর্গীয় আনন্দভোগ হইয়া থাকে। স্বর্গে কিম্বা স্থানান্তরে এতদপেক্ষা অধিকতর আনন্দ যে থাকিতে পারে ইহা কেহই বলিতে পারেন না। যাহার ইত্যাকার গৃহ আছে তিনিই সুখী এবং সৌভাগ্যশালী, কিন্তু এক বিষয় যে সর্ব্বদিগে শুনা যায় তাহাতেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল, অর্থাৎ এই গৃহ শেষ হইবে এবং দীর্ঘকাল থাকিবে না। আবার আমি যেমন ভয়ঙ্কর অন্ধকারময় নির্জ্জন কারাবাস ভোগ করিয়া আনন্দময় আলয় পাইয়া পুনরায় নিরাশ হইতেছি সেই মত রাম, কৃষ্ণ চৈতন্য, বুদ্ধ, মুসা, যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি অন্ধকারময় কারাগার ভোগ করিয়া সুখময় নিকেতন প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে উহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

১৪। আপাততঃ বহির্ভাগে একত্র দর্শন এবং শ্রবণ করিতে লাগিলাম। কোন নির্দ্ধন দম্পতীর পরম সুন্দর একটী বালক ছিল। তাহারা বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া বালককে সুশিক্ষিত করিয়াছিল। বালকটীও রূপবান, অতি বুদ্ধিমান, মেধাবী, পরিশ্রমী এবং উৎসাহশীল হইয়াছিল। সমুদায় প্রতিবাসী এবং যাহারা তাহাকে দেখিয়াছিলেন সকলেই তাহাকে স্নেহ করিতেন। তদ্দ্বারা দারিদ্র্য দশা নিবারণ হইয়া সম্পূর্ণ সৌভাগ্যের উদয় হইবে পিতা মাতার সর্ব্ব প্রকারে এই আশা ছিল।

আহা! এমন সময়ে পিতা মাতার সাক্ষাতে এক ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র উপস্থিত হইয়া বালককে গ্রাস এবং সংহার করিল; তৎক্ষণাৎ জনক জননী হা হতোঽস্মি বলিয়া রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন।

১৫। অনন্তর মূর্চ্ছার পর সংজ্ঞালাভ করিয়া পিতা দীর্ঘকাল অশ্রুপাত করিতে করিতে বলিলেন, রে বিধাতঃ! তুই কি ব্যাঘ্র-রূপ হইয়া আমার প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবন, অপহরণ করিলি। কেন অগ্রে আমাকে গ্রাস করিলি না। আমার যে আপদ মস্তক, প্রত্যেক রগ, প্রত্যেক শীরা, প্রত্যেক লোম-কূপ, হৃদয়, মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। ধর্ম্ম-বিদ্রোহিরা পর্ব্বতনিম্নে নানা অস্ত্রসজ্জা করিয়া বিবিধ প্রকার যন্ত্রণা দিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের যে প্রাণনাশ করিত, দস্যুরা যে ধন লাভের জন্য নির্দ্দোষীদের সর্ব্বাঙ্গে দ্রব গুড়সহ তূলা লেপন করিয়া কেহ কেহ বা গোময় মাখাইয়া অগ্নিতাপে শুষ্ক করিয়া পরে পদাঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানে স্থানে অগ্নি দিয়া মন্দ মন্দ অগ্নিতে সর্ব্বশরীর দগ্ধ করিত, অন্য শত শত প্রকার যন্ত্রণা প্রদান পূর্ব্বক মানবপ্রাণ বিনাশের যত উপায় শুনা গিয়াছিল তদপেক্ষাও সহস্র গুণে যন্ত্রণা প্রদান করিয়া শোকাগ্নি যে এখন আমার দেহ দাহন করিতেছে। সাধারণ অগ্নির তো এতাদৃশ দাহিকা শক্তিই নাই। রে বিধাতঃ! তুই কি এই বিষম শোকা-নলে দগ্ধ করিতে আমার সৃষ্টি করিয়াছিলি! তোকে দয়াময়, মঙ্গলময়, বলিয়া কেন মনুষ্য জাতি, সম্বোধন করে। আহা!

যাহাকে প্রতিপালন করিতে নানা দেশ পর্য্যটন, অশেষ ক্লেশ-ভোগ করিয়াছিলাম, পরিণামে যাহার দেহশ্রী এবং মুখশ্রী দেখিয়া এই দগ্ধ হৃদয় সুশীতল হইত সেই হৃদয় ধন এইক্ষণে কোথা। হায়! কোথা যাই, বলিয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত, পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া বনিতার বিলাপ শুনিতে শুনিতে নিস্তব্ধ রহিলেন।

১৬। মাতা মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছাগত হইয়া একবার সংজ্ঞালাভ হওয়াতে অশ্রুনয়নে বলিলেন, হাঃ হাঃ! রে তাত! আমার কি হইল! সর্ব্বনাশ হইল! সহস্র বৃশ্চিক সহস্র ভুজঙ্গ আপাদ মস্তক দংশন করিলেও এত যাতনা হয় না। আমাকে শোক-বিষে জর্জ্জরীভূত করিলি। অগ্রে জানিলে কি এজীবন রাখিতাম। এইক্ষণে এই দগ্ধ জীবন ব্যাঘ্র কি লইবে রে; এই বলিয়া যে পথে ব্যাঘ্র গিয়াছে,সেই পথেই পতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় সাশ্রুনয়নে হৃদয়ে করাঘাতপূর্ব্বক বল্কিলেন, রে বালক! কত যন্ত্রণা, কত বেদনা, পাইয়া তোকে প্রসব করিয়াছিলাম। বক্ষঃস্থলে তোর বিষ্ঠামুত্রধারণ করিয়াও কেবল তোর কোমল মুখে চুম্বন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতাম। প্রগাঢ় শীত সময়ে যখন নিশিতে কলেবর কম্পিত হইত এবং তোর বিষ্ঠামুত্রে শয্যা আর্দ্র হইয়া যাইত, তখন আমি সেই আর্দ্রস্থানে শয়ন করিয়া তোকে বক্ষঃস্থলে কিম্বা সুখ শয্যায় রাখিতাম, যখন বক্ষস্থ স্তন দশনে দংশিয়া ব্যথিত করিতিস, তখনও তোর চন্দ্রানন দেখিয়া সুখী হইতাম, যখন আমার মুখ ও নাসিকাতে পদাঘাত করিয়া

খেলা করিতিস, তখনও তোর কোমল পদে বেদনা হইবে ভাবিয়া বারংবার সেই পদে হস্তপ্রদান করিতাম, যখন মল কঠিন হইয়া তোর উদরে অসুখ হইত, তখন ঘৃণাদি পরিত্যাগ করিয়া তোর মলদ্বারে অঙ্গুলি দিয়া বিষ্ঠা নির্গত করিয়াছি, আবার নিজে আহার না করিয়া তোকে আহার দিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। বাবা! কত অসীম কষ্টে তোকে বয়স্ক করিলাম, তাহা সেই নিদ্দয় বিধাতাই জানেন। রে পিতঃ! অদ্য আমাকে দুর্ভাগিনী করিলি এবং আমার হৃদয়ে, মস্তিষ্কে ও সর্ব্বাঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ করিয়া রাখিলি, আবার বিষাক্ত করিলি। যদি বলিস, সকল সন্তানই এরূপ যত্নে লালিত ও পালিত হয়, তন্মধ্যে কুপুত্র বয়ঃ-প্রাপ্ত হইয়া জননীকেও প্রহার করে। আমার প্রীয়তম শত্রু বাবা! সেই প্রহার সময়েও বদনকমল দেখিয়া মাতা সুখী হন, কিন্তু কেবল সেই মুখ খানি দেখিতে না পাইলে মাতার হৃদয়-কমল বিদীর্ণ হইয়া যায়, ইত্যাকার বিলাপ করিতে করিতে নয়নযুগল হইতে জলধারা নির্গত হইতে লাগিল, পরিশেষে দুর্ভাগ্য পিতামাতা দীর্ঘকাল রোদন এবং চীৎকারকরতঃ মানসিক যন্ত্রণা ও শোক সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিবেন স্থির করিলেন।

১৭। এই শোচনীয় বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া এক বৃদ্ধ পুরুষ তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং অতীব বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলি-লেন, কি আশ্চর্য্য মোহ! মায়া মোহ একত্রিত হইয়া এই জগতের কতই শোচনীয় অবস্থা ঘটাইতেছে। যে পরিস্কৃত উজ্জ্বল হৃদয়-

দর্পণে পরমপ্রভা, প্রতিভা প্রদান করিতেন, সেই প্রতিভা প্রদানের সম্পূর্ণ যোগ্য, হৃদয়দর্পণ, মোহমালিন্যে এমনই মলিন হইয়া গিয়াছে, জগত সমুজ্জলকারী কোটি শশী সমধিক প্রভাবান যে কিরণ তাহাও তাদৃশ হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না, সেই মোহ-মালিন্য-পরিপূর্ণ হৃদয় পরমপ্রভা গ্রহণ করিতে না পারিয়া কেহ কেহ পরম পদার্থ নাই বলিয়া নাস্তিক হইয়া রহিয়াছে, কেহ কেহ আবার আছে কি না নিশ্চয় করা সম্ভব নহে বলিয়া নিশ্চয়তা (Positivism) নামে মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, শোক, ক্লেশ, যন্ত্রণারূপ অগ্নি সেই মোহ-মালিন্যহৃদয় হইতে দগ্ধ করিয়া দূরীভূত করিবার সময়ে, যদিও বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ বিকল করিয়া থাকে; কিন্তু সেই পরমপ্রভার উপস্থান সম্ভাবনায়, রে ধাত, রে বিধাত! শব্দ নির্গত হইতে আরম্ভ হয়। শূলাদি বেদনায় অহর্নিশি চীৎকার-কারী রুগ্ন ব্যক্তিরা অশ্রুনয়নে কি বলিতেছে, জলমগ্ন তরণী-স্থিত নিহতপ্রায় ব্যক্তিরা উর্দ্ধশ্বাসে কি বলিতেছে, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত লোকেরা উর্দ্ধনয়নে কি বলিতেছে, কোন লোক ভূজঙ্গ কিম্বা ব্যাঘ্র গ্রাসে পতিত হইবার উপক্রম হইলে এবং অব্যাহতির উপায় না থাকিলে, তখন সে কি বলে,—ইত্যাকার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এই সকলে কি, রে ধাত! রে বিধাত বলে না? এই সময়ে হৃদয়ের যে ভাব হয়, শ্মশানে শব দাহন করিবার সময়ে মনের যে ভাব হয়, কবরস্থলে কবরস্থ করিবার সময়ে চিত্তের যে গতি হয়, এতাবত মোহ-

মালিন্য পরিষ্কারের উপক্রম বিনা প্রকৃত পরিষ্কারের উপায় নহে। কোন কোন পণ্ডিত কহিয়াছেন, সূক্ষ্মদর্শন এবং দূরদর্শন যন্ত্রদ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে, যে প্রত্যেক রোমকূপে এবং প্রবহমান অদৃশ্য বায়ুতে বহুবিধ অসংখ্য জীবজন্তু আছে। সেই ক্ষুদ্রতর জীবজন্তু হইতে দৃশ্যমান প্রকাণ্ড জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ যে এই পৃথিবী, ইত্যাকার জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ বহুগ্রহ এই সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। যত দৃশ্য কিম্বা অদৃশ্য নক্ষত্র আছে, তৎসমুদয় সূর্য্যসম এবং তাহার প্রত্যেকের চতুর্দ্দিকে ঐ প্রকার জীবজন্তু পরিপূর্ণ, গ্রহগণ ভ্রমণ করিতেছে। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, এই সমুদায় এক ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যস্থিত। ইত্যাকার অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে। সে যাহাই হউক, এই জগৎকার্য্য যিনি করিতেছেন, তিনি কি স্বভাব-যন্ত্র সদৃশ জ্ঞানহীন পদার্থ? এক শরীরের মধ্যে কত অসংখ্য সূক্ষ্মজ্ঞানের কার্য্য প্রচলিত, উন্নত এবং পরিণতভাবে দৃষ্ট হইতেছে। হে মৃত বালকের জনকজননি! তোমাদের মোহমালিন্য-পরিপূর্ণ হৃদয়, যদি শোকাগ্নিতে বিদগ্ধ হইয়া কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে এবং তাহাতে যদি জগৎ-কর্ত্তার কিঞ্চিৎ প্রভা গ্রহণ করা যায়, তবে যদিও সেই বালকের সহাস্যবদন নিরূপমরূপ রমণীয় শোভা অদ্যাপি হৃদয়দর্পণে চিত্রিত রহিয়াছে, তথাপি তাদৃশ সহস্র পুত্রশোক দূরীভূত হইয়া অমোঘ আনন্দ বর্ষণ হইতে থাকিবে। কেবল মোহ যে হৃদয়ক্ষেত্র মলিন করে, তাহা নহে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ,

অহঙ্কার প্রভৃতি প্রত্যেকে, হৃদয়ক্ষেত্র অন্ধকারময় এবং মলিন করিয়া থাকে, কি প্রকারে সেই হৃদয় পরিস্কৃত থাকিবে, এবং কি প্রকারে অমোঘ যন্ত্রণা এবং ক্লেশ হইতে উদ্ধার পাইয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করিতে পারা যায়, তাঁহা জানিবার বাসনা থাকিলে পুরঞ্জন এবং প্রজ্ঞা যে কথোপকথন করিতেছেন, তাহা নিরন্তর শ্রবণ কর,—সেই জনকজননী যে আত্মহত্যা করিতে উদ্ধত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বৃদ্ধের বচন শুনিয়া (বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং মনে করিয়া) প্রজ্ঞা পুরঞ্জনের কথোপকথন শুনিতে একাগ্রচিত্ত হইলেন।

১৮। মোহনক নামক এক কন্দর্পকলেবর নবীন রাজ-পুত্র পিতার ও বিমাতার দ্বেষভাজন এবং তাড়িত হইয়া দেশ-বিদেশ ভ্রমণ ও বহুবিধ কষ্টভোগ করিতেছিলেন। ভিন্ন রাজ্যের এক রাজতনয়া তাহার চিত্তরঞ্জনকারী সৌন্দর্য্য দৃষ্টে মুগ্ধ হইয়া পিতামাতার অনুমতি না লইয়া গোপনে রাজপুত্রের পরিণয়পাশে বদ্ধ হইলেন, কিন্তু রাজকুমারী আপনি পিতার সম্ভাবিত ক্রোধ-ভয়ে ভীতা হইলেন সুতরাং নূতনকান্ত সমভিব্যাহারে দেশান্তরে গিয়া ঝুপড়ি নির্ম্মাণ করিয়া রহিলেন। যখন রাজকুমার ভিক্ষার্থে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন সুরাসিদ্ধিপায়ী এক নবীন সন্ন্যাসী তাঁহাকে পাইয়া দয়া প্রকাশে আপন দেবীমন্দিরে লইয়া গেলেন। তাহাকে নরবলী দেওয়া সন্ন্যাসীর মনের গুপ্ত ভাব ছিল। রাজতনয়কে ভোজনপানের দ্বারা তৃপ্ত করিবার জন্য আপন যুবতী কন্যার হাতে সমর্পণ করিলেন এবং আপনি বলির

আয়োজন জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। সেই কন্যা রাজকুমারের বদনকমল দেখিয়া মোহিত হইয়া তাহার পিতা সন্ন্যাসীর মনোগত ভাব তাহাকে আনুপূর্ব্বিক বলিলেন এবং আত্মরক্ষার জন্য এক খড়্গ দিলেন; পরে সন্ন্যাসী আসিবামাত্র রাজপুত্র তাঁহাকে সংহার করিলেন। তৎপরে রাজকুমার বিলাস নাম্নী উক্ত কন্যাকে স্ত্রীত্বে গ্রহণ করিয়া কতককাল একত্র বাস করিলেন, পরিশেষে তাহাদের অতি রূপবান এক পুত্র জন্মিল। কিন্তু তাহাদের দরিদ্র দশায় অতি কষ্ট হইতেছে। তৎকালে স্বয়ং রাজ্যভার প্রাপ্তা এক রাজকুমারীর বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া স্বীয় পত্নী ও নবশিশু গৃহে রাখিয়া তথায় ভিক্ষার্থে ভিক্ষুক রাজপুত্র গমন করিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে রাজ্যভারপ্রাপ্ত সেই রাজতনয়া এই রাজতনয়কে স্বামীত্বে বরণ করিলেন এবং আপন প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি সর্ব্বদা আপন মনে পূর্ব্ব স্ত্রীগণ এবং প্রিয়তম পুত্রের জন্য চিন্তা করিতেন অথচ তাঁহাদের কথা নূতন পত্নীর নিকট ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। উপায়হীনা দ্বিতীয়া স্ত্রী নিজ শিশুসহ কতককাল অপেক্ষা করিয়া এবং নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া স্বামীর অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে দেশে তিনি রাজমন্ত্রী হইয়াছেন সেই দেশে তাঁহারাও উপস্থিত হইলেন। তৎকালে রাজমন্ত্রীর আজ্ঞানুসারে একদল সৈন্য কালীর নিকট রীত্যানুযায়ী নরবলি দিবার জন্য এক বালক অন্বেষণ করিতেছিল; অকস্মাৎ সেই বালককে পাইয়া তাহার মাতার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল এবং

তাহাকে নিশীথ সময়ে দেবীর সম্মুখে বেদির উপর বলিদানার্থে উপস্থিত করিল। তাহার মাতা চীৎকার এবং রোদন করিতে করিতে তৎপশ্চাৎ ধাববতী হইলেন। ব্যবহারের নিয়মবর্ত্তী হইয়া বালকের শিরচ্ছেদন পূর্ব্বক বলি প্রদানার্থে রাজমন্ত্রী স্বহস্তে সুতীক্ষ্ণ খড়্গাধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন, বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল, বালককে বেদীর উপরে লম্বিত করিয়া পূজক ব্রাহ্মণ কণ্ঠপৃষ্ঠে গঙ্গাজল লেপন করিলেন। তৎকালে বালক ক্রন্দন করিয়া আপন নিরুদ্দেশ পিতা ও উপায়হীনা মাতার জন্য বিলাপ করিতে লাগিল। লোকে বালকের স্নেহাকর্ষণী আকৃতি এবং রূপ দৃষ্টে বিস্মিত হইলেন। এই জনতার মধ্যে সেই মাতা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, এটী রাজকুমারের বালক। এমন সময়ে পুত্র বাৎসল্যরূপ ভাব রাজমন্ত্রীর হৃদয় আকর্ষণ করিল। তিনি বালকের বদনকমল নিরীক্ষণ করিয়া আপন প্রিয়তমপুত্র দেখিয়া তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। রাজমহিষী আপন কান্তের অন্যকান্তা ও পুত্র দেখিয়া এবং কালীর পূজাপ্রতিবন্ধকতা জন্য রাজ্যের অমঙ্গল ভাবিয়া, ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে রাজমন্ত্রী ও বালককে বলি প্রদান করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর বালককে তৎপিতামাতার সাক্ষাতে, তৎপরে রাজমন্ত্রীকে বলিদান করা হইল।

১৯। তদনন্তর দৃষ্ট হইল যে প্রায় দ্বাদশবর্ষীয় এক কুৎসিত বালককে তাহার দরিদ্র পিতা মাতা, ধনলোভে বিক্রয়

করিল। নরবলি প্রদানার্থে মহাকালীর সম্মুখস্থ বেদিতে সেই বালক আনীত হইলে, মহারাজ রাজপ্রথানুযায়ী নরবলি প্রদানার্থে স্বহস্তে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ ধারণপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হই-লেন। দেবীর পূজা আরম্ভ হইল, তৎকালে বালক বেদির উপরে লম্বিত হইয়া রোরুদ্যমান স্বরে বলিল, "পিতরৌ ধনলুব্ধশ্চ রাজা খড়্গ ধরস্তথা দেবতা বলিমিচ্ছন্তি কোমে ত্রাতা ভবিষ্যতি" অর্থাৎ যে পিতামাতা প্রতিপালন করিবেন, তাঁহারা ধনলোভে আমাকে বিক্রয় করিলেন, যে রাজা প্রাণ রক্ষা করিবেন, তিনি বলি প্রদানার্থে খড়্গাধারী হইলেন, যে দেবতা সকলকে রক্ষা করিবেন, তিনি বলির আশা করিয়াছেন, আমাকে এ জগতে আর কে উদ্ধার করিবে। দেবতা, রাজা, পিতা, মাতা, সকলেই রক্ষাকর্ত্তা, আমার নিধনসাধন জন্য যখন সকলেই প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আর কি বলিব, কাহার নিকটেই বা মুক্তি প্রার্থনা করিব। এই সময়ে যতলোক জনতাবদ্ধ ছিল, এই বাক্যে সকলের মনেই অসীম দুঃখের উদয় হইল, এবং সকলে একত্রিত হইয়া বালককে উদ্ধার এবং রক্ষা করিলেন।

২০। এই সকল বিস্ময়াবহ খেদজনক দর্শন, শ্রবণ, এমনই আমার মানসকে দুঃখিত করিল যে আমি ক্ষুব্ধ হইয়া আমার গৃহের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলাম। প্রবৃত্তি আমার নিকট আসি-লেন এবং বলিলেন "প্রিয়তম,এই সকল সময়ের ঘটনা। এজন্য কোন চিন্তা নাই। তুমি আপনি প্রতিপত্তি লাভের উদ্যোগ কর। তুমি দেখ আমার যে ছয় ভ্রাতা বিদ্যমান আছেন; কাম, ক্রোধ,

লোভ, মোহ, মদ, অহঙ্কার তাহাদের প্রত্যেকেই ভুবন পরাজয় করিতে সমর্থ। যদি তুমি আমার কথা শুন তবে তাঁহারা সকলেই তোমার আত্মীয় বন্ধু হইবেন, তোমার আজ্ঞাবহ থাকিবেন। আমার বোধ হইল আমি তাঁহাকে বিবাহ করি এইটী তাঁহার অভিপ্রায়। তাঁহার মনমোহন বদনকমল দেখিয়া আমার মনও তজ্জন্য বগ্র হইয়াছিল। মানসিকভাব গুপ্ত রাখিয়া তাঁহার ভ্রাতাগণকে দেখিতে বাসনা করিলাম, কিয়ৎকাল পরে যখন তাঁহারা সমাগত হইলেন তখন তাঁহাদের আশ্চর্য্য প্রতিভা দর্শন করিলাম। কামের অগ্নিবৎ, ক্রোধের সূর্য্যবৎ, লোভের কমলাবৎ, মোহের কৃষ্ণপ্রস্তরবৎ, মদের কাচবৎ, অহঙ্কারের জলবৎ, বর্ণ প্রত্যক্ষ হইল। তাঁহারা সকলেই প্রখর মহাবীর, তাহাদের প্রত্যেকে যখন যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকেই পরাভব করিতে পারেন। প্রত্যেকের অধীনে প্রভূত সেনা রহিয়াছে। পরে তাহাদের প্রত্যেকের প্রত্যাবর্ত্তন সাক্ষাৎ করিতে গিয়া নিম্নলিখিতমতে সভাদর্শন এবং বক্তৃতা শ্রবণ করিলাম।

২১। শ্রীযুক্ত কাম আপন পত্নী শ্রীমতী রতি কুমারী শ্রীমতী আকর্ষণী প্রভৃতি সহ সমুজ্জ্বল হরিৎবর্ণ বসন পরিধানপূর্ব্বক সেনাগণে বেষ্টিত হইয়া উপবেশন করিয়াছেন। তাঁহার নবোদিত গুম্ফ রেখা ওষ্ঠোপরে ধাবমান, রমণীগণ আপন আপন অবগুণ্ঠনে নিম্নে অদ্ধগণ্ড আচ্ছাদন করিয়া বামকরের অঙ্গুষ্ঠোপরে চিবুক স্থাপন করত গোলাকার বদনকমল ঈষৎ বাঁকাভাবে রাখিয়া উজ্জ্বল কোমল সুদীর্ঘ নয়নে নানা পদার্থ দেখিতেছেন। তাহাদের

নাসিকা সরল এবং উচ্চ, ওষ্ঠাধর লোহিতবর্ণ, শরীরের আভা অনলবৎ। যাহারা সেইরূপ সন্দর্শন করিলেন অমনি মোহিত হইয়া রহিলেন। তখন কাম, সুমধুর ললিতভাষায় বলিলেন এই ভূমণ্ডলে আমি যে কোন ব্যক্তির প্রতি আমার বাণ নিক্ষেপ করিব সে তাহার হৃদয় কখনইসুস্থির রাখিতে পারিবেনা। তাহার অস্থির কম্পিত হৃদয় হইতে বিবেচনাশক্তি দূরীভূত হইবে, সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে থাকিবে। যদি তিনি রাজসিংহাসনোপবিষ্ট মহারাজও হন তথাচ তাঁহাকে যথাইচ্ছা ভ্রমণ করাইতে পারিব। আমার ক্ষমতার ইয়ত্তা নাই। অতএব এখনও সকলে আমার বশবর্ত্তী হউক।

২২। কেহ কেহ বলিলেন মানব জাতির মধ্যে বিস্তর উত্তম লোক এই কামের নিকট পরাভূত হইয়াছেন। মাতা কর্ত্তৃক, পুত্র-হত্যা, পুত্র কর্ত্তৃক পিতৃহত্যা, ইত্যাদি বহুবিধ গর্হিত কার্য্য এই কামের জন্য হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বদেশের পুরাবৃত্তে বিখ্যাত ব্যক্তি-গণের মধ্যে ইহার ভূয়োভূয়ঃ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে তন্মধ্যে পূর্ব্বকালের নবাব সিরাজউদ্দৌলাও খ্যাত ছিলেন। এই কামের প্রভাবে অসংখ্য ব্যক্তি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। একমাত্র শিষ্টাচার ক্রীড়া কামকে পরাভব করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ, যদি বারংবার তিনি ইহাকে পরাভব না করিতেন তবে অপূর্ব্ব মানবজাতি বন্যজন্তু অপেক্ষাও কদর্য্য ও বিনষ্ট হইত।

২৩। শ্রীযুক্ত ক্রোধ, তাহার বনিতা শ্রীমতী ঈর্ষা, তাঁহাদের পুত্র শ্রীমান্ দ্বেষ প্রভৃতি লোহিতবসনে ভূষিত হইয়া নানা অস্ত্র

ধারণপূর্ব্বক আপন সৈন্যসামন্তগণ মধ্যে স্বস্থানে উপবেশন করিয়াছেন, স্ত্রীগণের কুঞ্চিত দীর্ঘ কৃষ্ণকুন্তল কর্ণ ও অর্দ্ধগণ্ড আচ্ছাদিত করিয়া উরুদেশ পর্য্যন্ত দোদুল্যমান রহিয়াছে। তাঁহাদের গোলাকার প্রশস্ত লোহিত ঘূর্ণায়মান চক্ষু, পৃথিবী অবধি আকাশ পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিতেছিল। তাঁহাদের বিদ্যুতাভ ভয়াবহ সৌন্দর্য্য ভাব দেখিয়া যাহারা নিকটে ছিল তাহারাও দূরবর্ত্তী হইল। নম্র মনুষ্যগণ শঙ্কাকুল হইয়া পলায়ন করিল। ক্রোধের শরীর লোহিত লৌহ সদৃশ। তাহার রক্তিম বিচলিত ভয়ানক লোচন হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল, নাসিকা রন্ধ্র হইতে ধূমাকার, মুখগহ্বর হইলে ফেনোদ্গম, ললাট হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছিল। তাঁহার দশন ঘর্ষণশব্দে ভয়ানক আকৃতি দৃষ্টে, দর্শকগণের শরীর রোমাঞ্চ হইল। তিনি কর্কশ গভীর ভয়াবহ শব্দে বলিলেন, আমার ঐন্দ্রজালিক আগ্নেয়াস্ত্র যে কোন ব্যক্তির শরীরে পতিত হইবে অবশ্যই তৎক্ষণাৎ সে প্রায় উন্মত্ত হইবে, তাহার আপাদ মস্তক কম্পিত হইতে থাকিবে। সে আপন অঙ্গ আপন দশনেই চর্ব্বণ করিবে, সে পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, স্ত্রীহত্যা, পুত্রহত্যা, কুমারিহত্যা, যাহাকে সে অতীব স্নেহ করিত তাহাকেও সে হত্যা করিতে সমর্থ হইবে।

১৪। পরম্পর শুনিলাম, মহাসম্রাট অবধি কৃষক পর্য্যন্ত, প্রধানতম অবধি ক্ষুদ্রতম পর্য্যন্ত, অসংখ্য মানব এই ক্রোধের প্রভাবে অবসন্ন হইয়াগিয়াছেন। জগতের পূর্ব্ব বিবরণে দৃষ্ট হইবে

কত সংখ্যক প্রধান প্রধান মনুষ্য ক্রোধের আগ্নেয়াস্ত্রে পতিত হইয়া ধর্ম্ম, কীর্ত্তি, খ্যাতি প্রভৃতি যত কিছু তাঁহাদের ছিল সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়াছেন। যদিও এই ক্রোধের অসাধারণ ক্ষমতা কিন্তু তাঁহাকে নির্য্যাতন করিতে ধৈর্য্য প্রচুর ক্ষমবান বটেন। ক্রোধের আগ্নেয়াস্ত্র হইতে ধৈর্য্য প্রভৃত মনুষ্যকে রক্ষা করিয়াছেন।

২৫। শ্রীযুক্ত লোভ আপন কান্তা বদনব্যাদানকারিণী শ্রীমতী অতৃপ্তি সমভিব্যাহারে নানাবর্ণে রঞ্জিত চিত্রবিচিত্র বহুমূল্য উজ্জ্বল কৃষ্ণ লোহিত অর্থাৎ বেগুণী বর্ণের বসনাদি পরিধান পূর্ব্বক স্বসৈন্যে সমাবেষ্টিত হইয়া স্বস্থানে বসিয়া আছেন। তাহার চক্ষুর চাকচিক্য, দাতের উজ্জ্বলতা, মুখমণ্ডলের শ্রী দেখিলে মোহিত হওয়া যায়। তিনি নম্র সুমধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন, লোকে তাঁহাকে দেখিতে ও শুনিতে তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। তিনি বলিলেন, যে সকল ব্যক্তিকে আমি আসি কিম্বা অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করি তাহারা সকলেই আমার সন্তোষার্থে বঞ্চনা, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্যবৃত্তি, দস্যুবৃত্তি, বধ প্রভৃতি কার্য্য করিতেও ব্যগ্র হইয়া থাকে। ইষ্ট দেবতা, পুরোহিত, শিষ্য, জজমান কিম্বা অন্য যে কোন প্রকার সম্পর্কীয় হউক তাহারা কাহাকেই পরিত্যাগ করে না। তঞ্চক, প্রবঞ্চক, দস্যু, তস্কর, প্রভৃতি অথচ রাজা, মহারাজ, ভূপাল, মহীপাল, প্রভৃতি অনেকেই আমার অনুগত। যেরূপ লোকে দণ্ডসূত্রগ্রথিত বড়শীতে কিঞ্চিৎ খাদ্য সংলগ্ন করিয়া জলমগ্ন করিলে মীনগণ লুব্ধ হইয়া আকৃষ্ট এবং নিহত হয় সেইরূপ লোভীমানবগণ নানা লালসায় লুব্ধ হইয়া বিপদগ্রস্থ এবং

বিনাশ হইয়া থাকে ইত্যাকার আমি বহু মানব সংহার করিয়া ভুবনবিখ্যাত হইয়াছি। কোন দেবতাকে যে দ্রব্য উৎসর্গ করা যায় এবং যাহা কোন সম্রাটকে উপঢৌকন দেওয়া যায়, আমি কোন ক্রমে তাহা অপহরণ করিতে না পারিলে দর্শন ক্রমেও তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকি, আমার অনুগামিগণের দ্বারা আমি যত অর্জ্জন করি, কিন্তু আমার বনিতা, তাহাতে তৃপ্তা হয় না। তাহাকে এবং তাহার প্রিয় সখী ঈর্ষাকে প্রচুর সুখাদ্য এবং অপরিসীম ধনের দ্বারাও সন্তুষ্টা করা যায় না, বরং সন্তোষ তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিতেও সমর্থ নয়। আলস্যনামক আমার যে এক জন দৌবারিক আছে, বামদিগস্থ দ্বার দিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইতে সে কাহাকেই নিবারণ করে না, দ্বিতীয় দ্বারবান্ পরাক্রম, আমার দক্ষিণদ্বার দিয়া, যে রাজা মহারাজ প্রভৃতি অন্যের ধন লালসা করেন, কেবল তাঁহাদিগকে প্রবেশ করাইয়া থাকে, শুনিলাম ভগবান ধর্ম্ম এই লোভকে পরাজয় করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ।

২৬। শ্রীযুক্ত মোহ, আপন স্ত্রী শ্রীমতী মূর্খতার সহকারে সেনাগণে বেষ্টিত হইয়া উচ্চস্থানে বসিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহাদের খর্ব্ব নিম্ন নাসিকা হইতে রোমাগ্র বহির্গত হইয়াছে, লম্বমান, অধর, বক্র দীর্ঘ, বহির্নির্গত, বক্রিমাকার, দশন শিখর হইতে নামিয়াছে, চিবুকে মুখে মদিরার গন্ধ গুম্ফে শ্লেষ্মা, নয়নে মালিন্য রহিয়াছে, সকলেই শ্যামল পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে।

সাংসারিক সম্প্রদায়ের প্রধান কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, অহঙ্কার প্রভৃতি মোহের পদাবনত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, তাঁহাদের স্বাধীনতাবস্থায় সকলেই মোহের আজ্ঞাধীন হইয়া তাঁহার উপদেশ অনুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, যদিও প্রায় সমস্ত দেশে তাঁহার রাজত্ব বিস্তার হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু তিনি ব্যক্তি বিশেষকে প্রিয়পাত্র করিয়া বিখ্যাত করেন, যথা রোমদেশীয় ষষ্ঠ সম্রাট্ নিরোক্লডিয়াস্ সিজার পরম রমণীয় মহানগর রোম, দগ্ধীভূত হইবার সময়ে আনন্দিত হইয়া পর্ব্বতোপরি আরোহণপূর্ব্বক মনোহর বংশীর ধ্বনি করিতে করিতে অবলোকন করিতেছিলেন, সেই মোহ মূর্খতাপূর্ণ এক বক্তৃতা প্রদান করিলেন, "হে আমার প্রিয় মানবগণ পরকাল বলিয়া মনে করিও না, বাস্তবিক কোন পরকাল নাই, আমাদের আত্মা নামে যদি কোন পদার্থ থাকে, তবে শরীরের সঙ্গেই বিনাশ হইবে, ফলে ভৌতিক পদার্থের সংযোগ বিনা আত্মা কোন পদার্থ নহে, পরমেশ্বর নাই, মৃত্যুর পরে কোন বিচারও নাই, এই মনোরম জগৎ স্বভাবে সৃষ্ট স্বভাবে লয়ও যে প্রাপ্ত হয়, অতএব যেমন ইচ্ছা হয় তেমন সুখ ভোগকর." শুনিলাম লোকেরা কেহ সম্পূর্ণরূপে কেহ কেহ অংশত এই মোহের বশবর্ত্তী; মোহের প্রভাবে জগতের এইভাব, পুরাবৃত্ত পাঠে ইহার বহুবিধ ঘটনা জানা যায়, কেবল মহর্ষি জ্ঞান এই মোহকে পরাভব করিতে সমর্থ।

২৭। শ্রীযুক্ত দম্ভ আপন জায়া শ্রীমতী উগ্রতা সমভি-

ব্যাহারে পীতবসনে ভূষিত হইয়া আশ্চর্য্যভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহার বক্র ভ্রূযুগল, ভ্রুভঙ্গিমা, উত্তাক্ত লোচনদ্বয়, শৃঙ্গাকার গুলফ, বক্র জুলফি, লম্বমান দীর্ঘ শ্মশ্রু, বিস্ময়াপন্ন দর্শন, সকলকে চমৎকৃত করিল, তিনি জগতের সকলকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিয়া আত্মগৌরব প্রকাশ করিলেন, তিনি বিকৃত স্বরে বলিলেন, "কেবল আমাকেই সকলে সম্ভ্রম করে, আমি আপনগুণে বহুতর মহিমান্বিত লোককে ধূলিসাৎ করিয়াছি, যে যে ধনবানের হৃদয়ে আমি আরোহণ করিয়াছি, তাহাদিগকে দরিদ্র দশায় পরিণত করিয়াছি। লঙ্কাধিপতি রাবণের বহুতর পুত্র পৌত্রাদি ছিল, হিরকমণি, মুক্তা, কাঞ্চন, রজত এবং অন্যান্য ধাতুময় বহুবিধ অট্টালিকা ছিল, বিবিধ প্রকার বহুমূল্য দ্রব্যাদি ছিল, তিনিও এই জগতে অতীব মহিমান্বিত ছিলেন। একা আমি দর্প তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছি," শ্রীমন্মদ এই বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, কেহ কেহ বলিল সুশীলত্ব ইহাকে দমন করিতে ক্ষমাবান।

২৮। শ্রীযুক্ত অহঙ্কার আপন কান্তা শ্রীমতী আত্মম্ভরী এবং অণুচরদিগের সমভিব্যাহারে পিঙ্গলবর্ণ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে গম্ভীর নিনাদে বলিলেন, যদি এই ভূমণ্ডলে আমি উদ্ভব না হইতাম, তবে এই জগৎ ব্যর্থ এবং অকর্ম্মণ্য হইত, আমি যে কি এবং আমার কি আছে আমিই জানি। আমার অনুবর্ত্তীগণ কৃপণ অথচ সর্ব্বাপেক্ষা সুখী," শুনিলাম মহাত্মা বিবেক অহঙ্কারকে পরাভব করিতে পারেন এবং সেই বিবেকের ভয়ে, অহঙ্কার, মধ্যে মধ্যে শমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

২৯। আমি ভাবিলাম যৎকালে এই ভয়ঙ্কর ভীষণ যোদ্ধাগণ আমার আজ্ঞাধীন হইবেন, তৎকালে অবশ্য আমি প্রধান রাজা হইব; শ্রীমতী প্রবৃত্তির রাজ্ঞী, এবং আমার এই গৃহ সুরম্য রাজভবন হইবে অথচ আমি বিখ্যাত এবং আনন্দিত হইব, এই বিবেচনায় তাঁহাকে বিবাহ করিতে আমার মত হইল, সুতরাং রীতিমতে প্রবৃত্তির সঙ্গে বিবাহ নির্ব্বাহ হইল, আমরা কিয়ৎ কাল একত্র বাস করিলাম, মনোমত নানাপ্রকার সুখভোগ করিলাম। ভোগাভিলাষপূর্ণ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম, পরিশেষে দেখিলাম, আমার শ্যালকগণ কেহই আমার আজ্ঞাধীন নহেন বরং আমি তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছি, তাঁহারা প্রত্যেকে আমাকে তাঁহাদের ক্রীত দাসের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন, আমি চমৎকৃত হইলাম যে তাঁহাদের আত্মীয় বা বন্ধুবর্গের শত্রু বিনাশ বা সংহার করিতে তন্মধ্যে কেহই যোদ্ধা অথবা বীর নহেন, বরং তাঁহারা সকলেই যোদ্ধা এবং বীর হইয়া যাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তা কিম্বা বন্ধুতা করিতে পারেন সেই আত্মীয় বন্ধুদিগকেই বিনাশ এবং উচ্ছিন্ন করেন, এইরূপ তাঁহাদের অনুগত বিধ্বংসকারী গুণ দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইলাম, এইক্ষণ আমি কি প্রকারে তাঁহাদের সংসর্গ ত্যাগ করিব ইহা ভাবিতে লাগিলাম।

৩০। যখন তাঁহারা আমোদ প্রমোদে আমাকে নিতান্ত হৃদয়বিদারক যন্ত্রণা দিতেছেন এই দুঃখের অবস্থার সময়ে দরিদ্র দশা উপস্থিত হইল এবং দেখিলাম, যে দুইটা দারুণ রাক্ষসী

আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে তাহার একটাই আমার ভবন-সহ আমাকে সংহার করিতে পারে, শুনিলাম তাহার একটার নাম ক্ষুধা এবং একটার নাম তৃষ্ণা। আমাকে নিত্য তাহাদের আহার যোগাইতে হইবে নতুবা তাহারা আমার ভবনসহ আমাকে গ্রাস করিবে, এই ত্রাসেই বিব্রত হইলাম, আবার তামাগুড়ি দিয়া যে এক যক্ষ আসিয়াছিল তাহার নাম নিদ্রা, তৎসঙ্গে তন্দ্রা, নাম্নী কুরূপা একটা কন্যা আছে ইহারা প্রত্যহই আমাকে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহারা সকলেই গুপ্তভাবে পূর্ব্বোক্ত অন্ধকার কারাগার হইতে আমার পশ্চাৎগামী হইয়া আসিয়াছে, অধিকন্তু রোগ নামক একদল পিশাচ ক্রমাগত আসিয়া সময়ে সময়ে আক্রমণ করে, অপিচ আমার শ্যালকগণের পরিবারের মধ্যে দ্বেষ, আলস্য, ক্রুরতা, নিষ্ঠুরতা, গ্লানি, নিন্দা, তিরস্কার প্রভৃতি বহুতর অসৎ বালক বালিকাগণ, সম্পর্কানুরোধে আমার সঙ্গে সঙ্গে মিলিত হইয়া আমার মনে নিদারুণ বেদনা দিতে লাগিল, এইক্ষণ আমি জানিলাম প্রবৃত্তি কেবল সংসারী, নিকৃষ্ট এবং পাপীষ্ঠ প্রবৃত্তি বটেন ভক্তি শুদ্ধাচারিণী ধার্ম্মিকা এই দুই পরিবারের মধ্যে ঘোরতর শত্রুতা, প্রত্যেক পক্ষ অন্যপক্ষকে পরাভব করিতে সাধ্য পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন।

৩১। একদিন আমি প্রবৃত্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাকে, তোমার ভ্রাতাদিগকে এবং তাহাদের পরিবারগণকে এখানে কে আনিল, তাহারা কি প্রকারে আসিল, আমরাই

বা কেন জন্মিয়াছি এবং আমাদের কর্ত্তব্য কি? তিনি ত্যক্ত হইলেন এবং উত্তর করিলেন, "প্রিয়তম, কে আমাদিগকে এখানে আনিয়াছে, কিপ্রকারে এবং কেন আমরা জন্মিলাম এবং আমাদের কর্ত্তব্য কি আমি জানি না। কিন্তু ইহা স্বাভাবিক বোধ হয় যে মানব, পশু এবং অন্যান্য জন্তু জগতের সুখভোগ করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। নতুবা জগতে সুখ কেন, এবং সেই সুখ ভোগ করাই কর্ত্তব্য," এই উত্তরে মনুষ্য জাতি এবং পশ্বাদি একাকার গণ্য হওয়াতে আমি বিরক্ত হইলাম, এই সংসর্গে আমি নিতান্ত অসন্তুষ্ট, ত্যক্ত এবং দুঃখিত হইয়া আর তিলার্দ্ধ থাকিতে অসমর্থ হইয়া শ্রীমতী ভক্তির নিকট উপস্থিত হইলাম, তিনিও তাঁহার সংসর্গে আমাকে গ্রহণ করিতে অতি ব্যগ্র হইলেন, তাঁহার সম্ভ্রান্ত আকৃতি দেখিয়া তাঁহাকে আর কোন কথা কহিতে আমার সাহস হইল না। তাঁহাকে আমি মাতা সম্বোধন করিলাম, তিনিও অতি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে পুত্রবৎ গ্রহণ করিলেন, তিনি অতি দয়ার্দ্রচিত্তে তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী প্রাজ্ঞার নিকটে আমাকে পরিচিত করিয়া দিলেন।

৩২। আমি দেখিলাম প্রাজ্ঞা অতি জ্ঞানবতী, সুশিক্ষিতা, পদার্থ, ন্যায়, তত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যাবতী অথচ পরোপকারিণী। আমি তাহাকে বলিলাম আপনাকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমার মানস আছে, তিনি উত্তর করিলেন, তিনি অতি সন্তুষ্ট হইয়া আমার সকল প্রশ্নের উত্তর করিবেন।

৩৩। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মাসিভক্তি, প্রবৃত্তি; তাঁহাদের

ভ্রাতা ও পরিবারবর্গের মধ্যে ইত্যাকার তীব্র শত্রুতা, মনোবাদ বিবাদ ঘটিবার কারণ কি, তিনি উত্তর করিলেন, " প্রিয়তম, আমাদের সাত ভ্রাতা মহাত্মা বিবেক, ধৈর্য্য, জ্ঞান, ব্রীড়, নম্রত্ব, ধর্ম্ম এবং সন্তোষ, প্রবৃত্তির ভ্রাতারা আমাদের ভ্রাতাদিগকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আমাদের ভ্রাতারাও তাহা- দিগকে দমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন কারণ ক্রোধ এবং তাহার ভ্রাতাগণ আমাদের ভ্রাতা ধৈর্য্য প্রভৃতির সঙ্গে সাধারণ্যে একত্র বাস করিতে স্বভাবতঃই পারেন না, অথচ তাঁহারা উভয়পক্ষ এক গৃহে একত্র বাস করিতে বাধ্য হইয়া রহিয়াছেন, যখন তখন, কাম প্রভৃতির প্রাগণ্ডা আপন সাক্ষাতে দেখিয়া মহাত্মা বিবেক তাহাদিগকে ঘৃণা করেন তাঁহারাও উহার প্রতিবন্ধকতা দেখিলেই উহার প্রতি বিরক্ত হন। তুমি আশ্চর্য্য বোধ করিবে যে তাঁহারা সন্তোষকেও ভাল বাসেন না, বাস্তবিক ঘটনা তাই বটে, রতি নামে কামের যে স্ত্রী তাহার নামান্তর সুখদা; তাহাকে সুখ বলিয়াই সম্বোধন করিয়া থাকেন, সেইদল তাঁহাকে লইয়া সুখে আছেন, সন্তোষের প্রতি তাহা- দের আকাঙ্ক্ষা নাই। যে গৃহে আমরা এবং তাঁহারা একত্র বাস করিতে বাধ্য হইয়া রহিয়াছি। সেই গৃহ যাহাতে অপবিত্র এবং পাপ সংমিলিত হয় এমত কার্য্য কাম ক্রোধ প্রভৃতি করিতে না পারেন এবং তাঁহারা অযোগ্য পাপ পথে ভ্রমণ না করেন এই জন্য আমাদের ভ্রাতাগণ, তাহাদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এবং তাহাদের পাপ পথে ভ্রমণ কালে আমা-

দের ভ্রাতারা অনেকবার বাধা করিয়া থাকেন, তাহাতে প্রবৃত্তির ভ্রাতারা আমাদের ভ্রাতাদিগকে বিনাশ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, তুমুল যুদ্ধের সম্ভাবনা।

৩৪। তিনি বলিলেন, "উভয় পক্ষের আপন আপন দলে প্রচুর সৈন্য সামন্ত সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক গৃহমধ্যস্থ ভূমিতে উভয় পক্ষের সেনাগণ প্রায় অনবরত সংগ্রাম করিতেছে, সর্ব্বদা পবিত্র ভূমিতে আমার ভ্রাতারা বিজয়ী হইতেছেন, কিন্তু অপবিত্র ভূমিতে তাঁহারা পরাজয় হইতেছেন, তোমার ন্যায় গৃহস্বামিগণ আপন অভিপ্রায় অনুসারে আপন আপন গৃহ পবিত্র কিম্বা অপবিত্র করিতে পারেন।"

৩৫। "পূর্ব্বকালে বহুবিধ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তন্মধ্যে এক যুদ্ধে যে লর্ড বাইরণ কাম এবং তাঁহার ভ্রাতাগণের অনুবর্ত্তী ছিলেন, তিনি আমার ভ্রাতাগণের অনুগামী হইলেন, আর এক যুদ্ধে যে বাল্মীক, লোভের ক্রীতদাস ছিলেন এবং রাজপথে দস্যুবৃত্তি করিতেন, তিনি আমাদের ভ্রাতা ভগবান ধর্ম্ম প্রভৃতির বাধ্য হইয়া অতি সম্ভ্রান্ত মুনি হইলেন, তিনি সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ রচনা করিয়া বিখ্যাত হইলেন। বর্ত্তমানকালে ভক্তি এবং তাহার ভ্রাতাগণের অপেক্ষা, প্রবৃত্তি এবং তাহার ভ্রাতাগণের অধিকার অধিক বিস্তারিত, আমাদের ভ্রাতাগণের মতানুসারে যাহারা বাস করেন তাঁহারা সচরাচর বিখ্যাত এবং সম্ভ্রান্ত হইয়া থাকেন। ইহাদিগকে প্রবৃত্তি এবং তাঁহার ভ্রাতাগণের প্রজারাও সম্ভ্রম করিতে রত হন, অথচ কাম ক্রোধাদির প্রজারা

সর্ব্বত্র মান সম্ভ্রম বিহীন এবং ঘৃণিত ; প্রত্যেকেই তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন বরং আপন প্রজাদের মধ্যেও তাঁহারা পরস্পর ঘৃণা এবং অবহেলা করে যথা দুষ্টেরাও দুষ্টকে ঘৃণা করে। ” এখন আমি মাতুলদিগকে দর্শন করিতে আকাঙ্ক্ষা করিলাম।

৩৬। আমি দেখিলাম আমার মাতুল মহাত্মা বিবেক এবং তাঁহার সকল ভ্রাতৃগণ অতি উত্তম হেমবর্ণ, অতি সম্ভ্রান্ত আকৃতি, তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রবীণ যোদ্ধা, অথচ তাহাদের কার্য্য কোমল, তাহাদের পারিবারের মধ্যে উপাসনা, দয়া, আত্মীয়তা, শ্রম, সরলতা, প্রশংসা, শুদ্ধতা, শিষ্টতা, সম্ভ্রম, এবং তাদৃশ বহুতর মহিমান্বিতগণ অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের মান্যতম সংসর্গে আমি আনন্দিত হইলাম এবং পশ্চাৎ লিখিত-মতে তাহাদিগকে বিশেষরূপে দর্শন করিলাম।

৩৭। মহাত্মা বিবেক এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী শিষ্টতা আপন বালিকা সরলতাসহ পবিত্র দেহ রক্ষক সেনাগণে বেষ্টিত হইয়া উপবেশন করিয়াছেন তাহাদের অতি মহিমান্বিত ভাব, পরমসুন্দর আকৃতি, শরীর পরিষ্কার, নির্ম্মল, বসন শুভ্রবর্ণ, রমণীগণের অল্প অল্প কুঞ্চিত কৃষ্ণবর্ণ সমুজ্জ্বলকুন্তল কর্ণ, গ্রীবা পৃষ্ঠ এবং কটিদেশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিয়া লম্বমান হইয়া রহিয়াছে। বিম্বোষ্ঠ, সমুন্নত সুদীর্ঘ নাসিকার উপর ভ্রূযুগল, মধ্যে ঈষৎ সিন্দূরবিন্দু গোলাকার বদনকমল সুদৃশ্য শোভিত করিয়াছে, তাঁহারা সুদীর্ঘ উজ্জ্বল কোমল নয়নাম্বুজদ্বারা অনুগামী

সম্প্রদায়কে দর্শন করিতেছেন। সেই শিষ্ট সম্প্রদায়স্থ জনগণ একাগ্রচিত্তে মহাত্মা বিবেকের উপদেশ শ্রবণার্থে অনন্যমনা হইয়া রহিয়াছেন,তাঁহার শুভ্র কেশ দশনে সকলে তাঁহাকে সম্ভ্রম করিতেছিলেন তাঁহার উপদেশের স্থূলাংশ এই যে, "হে ভদ্র মানব এবং মহিলাগণ অহঙ্কারের আবিভাব, ধার্ম্মিক মানব সম্প্রদায়ের জন্য নহে আপনারা নিজ অবস্থা বিবেচনা করুন কেহইতো অসাধারণ শক্তিমান নহেন সুতরাং গরিমা করা বিধেয় নহে, কেহই অকর্ম্মণ্য নহেন অতএব নৈরাশ হওযাও কর্ত্তব্য নহে আপনাদের উপরিস্থ এবং নিম্নস্থ ব্যক্তিগণ এজগতে রহিয়াছেন, উপরিস্থগণকে মান্য, নিম্নস্থগণকে সাহায্য করিতে হয়। আপনাদের সৎ কিম্বা অসৎ কার্য্য করিতে সাধ্য আছে তাহাতে অসৎকর্ম্ম না করিয়া সৎকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য এবং তৎ-ক্রমে জগতের উপকার করুন অন্যেরা আপনাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবে আশা করেন, অন্যের প্রতি আপনারা তাদৃশ ব্যবহার করুন, সাময়িক দুঃখ কিম্বা সুখে মনুষ্যের মগ্ন হওয়া উচিত নহে। নবীন রাজতনয় রামের প্রার্থনামতে বহুদর্শী লঙ্কেশ্বর রাবণ মৃত্যু সময়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই "শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণং" সৎকার্য্য কিম্বা শুভকার্য্য করিতে যখন মানস করেন অবিলম্বে সেইকার্য্য করিবেন পশ্চাৎ আপনার সেইকার্য্য করিতে ক্ষমতা না থাকিতে পারে যদি অশুভ অথবা দুষ্কর্ম্ম কিম্বা অন্যের অপ-কার করিতে মনন করেন তবে কালবিলম্ব করিবেন তদ্বিষয়

পুনঃপুনঃ বিবেচনা করিবেন পরিশেষে সেই দুষ্কর্ম্মরূপ কালভস্ম দ্বারা আপন শুভ্র যশ পতাকা মলিন এবং কলঙ্কিত হয় এই বিবেচনায় সেত কার্য্যে ঘৃণা হইতে পারে, অবিলম্বে এমন কার্য্য করিলে জগতে ঘৃণিত এবং অতাব নিন্দনীয় হইবার সম্ভব, মনুষ্যের কার্য্যই সার ; সৎকার্য্যহীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে।

৩৮। তদনন্তর আমি মহিষী ধৈর্য্যকে দেখিলাম কি প্রগাঢ় গম্ভীর ভাব ! অলম্বিত ধবল শ্মশ্রু, সুদীর্ঘ কোমল লোচন, উচ্চতর সরল নাসিকার অগ্রভাগে, লোহিত, ওষ্ঠোপরে শ্বেত গুম্ফ, ধাবিত রহিয়াছে, তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী দয়া ; মনোরমা বালিকা করুণা সমভিব্যাহারে উপবেশন করিয়াছেন ; তাঁহাদের বসন নীলবর্ণ, সৈন্যগণ নম্রস্বভাব, তাঁহারা অনুসঙ্গীগণে আচ্ছাদিত ভূমির উপর দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। কামিনীগণের অন্তঃকরণ এমনই কোমল অন্যের ক্লেশ কিম্বা দুঃখ দর্শনে দ্রবীভূত হয় আবার ক্লিষ্ট এবং দুঃখীর সাহায্য করিতে না পারিলে আপন অশ্রুপাত বারণ করিতে পারেন না।

৩৯। মহর্ষি ধৈর্য্য মানবদিগকে এই উপদেশ দিলেন, "হে পরম মান্যবর মানবজাতি ক্রোধের আক্রমনে আপন স্বভাব নষ্ট কিম্বা ভ্রষ্ট করিওনা ধীরতা অবলম্বনপূর্ব্বক সহ্য কর এবং মনে কর যে ক্রোধ জ্ঞানী লোকের হৃদয়েও কখন উপস্থিত হইতে পারে কিন্তু জ্ঞানীব্যাক্ত জ্ঞান অগ্নিতে তাহাকে আহুতি প্রদান করেন, মূর্খের অন্তঃকরণ দগ্ধ করিবার জন্য ক্রোধ মূর্খের হৃদয়ে বাস করে, হৃদয়স্থ লজ্জা ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হইলে কাজেই

লোক নির্লজ্জ এবং অবমানিত হয়। মনুষ্য মাত্রেরই ভ্রম হয়, তাহাতে ক্রোধ না করিয়া ক্ষমা করা ধার্ম্মিকের কার্য্য। ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অধ্যবসায়ী হইলে পর্ব্বতাকার বিঘ্ন হইতে উদ্ধার হওয়া যায়। ক্রোধ কিম্বা অধৈর্য্য তাহার কিয়দংশ সম্পন্ন করিতেও অসমর্থ,ক্রোধের উৎপত্তি হওয়ামাত্র তাহাকে নির্য্যাতন করিবে, কারণ ক্রোধ মনে থাকিতে পারিলে মনকে দগ্ধ করিতে থাকিবে। যাহারা দয়ার যোগ্য তাহাদিগকে দয়া কর, যাহারা দুষ্ট তাহাদিগকে করুণা কর, ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক জগতের মঙ্গলার্থে কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন কর বিশেষতঃ যাহারা তোমাতে নির্ভর করিয়া থাকিতে বাধ্য আছে তাহাদিগকে রক্ষা কর। পূর্ব্বকালে এক রাজা অতি প্রাচীন হইয়াছিলেন তাঁহার পুত্র কণ্যাও যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রাজা পুত্রকে রাজ্যভার সমর্পণ না করাতে তিনি আর অপেক্ষা না করিয়া বৃদ্ধ পিতাকে সংহার পূর্ব্বক রাজত্ব গ্রহণ করিতে মনন করিলেন, তৎকাল পর্য্যন্ত রাজকন্যার বিবাহ না দেওয়াতে তিনি পিতাকে বিষ ভক্ষণ করাইয়া কতিপয় মণি মুক্তা লইয়া এক ভৃত্যের সঙ্গে প্রস্থান করিতে অভিলাষ করিলেন এমন সময়ে একদল গায়ক রাজভবনে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল; নিশি অবসান পর্য্যন্ত গায়কগণ উপযুক্ত পুরস্কার না পাইয়া বিরক্ত হইল এবং গায়িকা বিরত হইতে বাঞ্ছা করিল তৎকালে গায়ক অধিকারী বলিলেন "গতাবহুতরা কাল্পে স্বল্পাতিষ্ঠতি সর্ব্বরী ইতি চিন্তে- সমাধায় কুরু সজ্জন রঞ্জনং অর্থাৎ প্রেয়সী, অধিক রাত্রিগতা হই-

য়াছে অল্প বক্রী আছে ইহা ভাবিয়া ভদ্রলোকদিগকে সন্তুষ্টকর রাজপুত্র এবং রাজকন্যা কবিতার মর্ম্ম বুঝিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। অভিপ্রায় সাধনার্থ অপেক্ষা করাই উত্তম জানিলেন, আনন্দে উপদেশক অধিকারীকে পুরস্কার দেওয়া স্থির করিলেন। রাজপুত্র তাঁহার বহুমূল্য মস্তকাভরণ এবং রাজপুত্রী তাঁহার হীরকহার অধিকারীকে প্রদান করিলেন। এমন সময়ে এক দৌবারিক পুত্র আপন পিতাকে বলিল, যে বাক্যে রাজতনয়া সন্তুষ্ট হইলেন তাহা বুঝিতে পারি এমন বিদ্যা আমাকে শিক্ষা দেও নাই এই বলিয়া স্বীয় পিতাকে চপেটাঘাত করিল। পিতা বালককে ক্রোড়ে করিয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে, তুমি মূর্খ হইয়া আমাকে হত্যা না করিয়া যে কেবল চপেটাঘাত করিয়াছ সেই মঙ্গল। সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া পিতামাতার মমতার কার্য্য, এবং পিতামাতার বিবেচনা এবং উপদেশার্থে সন্তানগণের ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য ও বিধেয় বলিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করেন।

৪০। তৎপরে আমি পণ্ডিতপ্রবর জ্ঞানকে দর্শন করিলাম। তিনি আপন জায়া বিদ্যা, পুত্র দৃঢ়কলেবর শ্রম, কন্যা পরম সুন্দরী বুদ্ধি এবং প্রশংসাসহকারে ছাত্রগণে বেষ্টিত হইয়া উপবেশন করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আপন আপন মতানুযায়ী বিখ্যাত যোদ্ধা। তাঁহার শ্মশ্রু, গুম্ফ, ভ্রূযুগল, কেশরাশি, ধবলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। শ্মশ্রু সরলভাবে নাভী পর্য্যন্ত লম্বমান হইয়া রহিয়াছে, তাহারা সকলেই কাষায় বসন পরিধান করিয়া-

ছেন, সমুন্নত লোচনকমলে ছাত্রগণকে অবলোকন করিতেছেন; তাঁহার শিক্ষা প্রণালী এই।

৪১। হে প্রিয় ছাত্রগণ! সাহিত্য, পুরাবৃত্ত, গণিত, পদার্থ, ন্যায় তত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতি যাহাই অধ্যয়ন কর, তৎসমুদয় উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবে, হৃদয়ঙ্গম ভিন্ন অধ্যয়ন প্রায় কিছুই কার্য্যকর হয় না। যিনি বলেন আমি সম্পূর্ণ উত্তম জানি তিনিই নির্ব্বোধ, সকল সম্পূর্ণ উত্তম জানা মনুষ্যশক্তির আয়ত্ত নহে, অথচ উপযুক্ত মত না জানিলে এজগতে ঘৃণিত হইতে হয়। যেহ জানেন, যাহা তাঁহার আছে তাহার কর্ত্তা তিনি এবং তাহাতে তাঁহারই সত্ব রহিয়াছে; অথচ পরমেশ্বর নাই। আধুনিক পাণ্ডিতেরাও জ্ঞাত আছেন যে বেবিলনের লম্বমান উদ্যান প্রভৃতি মনুষ্যকৃত সপ্ত আশ্চর্য্য পদার্থ রহিয়াছে; ইহা কি সম্ভব যে এই নিরবলম্ব লম্বমান সূর্য্য, এবং স্বচল লম্বিত পৃথিবী চন্দ্র প্রভৃতি সর্ব্ব প্রধান মহা আশ্চর্য্য পদার্থ সকল কোন জ্ঞানবান কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয় নাই এবং জগতকর্ত্তা বিনা জ্ঞানবিহীন যন্ত্রসদৃশ স্বভাব তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং যে কোন জ্ঞানবান এতাদৃশ সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা নিঃসন্দেহে জানা যায় তাহাকেই পরমেশ্বর বলা যায়। যদিচ মনুষ্যের সীমাবিশিষ্ট ক্ষুদ্র জ্ঞানে পরমেশ্বর সংক্রান্ত কারণ জানা যায় না, কিন্তু জগতের কার্য্য দর্শনে সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ববিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমাদের যাহা কিছু জগতকর্ত্তা সাময়িক ব্যবহারার্থ দিয়াছেন তৎসমুদয় অবশ্যই অন্য অবস্থায় পরিণত এবং অন্য হস্তগত হইয়া যাইবে,

কেবল সাময়িক ভোগার্থ আমাদের হস্তগত রহিয়াছে অথচ আমরা তদর্থে শ্রম পর্য্যটন না করিলে তাহাও প্রাপ্ত হইতে পারি না; সুতরাং আহার্য্য সম্পত্তি প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে ভ্রূযুগলের ঘর্ম্ম নিঃসরণ করিতে হয় তদ্দ্বারা জগতের উপকার করা বিশেষতঃ পিতামাতা, পরিবার এবং শিশুসন্তানাদি থাকিলে তাহাদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যদি ব্যবহারে পরিণত করা না যায় তবে পদার্থ জ্ঞানাদি দ্বারা কোন উপকারই হইতে পারে না, এই জগতে অদ্যাপি বহুতর বিষয়ের আবিষ্কার হইতে অবশিষ্ট রহিয়াছে যাহারা আবিষ্কার রচনা, হিতোপদেশ এবং ধন দ্বারা এই ভূমণ্ডলের উপকার্থ সাধ্যমতে উদ্যোগ করিতেছেন তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই প্রশংসার যোগ্য। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সময়ই বহুমূল্য; মানবজাতির সেই সময় বৃথা যাপন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। কতিপয় ছাত্র বিবেচনা করেন, "আমাদের স্মৃতিশক্তির লাঘব আছে, যাহা শিক্ষা করি, মনে রাখিতে পারি না, অতএব এই শিক্ষার্থে যে সময় যায় তাহা বৃথা যাপন হইতেছে বোধ হয়," তাহাদের সেই বিবেচনা যে ভ্রান্তিমূলক নিম্নোক্ত উদাহরণে প্রকাশ হইবে। পুরাকালে পূর্ব্বদেশস্থ কালীদাস নামে এবং পশ্চিম দেশস্থ জনসন্ নামে দুইজন ছাত্র ছিলেন, তাঁহারা উভয়ই প্রথমতঃ জড়বুদ্ধি ছিলেন, সুদীর্ঘকাল যাবত যাহা শিক্ষা করিতেন প্রায় কিছুই স্মরণ রাখিতে পারিতেন না, সুতরাং তাহারা অনুভব করিলেন যে তাঁহাদের সময় বৃথা যাইতেছে, তবে আর কি করিবেন ইহা ভাবিতে লাগিলেন। কালীদাস এক নদীতটে

প্রস্তরময় ঘাটে চিন্তা করিতেছিলেন এমন সময়ে প্রস্তরের উপর বহুতর খাত দর্শন করিলেন, অনুসন্ধানে জানিলেন লোকেরা জল আনয়ন করিতে যাইয়া মৃণ্ময় কলসী সকল সময়ে সময়ে প্রস্তরের উপরে রাখে তাহাতেই খাত হইয়াছে, তখন তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন "আমার মন কি প্রস্তর অপেক্ষাও কঠিন? তাহাতো হইবার সম্ভব নয়" এদিগে জন্সন অনুমান করিলেন, মনুষ্যেরা যাহা করিয়াছেন তাহাতো মনুষ্যেই করিতে পারে" এই ভাবিয়া তাঁহারা উভয়ে পরিশ্রম এবং মনোযোগ পূর্ব্বক শিক্ষা করিতে লাগিলেন। জগতে ইহা বিখ্যাত যে তাঁহারা উভয়েই সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাবান হইয়াছিলেন, তাঁহাদের গ্রন্থ সকল জগতের উপকারসাধন করিয়াছে এবং করিতেছে, ও করিবে অতএব হে ছাত্রগণ! নিরাশ হইও না; তোমাদের দ্রুতগামী বহুমূল্য সময় অনর্থক যাপন করিও না; আপন উপকার এবং জগতের উপকার করিতে উদ্যোগ কর।

৪২। অনন্তর আমি মহামান্য ব্রীড়কে দেখিতে পাইলাম; তাঁহার সহধর্ম্মিণী শুদ্ধতা, পরম সুন্দর কুমার মানকে সঙ্গে করিয়া উপবেশন করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ধূসরবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া মৃত্তিকোপরে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন। ব্রীড় উপস্থিত সমুদয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে মহোদয় এবং মান্যা রমণীগণ! সামাজিক নিয়ম, শারীরিক শুদ্ধতা, মানসিক স্থিরতা রক্ষার নিমিত্ত এই পৃথিবীতে মানবজাতির মধ্যে সচ্চরিত্রতাই সর্ব্বপ্রধান, অবৈধ কন্দর্পলীলা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য বটে,

তদ্দ্বারা মনুষ্যজাতির অগৌরব, তৎকার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তির অবমাননা ইত্যাদি বিবিধ দোষ ঘটে, আপন পরিবার এবং সন্তানগণ বিনা অন্য যৌবনস্থ ব্যক্তির বদনকমলাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি নিরক্ষণ করাও বিধেয় নহে, তাদৃশ দর্শনোপায় উপলক্ষে অনেকের মানসবিহঙ্গম কন্দর্পবাণবিদ্ধ হইয়াছে। যুবা পুরুষ জ্বলন্ত অগ্নি সদৃশ, যুবতী রমণী ঘৃতকুম্ভবৎ একত্র স্থাপন করিলে স্বভাবতঃ বিগলিত হইয়া যায়। যথা, পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন "ঘৃতকুম্ভসমানারী তপ্তাঙ্গারসমঃপুমান তস্মাৎ ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্বুধঃ।" মহাধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির সরলভাবে সরল অন্তঃকরণে আপন বন্ধু কৃষ্ণের সমীপে বলিয়াছিলেন নিত্য ষোড়শী কুন্তীর রূপদর্শনে তাঁহার মনোভঙ্গ উত্তেজিত হইত কিন্তু তিনি জ্ঞানাঙ্কুশ দ্বারা তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিতেন। তপস্বী লক্ষ্মণ আপন ভ্রাতার যুবতী অথচ পরমসুন্দরী রমণী সীতার সঙ্গে কতিপয় বর্ষ পর্য্যন্ত এক কুটীরে একত্র বাস করিয়াছিলেন, তথাপি সীতার বদনকমলে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাঁহারই সহায়তায় সেই ভ্রাতা রঘুবর প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত ইন্দ্রজিত এবং রাবণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। দুষ্কর্ম্মের লালসা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা শুদ্ধতা, বদান্যতা, সৎচরিত্রতা প্রভৃতি গুণের দ্বারা প্রসিদ্ধ হইয়াছেন তাহারাই মানপ্রাপ্তির যোগ্য।

৪৩। এতৎপরে আমি শোভাবান নম্রত্বনামান্তর সুশীলত্বকে অবলোকন করিলাম। তিনি সুস্বর্ণ বস্ত্র পরিধান করত মৃত্তিকার উপরে নয়নপাত করিয়া আপনি যেন জগতে অপদার্থ এমন

ভাবে উপবেশন করিয়াছেন। তিনি মৃদুস্বরে শ্রোতৃবর্গ সমীপে এইভাবে বলিলেন, জ্ঞানবিশিষ্ট মানবজাতি অধিকাংশ মৃত্তপদার্থ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছেন। সেই মৃত্তিকার আচরণ তাঁহাদের গ্রহণ করা উচিত। যদি কোন দাম্ভিক মনুষ্য বারংবার পদাঘাত করে তথাচ মৃত্তিকাবৎ চরিত্রের মনুষ্য ক্রোধে অন্ধ হন না, যখন তাঁহাকে অত্যাচারগ্রস্ত হওয়া নিবারণ করিবার উপায় অবলম্বন কিম্বা প্রতিবাদসাধন করিতে হয়, তখন নম্রভাবে কি নির্দ্দোষ উপায়ে, তৎকার্য্য সাধন অথবা কি বদান্য প্রতিবাদসাধন করা কর্ত্তব্য, তাহা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করেন। মদ এবং ক্রোধ বিবেচনার ব্যাঘাত জন্মায় বরং বুদ্ধি লোপ করে সুতরাং তৎক্রমে বিবেচনার শক্তি বিলোপ হইয়া যায়।

৪৪। শেষ কল্পে ভগবান ধর্ম্মকে, দর্শন করিয়া যেন কলুষ-পঙ্ক হইতে বিমুক্ত হইলাম, তদীয় গৃহিণী পরম রূপবতী পবিত্রতা বামপার্শ্বে ভক্তমনোমোহিনী বালিকা উপাসনা সম্মুখে উপবেশন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ধূম্রবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রশস্তউজ্জ্বললোচনে ভুবনসৃষ্টি নিরীক্ষণ করিতেছেন অথচ অশ্রুপাত করিতে করিতে ধর্ম্ম বলিলেন, হে মানব! সময় গত-প্রায়, সৃষ্টিকর্ত্তার পথ অবলম্বন কর, কি জন্য তোমাদের জন্ম হইল কি নিমিত্তই তোমাদের মৃত্যু হইতেছে তাহার কারণ অনু-সন্ধান কর; এইটী তোমাদের পরীক্ষার অবস্থা, পুরস্কারের অবস্থা নয়। জগতে উপকারসাধন করিয়া পুণ্য উপার্জ্জন কর, অপকার-জনক কার্য্যে ক্ষান্ত থাকিয়া পাপ হইতে বিরত হও, ধন, জন,

যৌবন সংক্রান্ত গর্ব্ব করিও না, সে সকল নিমিষে মৃত্যুসহকারে কাল হরণ করিবে। এই সুখদুঃখময় নিখিল মায়াময় দর্শন কর সৎকার্য্য সাধনকরত অখিলকর্ত্তার পথ অবলম্বন কর। যদি লোভ আসিয়া একবার তোমাদের মন অপহরণ করিতে পারে তবে তোমরা সেই মন শুদ্ধ অবস্থায় পুনরায় প্রাপ্ত হইতে সহজে পারিবে না। অতএব যাহাতে লোভের আবির্ভাব না হয়, তদর্থে সাবধান থাকিতে হইবে। কতিপয় মানব ভূম্যাদি নানা সম্পত্তির উপর আপন স্বত্ব বলিয়া নির্ভর করেন, কত লক্ষ লক্ষ লোক সেই ভূমি প্রভৃতি আপন আপন স্বত্ব বলিয়া জানিয়াছিলেন, সেই ভূমি প্রভৃতি তাঁহাদিগকে সংহার করিয়া রহিয়াছে; বর্ত্তমান নির্ভরকারকদিগকেও তদ্রূপ সংহার করিবে। যখন তোমাদের মরিতেই হইবে, তখন খট্টারোহণে মরিলেই বা কি, ভূপৃষ্ঠে মরিলেই বা কি? অতএব অন্যের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য নহে। রাজ্যাদি কাহারও সম্পত্তি নহে। কোন ব্যক্তির কিছুই থাকিবে না। পরিশ্রমাদিদ্বারা জগতের মঙ্গল এবং উপকার সাধনার্থে মনোনিবেশ কর, আপন আপন পিতা মাতা, পরিবার, সন্তান সন্ততির এবং উপায়হীন দীন দুঃখীর হিতসাধন কর। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, নানাশাস্ত্র আলোচন এবং বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, পরোপকারে পুণ্য, পর পীড়নে পাপ যথা "আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিবেচ্যানি বিশেষতঃ। পরোপকার পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পর পীড়নম্। তজ্জনিত পুণ্য প্রতিষ্ঠামাত্র থাকিবে, পদ্ম পত্রস্থ তরল জলবৎ

এই জীবন লোপ হইয়া যাইবে। অতএব জীবন থাকা পর্য্যন্ত যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে স্মরণ রাখ, তুমি নাই এই শব্দ নির্গত হওয়ার পূর্ব্বেই সৎকর্ম্ম সাধন কর।

৪৫। অস্তুতঃ আমি প্রভু সন্তোষকে দর্শন করিয়া পুলকিত হইলাম। তাঁহার আনন্দপূর্ণ মুখারবিন্দ, সুমিষ্ট হাস্য, ও ধবল বসন, অন্তঃকরণকে প্রফুল্ল করিল। তিনি শ্রোতৃবর্গসন্নিধানে নিম্নোক্ত ভাবে বলিলেন,—"যাঁহারা আমার ভ্রাতা বিবেক ধৈর্য্য, জ্ঞান, ব্রীড়, সুশীলত্ব, এবং ধর্ম্মের উপদেশ অনুসারে, কর্ম্ম করেন, আমি তাঁহাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া আনন্দ-ধামে লইয়া যাই, তথায় শোক, দুঃখ, খেদ, ক্লেশ, উদ্বেগ প্রভৃতি প্রবেশ করিতে পারে না। সেখানে সরল ধ্যান, জগতের মঙ্গল কার্য্য কামনা, উপসনা, শরীর এবং মনের শান্তি এবং শুদ্ধতা প্রভৃতি কাযাই তাঁহাদিগকে সুস্থ, প্রফুল্ল এবং আনন্দিত করিয়া থাকে। ধর্ম্মই এই সমাজের অধিনায়ক"—এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

৪৬। আমি দেখিলাম আমার এই সচল ভবনে সময়ে সময়ে সংগ্রাম হইতে লাগিল। কন্দর্প এবং ব্রীড়, ক্রোধ এবং ধৈর্য্য, লোভ এবং ধর্ম্ম, মোহ এবং জ্ঞান মদ এবং নম্রত্ব, অহঙ্কার এবং বিবেক, পরস্পর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল। অগ্রবর্ত্তিগণ দৌরাত্ম্য করিতে ব্যগ্র, পশ্চাৎবর্ত্তিগণ নিবৃত্তি এবং রক্ষা করিতে উদ্যোগী ছিলেন ইত্যাকার যুদ্ধের কারণ এবং ভাব সহজেই বোধগম্য হয়। যেস্থানে সমর হইয়া থাকে সেই স্থানের শুদ্ধতা

অশুদ্ধতা ভাবের প্রতি সেই সমরের জয় পরাজয়ের সম্পূর্ণ নির্ভর। কন্দর্প বলিতেছেন আমি যে মানবকুলে অবৈধ লীলাক্রমে আশু সুখ দশাইয়া পরিণামে বিবিধ যন্ত্রণা, অবমাননা এবং বিড়ম্বনা দিয়া মানবকুল দমন, নির্য্যাতন এবং নিপাতন করিতেছি, রে ব্রীড়, তুই আমার গৃহবাসী হইয়া আমাকে বারম্বার নিবারণ করিতেছিস, তোকে বিনাশ না করিলে সুখ নাই। অতএব আর তোর অব্যাহতি নাই। তখন ব্রীড় কহিলেন হে ভ্রাতঃ অনঙ্গ। তুমি আমিতো মানবের আশ্রিত অতএব সেই মানবকে অবৈধ কন্দর্প লীলাক্রমে আশু সুখ দশা-ইয়া পরিণামে বিবিধ যন্ত্রণা অবমাননা এবং বিড়ম্বনা দিয়া নি-পাত করা কর্ত্তব্য নহে, এজন্য আমি তোমাকে দমন এবং অধীন করত মানবের মঙ্গল সাধন করিব। ক্রোধ বলিতেছেন মানব-গণ শাসন করিতে প্রজ্জ্বলিত দাবানল হইয়া কত হৃদয় দগ্ধ করিয়া কত মানবকে নিন্দনীয় অবস্থায় সংহার করিয়া থাকি। রে ধৈর্য্য, তুই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এক নিকেতন নিবাসী হইয়া আমায় বাধা দিতেছিস, তোকে সংহার না করিলে এশাসন আর সমর রক্ষণ হয় না। তখন ধৈর্য্য বিনীতভাবে কহিলেন হে অগ্রজ। এই মানব হৃদয়ে তোমাদের আমাদের বাসস্থান, তাহা কি দগ্ধ করিতে হয়? অতএব তোমাকে বিনয়ে কিম্বা যে প্রকারে হউক নিবারণ করিব, নতুবা তো সংসারে শান্তি থাকে না। লোভ বলিতেছেন আমি মানব সম্প্রদায়কে ভোগসুখে নিমগ্ন করিয়া রসাতলে নরকানলে নিক্ষেপ করিতেছি। রে ধর্ম্ম!

তুই আমার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়া আমাকে কেন দুঃখ দিতে-ছিস ? এবার তোকে বিধ্বংস করিয়া ভোগসুখ দর্শাইয়া মানবকুল রসাতলে নরকানলে নিক্ষেপ করিব, তাহাতে কে রক্ষা করিবে ? তৎকালে ধর্ম্ম বলিলেন তোর ভোগ সুখ কি সুখ রে ? সে সামাজিক দুঃখের আকর। তুই এবং আমিতো মানবের অন্তঃকরণে বাস করিতেছি। তাহাতে মানবগণকে নরকানলে নিক্ষেপ করা কি উচিত ? তখন তোর আমার দশা কি হইবে ? যে আমাকে মান্য করিবে, আমি তাহাকে রক্ষা করিব, এবং তোকে তাহার হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিব। মোহ কহিতেছেন বিস্তর বিষয়াদি ধন, পুত্র পৌত্রাদিজন, সুখপ্রদ হৃষ্টপুষ্ট যৌবনাদি সমুদায় প্রত্যক্ষ বিদ্যমান থাকিতে হা রে জ্ঞান! তুই যে ইহার কিছুই কিছু নহে বলিয়া প্রতীতি করিতেছিস তোকে নাশ না করিলে আর এসকল সুখে মগ্ন হওয়া যায় না। অতএব তোকে নাশ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। তদুত্তরে জ্ঞান বলিতেছেন রেমূর্খ মোহ! তোর প্রকাশিত প্রত্যেক বিষয় প্রত্যেক পুত্র কিম্বা পৌত্র এবং যৌবনের প্রত্যেক লক্ষণ বিয়োগ এবং বিনাশে শোকানলে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকিবে। যদি একবার জ্ঞানানন্দ উদ্ভব হয় তবে যে,কোন দুঃখ হৃদয় দগ্ধ করিতে পারেনা। রে মোহ! তুই থাকিতে তাহা হওয়ার সম্ভাবনা নাই! অতএব তোকে সংহার করা প্রয়োজন হইতেছে। মদ বলিতেছেন আমি মানব মানসের গর্ব্ব,দম্ভ প্রভৃতি বিকার প্রকাশিয়া এবং মাদকাদিরসের আবির্ভাব করিয়া অনেককে বিকৃত তিরস্কৃত এবং পাতিত করিতেছি। রে নম্রতা তুই

আমার গুণের মর্ম্ম না জানিয়া আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিস তোকে নিপাত করিলেই আমার ইষ্টসাধন হইবে। তৎকালে নম্রত্ব কহিলেন হে মদ! তুমি যাহার আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছ সেই মানবকে পাতিত করিয়া তোমার ইষ্টসাধন হইবে,তোমার যে গুণের সীমানাই! ধিক, তোমাকে ধিক! এজন্য তোমাকে দমন করা আবশ্যক হইতেছে। আর দাম্ভিকতা যে সর্ব্বত্র অপ্রিয় এবং সুশীলতা যে প্রিয় তাহা জগতে বিদিত রহিয়াছে। অন্তত: অহঙ্কার কহিতেছেন রারে বিবেক, তোর নির্ব্বুদ্ধিতা জন্য সংসার অসার হইয়া যায়। যদি 'আমি' এবং 'আমার' ইত্যাদি জ্ঞান না থাকে তবে জগতে আর সার কি? অতএব সংসারের সুসারজন্য তোর সমূলে উৎপাটন করা আবশ্যক হইতেছে। তখন বিবেক বলিলেন হে অহঙ্কার! তুমি অসারকে সুসার করিতে বাসনা করিতেছ। যে সারাৎসার এই বিশ্ব সংসার প্রচার করিয়াছেন তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছ; যদি 'আমি' এবং 'আমার' ইত্যাদি বিভিন্ন জ্ঞান না থাকিয়া দ্বেষ হিংসাদি রহিত হইয়া যায় তবে যে এই বিশ্ব আনন্দময় হইয়া সেই আনন্দময়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়। রে অহঙ্কার! তুই তাহারই বাধা করিতেছিস অতএব তোকে সংহার করা আবশ্যক হইতেছে।

৪৭। অপিচ পক্ষদ্বয়ের পরিবার মধ্যেও পরস্পর কলহ আরম্ভ হইল। ঈর্ষা এবং দয়া, দ্বেষ এবং আত্মতা, আলস্য এবং শ্রম, দুষ্টতা এবং শিষ্টতা, নিন্দা এবং প্রশংসা পরস্পর বিরুদ্ধবাদী থাকিয়া বিসম্বাদ করিতেছিলেন। ঈর্ষা বিষাদিত হইয়া

বলিলেন ওগো দয়া তুই আমি এক গৃহ বাসিনী হইয়া রহিয়াছি তাহাতে যে পরের উন্নতি দেখিলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়, তুই তাহাদের উন্নতি এবং হিতসাধন করিতে যত্ন করিস্, তুই জানিস না যে উপকার কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ মনুষ্যের উপকার অকর্ত্তব্য। রাজকন্যার বিবাহে যক্ষী গর্ভিণী হইয়াছিল। তথ চ তুই তদ্বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিস্, তোর একুল ওকুল নির্ব্বংশ হউক। তৎকালে দয়া কহিলেন, ওগো ঈর্ষে! তোমার স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়া মঙ্গল হউক। পরের দুঃখ দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সুখ দেখিলে পুলকিত হইয়া থাকে। অতএব লোকের হিতসাধন করিতে যত্ন করিয়া থাকি, তাহাতে আমার নামের গৌরব করিয়া লোকেরা সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বরকে দয়াময়, কৃপাময়, করুণাময় বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে, তোমাকে স্বভাব দোষে ঘৃণা করে, তোমার আশ্রয়দাতা লোকেরা ঘৃণিত, আমার আশ্রয়দাতা লোকেরা মহিমান্বিত হয়। দ্বেষ বলিলেন ওগো আত্মতে, তোদের কামিনীদল স্বভাবতঃ নিরুদ্ধি, তুই আমিতো একবিত্তভোগী একি গৃহবাসী, তাহাতে তুই আত্মতা করিয়া আমাদের বিত্তের যেন অংশী করিতেছিস অন্য লোকেরা পাদস্পর্শের যোগ্য নহে তাহারা যে গাত্র স্পর্শ করিবে। তৎকালে আত্মতা বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন হে দ্বেষ! তুমি যে নিষ্ঠুর, যে আত্মতা ঐকাত্তার মূল, সেই ঐকাত্তাগুণে মানব জাতি সিংহ মাতঙ্গ প্রভৃতিকে আবদ্ধ এবং বশীভূত করিতেছে তুমি আত্মতার গুণ না জানিয়া তিরস্কার করিতেছ। অপিচ

আলস্য বিরক্ত হইয়া বলিলেন রে শ্রম? তোর যন্ত্রণায় আমাদের এই পরম রমণীয় কোমল শরীরবৎ গৃহ সুস্থির থাকিতে পারে না, যদি অনবরত যাতনা দিয়া ক্লিষ্ট করিস্ তাহা হইলে মনুষ্য জন্মের সুখ কি হইল? তখন শ্রম বলিলেন রে আলস্য! যত পরম পবিত্র ধার্ম্মিক, যত গৌরবান্বিত বিদ্যাবান, যত মহিমান্বিত মহারাজাধিরাজ, যত মহাপরাক্রান্তবীর যত বিজ্ঞ, বিখ্যাত, গুণবান এই সকলকে জিজ্ঞাসা কর শ্রমবিনা কে তাঁহাদের অভিলষিত ফলরত্ন প্রদান করিয়া উন্নতিসাধন করিয়াছে। তাহারা মুক্তকণ্ঠে অম্লানবদনে বলিবেন বিবেচনা পূর্ব্বক নিয়োজিত যত্নময় শ্রম সকলের উন্নতির মুখ্য কারণ বটে, যদি ধর্ম্ম এবং কীর্ত্তিময় পরমানন্দ সম্ভোগ না হইল তবে মানব জন্মের সার্থকতা কি? তুমি আলস্য নিকৃষ্ট অবনতির মুখ্য কারণ রহিয়াছে। পরন্তু দুষ্টতা কহিলেন, ওগো শিষ্টতে আমি যতই বঞ্চনা প্রবঞ্চনা ইত্যাদি করিয়া এই গৃহের উন্নতিসাধনে যত্ন করিতেছি তুই এই গৃহে থাকিলে তাহার কিছুই সুসার হইবে না, অতএব তুই দূর হ, তৎকালে শিষ্টতা বলিলেন, ওগো দুষ্টতে তুই যে উন্নতি না করিয়া এই গৃহ ঘৃণিত এবং নিকৃষ্ট করিতেছিস্ শিষ্টাচার পূর্ব্বক যাহাই লাভ করা যায় তাহাতে এই গৃহ অতি গৌরবান্বিত এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধাস্পদ হইবে এবং পরম পবিত্র হইয়া সাধুবাদ প্রাপ্ত হইবে। ওগো সখে, চিত্তের স্থিরতা নাই, যৌবনের স্থিরতা নাই, জীবনের স্থিরতা নাই, কিন্তু সদসৎ চিত্তের স্থিরতা নাই, কর্ম্মফল চিরস্থায়ী, সৎকর্ম্মে অনন্দ ভোগ, অসৎ কর্ম্মে যন্ত্রণা

ভোগ তদনুসারে কার্য্যানুবর্ত্তী হওয়া কর্ত্তব্য। অন্ততঃ নিন্দা বলিলেন ওগো প্রশংসে, আপন সাধুবাদ, ধন্যবাদ পরের কুৎসাবাদ অপবাদ করিয়া স্বীয় মহিমা বিস্তার করিতে হয় তুই আপন গৌরব লুপ্ত করিয়া পরের কীর্ত্তি বিকাশ করিতেছিস্ তোর চরিত্র দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম ; তখন প্রশংসা কহিলেন ওগো নিন্দে, আপন আপন মুখে আত্মগৌরব পরাপবাদ শ্রবণ করিলে কেনা বিরক্ত হইবেন, অন্যের ধন্যবাদ প্রশংসাবাদের দ্বারা জগতে সৎকার্য্যের উৎসাহ সাধন হয়। ওগো নিন্দে সেই মতে যখন তোমার মন নাই তখন তোমার মতে জগতে সৎকার্য্য রহিত হইলে যেন তোমার ইষ্টসিদ্ধ হয় কিন্তু তাহা হইলে জগত যে কি ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিবে তাহা মনে করিলে অবশ্যই হৃদ্‌কম্প হইতে থাকিবে। এতাবত লক্ষণ দেখিয়া বুঝিয়া আমি মাতৃপক্ষের জয় আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম, কারণ আমার বণিতার পক্ষের দুর্জ্জনগণ অপেক্ষা মাতৃপক্ষের মহাত্মারা আমাকে উত্তম অবস্থায় এবং সন্তোষে রাখিতেন, আমার বণিতার দিকে আমার দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল আমার হৃদয়, কন্দর্প বাণের দ্বারা বিদ্ধ, ক্রোধ আগ্নেয়াস্ত্রদ্বারা দগ্ধ, লোভ খড়্গের দ্বারা ছেদিত মোহ মুদ্গরের দ্বারা প্রহারিত, দম্ভ শূলের দ্বারা বিদীর্ণ, অহঙ্কার পদাঘাতের দ্বারা ব্যথিত করিয়াছিলেন, আমি হা হতোস্মি বলিয়া তাহাদের ক্রীতদাসের ন্যায় যন্ত্রণাপূর্ণ অবস্থা দীর্ঘকাল বাস করিলাম তৎপরে বিবেক আমার হৃদয়ের সুস্থতা, ধৈর্য্য, শান্তি, এবং তাহাদের ভ্রাতৃগণ মুগ্ধতা এবং আনন্দ প্রদান করিলেন।

৪৬ খ। একদা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অহঙ্কার, আকর্ষণী, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, অতৃপ্তী, মূর্খতা, উগ্রতা, আত্মম্ভরী প্রভৃতি সমবেত হইয়া চিন্তা এবং মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মোহ রোদন করিতে করিতে ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, যদিচ আমরা কোন কোন স্থলে জয়ী, কোনস্থলে পরাজয়ী হইতেছি এবং আমাদের অধিকার বিস্তারিত, শত্রুদলের মানসিক চিন্তা এবং বাক্যাড়ম্বর বিনা বিশেষ কোন অস্ত্রশস্ত্রাদিও নাই কিন্তু পরম্পরায় কি শুনিলাম প্রবোধ নামে এক মহাবীর শত্রুকূলে উদ্ভূত হইয়াছে তদ্দ্বারা আমাদের দলবল সমুদয়ে বিনাশ হইয়া যাইবে অতএব তোমরা কি মন্ত্রনা করিবে বল? ঈর্ষা কহিলেন, মহারাজ সেই দলে দয়া নাম্নী এক রমণীর কি আস্পদ্ধা সে মহারাজের নাম করিল না, কোথাকার কে পরমেশ্বর, যাহাকে কেহ দেখে নাই, তাহার নাম করিয়া গৌরবে মাতিল উহাদিগকে নিপাত করুন। আত্মম্ভরী বলিলেন, ভূপাল শত্রুরা এতাদৃশ জ্ঞাতি বধ করিবে আমাদিগকে নিরুপায় করিবে এই কি তাহাদের ধর্ম্ম? অহঙ্কার কহিলেন, নরপতি চিন্তা কি? আপনার প্রসাদে কৌরব কুল বিনাশ করিয়াছি মুক্তির কুল বিবেকাদিকে বিনাশ করিতে আবার শঙ্কা? মদ বলিলেন, নৃপতি আপনার আশীর্ব্বাদে রাবণাদিকে নিপাত করিয়াছি। এই ক্ষুদ্রতম নম্রতাদিকে নিপাত করিতে আশঙ্কা কি। লোভ বলিলেন, লোকপাল! আপনার কৃপায় আমার পরাক্রমে ধর্ম্মাদি কি এরাজ্যে স্থান পাইবে, কাহার পদাঘাতে কোথায় দলিত হইয়া

যাইবে প্রত্যক্ষ দেখিবেন। ক্রোধ বলিলেন, রাজন্! এক মুহূর্ত্তে শত্রুকুল ভস্মসাৎ করিয়া দিব, আমার প্রতাপে কে সুস্থির থাকিতে পারে, তবে ধৈর্য্যাদি পায়ধরা শত্রু তজ্জন্য চিন্তা নাই। কাম বলিলেন, মহারাজ আমি মহাদেবকে উন্মত্ত করিয়াছি, বিবেকাদি আর কি পদার্থ? মোহ বলিলেন, তোমাদের মঙ্গল হউক. বোধ হয় এবার একত্রিত সমরে কৃতকার্য্য হইব।

৪৬ গ। পক্ষান্তরে বিবেক, ধৈর্য্য, জ্ঞান, ব্রীড়, সুশীলতা, নম্রতা, ধর্ম্ম, সন্তোষ, নিষ্ঠতা, শিষ্টতা, সরলতা, বিদ্যা, শ্রম, বুদ্ধি, প্রশংসা, শুদ্ধতা, মান, পবিত্রতা, উপাসনা প্রভৃতি সমবেত হইয়া যুক্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্ম রোরুদ্যমান হইয়া বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ শুনিলে তো শত্রুরা কি মন্ত্রনা করিতেছেন? ভ্রাতৃগণ বলিলেন, পূজ্যপাদ প্রভো তজ্জন্য চিন্তা নাই শত্রুরা পবিত্র স্থান আক্রমণ করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না।

৪৭। অনন্তর বিশেষ বিশেষ সময়ে আমার হৃদয়ে রণডঙ্কা, রণশিঙ্গা প্রভৃতি নিনাদিত হইয়া মহারণ হইতে লাগিল, এক দিকে মহাত্মা বিবেক, এবং তাহার ভ্রাতা প্রসিদ্ধ প্রবীর যোদ্ধাগণ, তাহাদের পক্ষবর্ত্তীগণ, সমুদয় সৎসৈন্যদল বিবিধ কৌশলে, অন্যদিকে ক্রোধ এবং তাহার বিখ্যাত ভ্রাতা বীরগণ তাহাদের পক্ষবর্ত্তী অসৎ সেনাগণ সমস্তে ভয়ঙ্কর মহারণে প্রবৃত্ত হইলেন; প্রত্যেক পক্ষ অন্য পক্ষকে পরাভব করিয়া আমার হৃদয় অধিকার করণার্থে সাধ্যমত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বহুবিধ সমর সমাধা হওয়ার পরে সৌভাগ্যক্রমে আমার মাতুল মহাত্মা

বিবেক এবং ভ্রাতৃগণ জয়ী এবং আমার শ্যালক ক্রোধ প্রভৃতি পরাজয় এবং নিরস্ত্র হইলেন, ইত্যাকার আনন্দদায়ক শেষ দেখিয়া আমি সন্তোষে মগ্ন হইলাম, কিন্তু পরস্পর দ্বেষ বিদ্যমান রহিল। আর শুনিতে পাইলাম জীবনের দুই স্ত্রী মায়া এবং মুক্তি, প্রবৃত্তি এবং তাহার ভ্রাতৃগণ মায়ার সন্তান, ভক্তি এবং তাহারা ভ্রাতা ভগ্নীগণ মুক্তির সন্তান। এইক্ষণ উভয় পক্ষ সশস্ত্রে আমার সন্নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে তাঁহাদের নৃপতি হইতে বলিলেন, আমার আদেশ মান্য করিতে অথচ আমার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিতে বাসনা করিলেন, আমি মাতুল মহাশয়দের অনুমতি অনুসারে রাজমুকুট এবং রাজদণ্ড ধারণ করিয়া সমুজ্জ্বল হিরকময় রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলাম, রাজ অভিষেকানন্তর আমাকে রাজা করিয়া ঘোষণা হইল, মহিলা প্রবৃত্তি প্রেম নামে সম্বোধিতা হইয়া আমার বাম পার্শ্বে রাজ্ঞী হইয়া বসিলেন, সকলে আমার আদেশ প্রতিপালনার্থে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন।

৪৮। আমি সর্ব্ব প্রথমে আমার মাতুল মহোদয়গণকে প্রভু সভার সভ্য শ্রেণীতে মনোনীত করিলাম, আমার শ্যালকগণকে সাধারণ সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিলাম, উভয়ই আমার মহাসভার অন্তর্গত রহিল, সেই মহাসভার প্রত্যেক দিক সৈন্যশ্রেণীতে বেষ্টিত, সম্মুখে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সেনা শ্রেণী দণ্ডায়মান, তদনন্তর আমি তাঁহাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে পরামর্শ করিলাম, কিন্তু তাঁহাদের মানসিক দ্বেষ পূর্ব্ববৎ রহিয়াছিল, আমি নিয়ম

নির্ব্বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মহাত্মা বিবেককে প্রধান বিচারাধিপতি এবং বিচার বিভাগের সর্ব্ব প্রধান পদে পদাভিষিক্ত করিলাম এবং অন্যান্য বিচারক নিযুক্ত করিতে তৎপ্রতি ক্ষমতা অর্পিত হইল তদনুসারে তিনি বিবেচনাকে বিচার কর্ত্তার পদে এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়দিগকে বিচারকের পদে মনোনীত করিলেন, আমি ব্রীড়াকে আমার রাজ্যের শাসনকর্ত্তা, এবং রাজপ্রতিনিধি, জ্ঞানকে প্রধান মন্ত্রী, ধৈর্য্যকে রাজকার্য্য সম্পাদক, ধর্ম্মকে প্রধান ধর্ম্মোপদেশক, সুশীলাকে তত্ত্বাবধায়ক, সন্তোষকে আমার নিজ কার্য্য সম্পাদক, নিযুক্ত করিলাম। রাগী তাঁহার ভ্রাতৃগণের জন্য অনুরোধ করিলেন, আমার প্রস্তাব মতে শাসনকর্ত্তা ব্রীড়া. কামকে বৈধ প্রজা বৃদ্ধির কার্য্যে, ক্রোধকে শান্তিরক্ষক, দুষ্ট—দমন, শিষ্ট পালনাদি কার্য্যে নিয়োগ করিয়া উভয়কে আপনার এবং রাজকার্য্য সম্পাদক ধৈর্য্যের অধীনে রাখিলাম। আমার নিজ কার্য্য সম্পাদক সন্তোষ অহঙ্কারকে রাজগৃহ মার্জ্জন কার্য্যে, এবং লোভকে মনাগার দর্শন কার্য্যে মনোনীত করিলেন, অপর দুই জনের জন্য কোন উপযুক্ত কার্য্য দৃষ্ট হইল না, তদনন্তর আমি নিরপেক্ষ ভাবে আমার বন্ধু সাহসকে উভয়দিগের সৈন্যগণের সৈন্যাধ্যক্ষ পদে বরণ করিলাম। তাঁহারা সকলে আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উপস্থিত প্রভুরা অধস্থ কর্ম্মচারিগণকে সদুপোদেশ দিতে লাগিলেন।

৪৯। যখন আমার মাতা আমাদিগকে দর্শন করিতে পদা-

র্পণ করিলেন, তখন আমরা অবরোহণ করিয়া তাঁহার চরণে অবনত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলাম এবং তাঁহার আদেশ ক্রমে পুনরায় রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলাম, মনের সভা আমার অধীনে বিদ্যমান রহিল।

৫০। অচীরাৎ উপরোক্ত প্রকার নিয়ম নির্ব্বন্ধ হওয়ার পরে আমার রাজত্ব এবং রাজভবনে অতি উত্তম এবং আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন অথচ সমুন্নতি হইতে লাগিল, অঙ্গনা প্রবৃত্তি আপন শাশুড়ী ভক্তির অনুগতা এবং ধার্ম্মিকা হইয়া উঠিলেন, উপরিস্থ রাজকর্ম্মকারকগণের শাসনে এবং সুনিয়মে কাম বৈধ প্রজা বর্দ্ধক, ক্রোধ উৎসাহ লোভ আকাঙ্ক্ষা, মোহ উদ্যোগ মদ মহিমা, অহঙ্কার সম্ভ্রম রূপে পরিবর্ত্তিত এবং পরিণত হইলেন ইত্যাকারে এই রাজ্য অধুনা অতিব গৌরবান্বিত হইল। প্রবৃত্তি ভক্তির সন্নিধানে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিনীত ভাবে কহিলেন, মাগো শ্বশ্রু আপনার প্রসাদে এবং আপনার লক্ষণাদি দর্শনে এহক্ষণ আমার কুপ্রবৃত্তি তিরোহিত হইয়া সৎপ্রবৃত্তি অনুসারে কিমতে সৎকার্য্য অনুসরণ করিব তজ্জন্য একান্ত বাসনা হইয়াছে কুকর্ম্ম লভিত বিষয় লালসা আর নাই কারণ তাহাতে ভুবনে অপবাদ, অপমান, দুরবস্থা হয় আর পরকালে যে কি হয় আপনি বিবেচনা করিতে পারেন আমি আপনার শ্রীচরণাশ্রিত থাকিয়া কৃতার্থ হইব এই আমার বাসনা। তখন ভক্তি বলিলেন, ওগো প্রিয়তমে! ভগবানের কৃপায় তুমি আর সে প্রবৃত্তি নাই, তুমি শ্রদ্ধা নামে অভিহিত হইয়া আমার প্রিয়কার্য্য সাধন

করিবে তোমার মঙ্গলে সকল মঙ্গল হইবে। কাম, ব্রীড় সমীপে কহিলেন হে ভ্রাত! তোমার সদুপদেশে অবৈধ কন্দর্প লীলা হইতে নিবৃত্ত হইয়া কি পরম পবিত্র ভাব কি বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি তাহা বর্ণনাতীত, নিকৃষ্ট লম্পটেরা গণিকা পরদারাদি সুখজনক বোধ করিয়া কি জঘন্য ঘৃণিত ভাব প্রাপ্ত হয় তাহা সকলেরপ্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়; তোমার পদারবিন্দের আশ্রিত থাকিয়া আমার মন যেন বিচলিত না হয় এই প্রার্থনা। তৎকালে ব্রীড় বলিলেন হে ভ্রাত কাম, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি প্রিয়তম কনিষ্ঠ, আমার উপদেশ গ্রহণ করাতে পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। ক্রোধ অতীব প্রিয়ভাবে ধৈর্য্য সন্নিকটে বলিলেন যে প্রিয় অনুজ ধৈর্য্য তোমার কি আশ্চর্য্য সুনিয়ম, আমি তোমার সুনিয়মে তোমার গুণ গ্রহণে উৎসাহান্বিত অনুরাগ ভাব ধারণ করিয়া জনসমাজে গৌরবান্বিত হইয়া কিরূপ তৃপ্ত হইয়াছি তাহা কত বর্ণনা করিব যে লোকেরা আমাকে অবজ্ঞা করিত আমার প্রতি বিরক্ত ছিল এইক্ষণ উৎসাহান্বিত অনুরাগ ভাব দেখিয়া মহিমান্বিত লোকেরা আমাকে আগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ এবং স্নেহ করিতেছেন অতএব তোমার নিয়মের ধন্যবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। ধৈর্য্য বলিলেন এই নিয়ম সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইলে কত দুষ্কর, পাপ, অপরাধ, দুষ্ক্রিয়া হইতে যে মানবকুল অব্যাহতি পাইবেতাহার সংখ্যা নাই এবং সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত হইবে। লোভ, করপুটে ধর্ম্মের শ্রীচরণাম্বুজ সন্নিধানে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে

এবং সদুপদেশে নানা কুকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া আপনার শ্রীচরণের প্রতি লালসা করিয়া যে কি অপরিসীম আনন্দাভিভূত এবং অমৃতাভিষিক্ত হইতেছি তাহা আনন্দময় বিনা অন্যে জানিবার সম্ভাবনা নাই অতএব আমি শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এবং সদুপদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক ধন্যবাদ করিতেছি। তৎকালে ধর্ম্ম কহিলেন, হে ভ্রাত লোভ, যাহার মানস বিহঙ্গ ব্রহ্মপদামৃত রসাস্বাদন করিয়াছে তাহার আর নিকৃষ্ট জঘন্য বিষয়ে লালসা থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তুমি লোভের লক্ষণাদি বিবর্জ্জিত হইয়া মহৎ আকাঙ্ক্ষারূপে পরিণত হইয়াছ। মোহ অনুনয় পুরঃসর জ্ঞান সমীপে নিবেদন করিলেন, হে পূজ্যপাদ, আপনার অনুকম্পায় আমি বৈষয়িক মোহ হইতে বিমুক্ত হইয়া উদ্যোগ নাম ধারণ পূর্ব্বক মানব সমাজে অতীব আদরণীয় হইয়াছি আপনার কটাক্ষপাতে আমার পরম লাভ হইয়াছে। তখন জ্ঞান কহিলেন হে ভ্রাত, আমাদের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ যে ধর্ম্ম রহিয়াছেন যদি উদ্যোগরূপে সেই ধর্ম্ম পদে নিয়োজিত হইতে পার তবেই এই জগতে চরিতার্থ হইবে। পরন্তু দম্ভ কহিলেন হে অগ্রজ নম্রত্ব, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার দোষ দর্শাইয়া যাদৃশ উপদেশ দিয়াছেন তাহাকে আমি দম্ভ পূর্ব্বক আত্মগৌরব আপনি প্রকাশ করিতে বিরত থাকাতে লোক সমাজে তিরস্কার হইতে মুক্ত হইয়াছি আপনার অনুকরণ করিয়া নম্রতা ভাব ধারণ না করিলে মানব মানসে প্রকৃত মহিমান্বিত হইবার সম্ভাবনা নাই। নম্রত্ব বলিলেন হে প্রিয়তম অনুজ

তুমি কার্য্যক্রমে এইক্ষণ মহিমান্বিত হইয়াছ তাহাতে আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। অন্ততঃ অহঙ্কার বলিলেন হে প্রভো বিবেক আমি যে যে দোষে ঘৃণিত ছিলাম, আপনার কৃপার অনুবলে বোধ হয় তদ্দোষ হইতে নিষ্কৃতি না হইলেও কথঞ্চিত অব্যাহতি পাইয়াছি। তৎকালে বিবেক বলিলেন হে অহঙ্কার তোমার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া তুমি সম্ভ্রমরূপে পরিগণিত হইয়াছ, এইক্ষণ আমাদের সকলের বাসগৃহ অতীব আনন্দময়, এবং শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছি অধুনা পিতা জীবনের হীতার্থে ঐক্যতা-মতে সকলেরই যত্ন করা আবশ্যক।

৫১। অপিচ আমি আমার মাসি প্রজ্ঞাকে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলিলেন যে ভয়ঙ্কর রাক্ষস ক্ষুধা এবং পিপাসা যে আমার পশ্চাৎগামী হইয়া আসিয়াছে, এবং যখন তখন আমাকে যাতনা দিতেছে, তাহাদের হস্ত হইতে কিপ্রকারে উদ্ধার হইতে পারি। তিনি উত্তর করিলেন হে প্রিয়বর, প্রথমতঃ তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নহে, তাহারা যেন কেহ তোমাকে গ্রাস না করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে পরিতোষ করিবে। তৎপরে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে দমন, অন্ততঃ সংহারকরণার্থে চেষ্টা করিবে, পরে ক্ষুধাকে পরিতোষ করিতে তোমার ধনের প্রয়োজন হইবে, তদর্থেও তোমার সুশিক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য। তৎপরে প্রথমতঃ তুমি ধন অর্জ্জন করিবে, তাহা পরিমিতমতে ব্যবহার করিয়া অদৃশ্য ভবিষ্যৎ আপদ নিবারণার্থে যথোচিত সংঞ্চয় এবং রক্ষা

করিবে। কারণ জগতে বিখ্যাত রহিয়াছে, যাহারা নিজে অথচ পরিবার প্রতিপালন জন্য যথোচিত ধন সঞ্চয় করিয়াছিল না। এমন শিষ্ট, দুষ্ট, সদয়, নির্দ্দয় লক্ষ লক্ষ মানব নিষ্ঠুরভাবে ক্ষুধানলে দগ্ধ হইয়া ক্ষুধাকর্ত্তৃক গ্রাসিত হইয়া গিয়াছে, সেই সময়কে দুর্ভিক্ষ বলা যায়। কিন্তু তৎকালে ধনী লোকেরা সপরিবারে স্বধনদ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছেন, এবং রক্ষা পাইয়াছেন। অথচ অন্য কতিপয় দুঃখিদিগকেও রক্ষা করিয়াছেন। অভাবে স্বভাব নষ্ট বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহাও মনে করিবে।

৫২। ধনের দ্বারা তুমি আহার্য্য বস্তু ক্রয় করিতে পার, যতই দুর্ম্মূল্য হউক ধনের দ্বারা ক্রয় করিবার প্রায় বাধা হয় না। অথবা ধান্যাদিধন সঞ্চয় করিতে পার এবং আহার্য্য বস্তুর দ্বারা নিজে সপরিবারে এবং অন্যান্য যাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে তোমার অভিপ্রায় হয়, তত্তাবতের প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে যদি তুমি ক্ষুধাকে দমন অথবা বিনাশ করিবার অভিলাষ কর তবে তোমার আহার নিত্য নিত্য এমন ক্ষুদ্রতম পরিমাণে ন্যূন করিবে, যেন তাহা ভোজন সময়ে বোধগম্য না হয় ইত্যাকার অনবরত ক্রমাবচ্ছিন্ন ক্ষুদ্রতম পরিমাণে ন্যূন করিতে করিতে কতিপয় বর্ষ অতিবাহিত করিয়া দেখিবে, ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ক্রমে ভয়ঙ্কর রাক্ষস ক্ষুধাতৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বিনাশ না হইয়া থাকিলেও গুরুতর পরিমাণে নিবারণ এবং দমন হইয়া রহিয়াছে, তাহার শেষকল্পে কেবল বিল্বপত্র আহার করা বিধেয়। প্রবাদ আছে যে ধৈর্য্য এবং অধ্য-

বসায় অর্থাৎ অনবরত চেষ্টার দ্বারা পর্ব্বতাকার বিঘ্ন হইতে
উদ্ধার হওয়া যায়, সেই বৃহৎ ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের দ্বা
তুমি এই কার্য্য সাধন করিতে পার। ক্ষুধাদি কর্ত্তৃ
অকালে কবলিত হইতে না হয় অথচ শিষ্টাচারপূর্ব্বক সপরি
বারে প্রাণরক্ষা করিয়া প্রতিপালিত হইয়া থাকা যায় তদ
চেষ্টা করা মনুষ্যের প্রথম কর্ত্তব্য, কারণ কালগ্রাসে পতি
হইলে এই জীবনের দ্বারা আর কিছুই হইবে না তদনন্তর বিদ্যা
কীর্ত্তি, ধর্ম্ম অর্জ্জনার্থে আয়াস এবং প্রাণপণে পর্য্যটন করি
চয় প্রতিপালন সম্বন্ধে আমি তোমাকে সংপ্রতি বলিলাম বিদ
এবং ধর্ম্ম সম্পর্কে পরে বলিব যে কীর্ত্তি মনুষ্যকে এক প্রকা
অমর করিয়া থাকে এবং কীর্ত্তি অর্জ্জনকারী মানবেরা দৈহি
মৃত্যুর পরেও লোকের বাক্‌সমীরণ যোগে শ্রবণ আকাশে প্রবৃ
হইয়া মানস বিমানে বিদ্যমান থাকেন সেই কীর্ত্তি সংক্রা
প্রস্তাব বলিতেছি, শুন।

দ্বিতীয়ভাগ।

৫৩। বিমানোপরি বায়ু বিনির্ম্মিত মনোহর অট্টালিকা
স্বর্ণসিংহাসনোপরি কীর্ত্তিদেবী বিরাজমানা রহিয়াছেন, তথ
হইতে সুললিত অবিমল সুমধুর ধ্বনী কত সহস্র সহস্র লোকে
মন আনন্দে প্লাবিত করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। সেই
সুধাময় মধুর রবে বহুলোক বিমোহিত হইল, তাহাদের আশ্চর্য্য

তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল কিন্তু সেই সুধাসিক্ত সুমধুর ধ্বনি অনেকে শুনিতে পাইল না। যে কোন মানব প্রাণপণ পর্য্যটন করিয়া কীর্ত্তি দেবীর সাক্ষাৎ পাইল, তাঁহার নামাদি ক্রিয়াকলাপ সেই সুধাষিক্ত নিরুপম ধ্বনিতে মিশ্রিত হইয়া ভুবন কিম্বা রাজ্য অথবা দেশ ব্যাপ্ত হইতে থাকিল। কাহারো নিরন্তর, কাহারো দীর্ঘকাল, কাহারো কিঞ্চিৎকাল সেই ধ্বনি বহিতে লাগিল। বিবিধ ব্যক্তির সমাগমে কীর্ত্তি দেবীর সভা মন্দির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিল। সেই মনোরম ভাব দর্শনে ভাবুকের মনে কি অসীম কৌতূহল উপস্থিত হইল। কর্ম্মফলবিনির্ম্মিত বিমানযান ব্যতিরেকে সেই কীর্ত্তিমন্দিরে উপস্থিত হইবার উপায় নাই। যোদ্ধাদি বহুবীরের যান-ঝঞ্ঝা-সমীরণে ঘূর্ণায়মান হইয়া নানাস্থানে পতিত এবং তাহাদের প্রাণ পর্য্যন্ত বিয়োগ হইল কিন্তু গ্রন্থকারদের তাদৃশ জীবন নাশের সম্ভাবনা নাই বস্তুতঃ অনেকের যান ঝঞ্ঝাসমীরণে ঘূর্ণিত হইয়া দুর্গন্ধ মলকূপে পতিত হইয়া আরোহীদিগকে মরণ অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা দিতে লাগিল, যাহারা উত্তোলিত হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিলেন তাঁহাদের বিষয় বর্ণিত হইতে লাগিল।

৫৪। এই সময়ে আমার মাতৃস্বসা প্রাজ্ঞা আমাকে বলিলেন পশ্চিম উত্তর দ্বার দিয়া আলেকজণ্ডার হোমর প্রভৃতি যাহারা প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং পণ্ডিতবর এডিসন ও বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কতিপয় বর্জ্জন করিয়া তাহাদের সময় পর্য্যন্ত যাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন তাহাদের নাম করিয়াছেন, অন্যতর পণ্ডিত

অঘোর নিদ্রাযোগে অদ্ভুত স্বপ্নে যে মহাত্মাদিগকে দর্শন করিয়াছিলেন তাহাদের বিষয় তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। এই মহাত্মাগণ অতি বিখ্যাত বিক্রমশালী ছিলেন, এবং অন্যান্য দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন। একজন যাহার কীর্ত্তি ভুবনবিখ্যাত, যাঁহাকে দর্শন করিতে সকলে উৎসাহী হইলেন, তিনি উদ্দেশ্য সফলতার উজ্জ্বল মকুট ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুবিধ পৌরাণিক দৌবারিকগণ তাহাকে প্রবেশ করাইতে উদ্যোগী হইলেন। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নূতন ভূমণ্ডল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কীর্ত্তিদেবী স্বয়ং রত্নসিংহাসনের সন্নিধানে বিশেষ আসন প্রদান করিলেন। এই মহাত্মার নাম কলম্বস্, আবিষ্কৃত ভূমণ্ডলের নাম আমেরিকা। এতদনুসারে যে মহোদয় প্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন তাহাকে বিশেষ আসন প্রদত্ত হইল, তাহার নাম কুক্। অপর যাহারা এই জগতের মহৎ উপকার করিয়াছেন, যাহাদের নিকট এই জগৎ এবং সমুদয় মানব জাতি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিয়াছেন, যাহাদের কার্য্য এই পৃথিবীর হীতজনক ও মঙ্গলদায়ক হইয়াছে। প্রত্যক্ষ দর্শন হইতেছে যাহাদের প্রশংসা দিগ্‌দিগন্তর পরিব্যাপ্ত, সেই বিদ্যুৎগুণ, সেই তাড়িত পরিচালক প্রণালী, সেই বাষ্পীয়যন্ত্র, বাষ্পীয় তরণী, বাষ্পীয়রথ, তুলযন্ত্র, ঘটিকাযন্ত্র মুদ্রণযন্ত্র প্রভৃতি প্রকাশক, আবিষ্কারক এবং অনুধাবক যে মহাত্মা বেঞ্জামিন ফ্রান্‌ক্লিন, চার্লস্ ষ্টিফেন্‌সন্, নিউকমেন, ওয়াট, জর্জ আর্করাইট, গালিলিও, নিউটন্, গটেন্‌বর্গ ফষ্ট্, প্রভৃতি জগতে বিখ্যাত এবং সুপ্রসিদ্ধ, তাঁহারা স্ব স্ব

গৌরবে উপস্থিত হইলেন। কীর্ত্তিদেবী সর্ব্বোপরি, রত্নসিংহাসনের সন্নিধানে বিশেষ বিশেষ আসনপ্রদান করিয়া ধন্যবাদ এবং পুরস্কারেরদ্বারা চরিতার্থ করিলেন। ইহাদের এক এক কার্য্য এক এক স্থানে বিস্ময় ও অদ্ভুত রসের সৃষ্টি করিয়াছিল। যখন সমুদ্রপোত আমেরিকায় প্রথম উপস্থিত হইয়াছিল তখন আরোহীগণকে সূর্যদেবের সন্তানজ্ঞানে তথাকার আদিমনিবাসীগণ পূজা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল ; যখন বাষ্পীয় তরণী বর্ম্মা দেশে উপস্থিত হইতেছিল তখন তথাকার অধিবাসীরা বাষ্পীয়তরণীকে সামুদ্রিক রাক্ষসীজ্ঞানে তাহার নাসিকা হইতে ধূম্র নির্গত হইতে এবং স্বয়ং চলিতে দেখিয়া ভয়ে পলায়নোন্মুখ হইয়াছিল, ইত্যাকার নানাকার্য্যে নানাঘটনা হইয়া গিয়াছে। আবার অন্যান্য সভ্যগণের উপস্থান প্রসঙ্গ করিতেছি।

৫৫। আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী পূর্ব্বদেশীয় প্রধান ভূপাল সুরথ,মান্ধাতা দশরথ, দিলীপ, নল প্রভৃতি যাহারা প্রজাদিগকে পুত্রবৎ পালন করিয়াছিলেন, পরশুরাম, হনুমান, প্রভৃতি যে সকল মহাবীর ছিলেন,বশিষ্ট,গৌতম প্রভৃতি যে সকল মহামুনি ছিলেন তাহাদিগকে দ্বারবান বাল্মীকি উপস্থিত করিলেন,হস্তিনাধিপতি ধার্ম্মিকপ্রবর রাজা যুধিষ্ঠির এবং তাঁহার ভ্রাতা অর্জুন, ভীমকে ব্যাস প্রবেশ করাইলেন;তাঁহারা যে রাজসূয়যজ্ঞের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বরং গৃহমার্জ্জনাদি কার্য্য রাজার দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে হয় এবং রাজগণকে সেই অভিপ্রায়ে পরাজয় করিয়া আনিতে হয় সেই অবন্নিবিখ্যাত অদ্ভুত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং এই ব্যাস

বেদব্যাস উপাধিধারণে উপবেশন করিলেন, অন্যান্য বিভিন্নপ্রকার পৌরাণিক ষায়বানগণ বিখ্যাত ব্যক্তিদিগকে উপস্থিত করিলেন কিন্তু কেহই রঘুনাথ কিম্বা যদুনাথকে এই সাধারণ সভাতে উপস্থিত করিতে সাহসী হইলেন না। পূর্ব্ব দেশীয় রীত্যনুসারে নবীন মহোদয়গণ প্রাচীন মহাত্মাদিগকে ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিলেন; অতীব গৌরবান্বিত সভার দ্বিতীয় খণ্ডে ইহারা অধিবেশন করিলেন, এইস্থানে ক্রমে ভূপাল বিক্রমাদিত্য, আদিশূর, জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিদুষী খোনা, অঙ্কবিদ্যানিপুণা লীলাবতী উভয় ভারতমহিলা এবং কৃতবিদ্য কালিদাস, মাঘ, ভারবী, ভবভূতি, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি সমাগত হইয়া উপবেশন করিলেন।

৫৬। মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বীগণ মধ্যে সৎবিচারক নওশেরওয়ান যাহার অবিচারের প্রসঙ্গ কখন কোন লোক শ্রবণগোচর করেন নাই, সাহ আকবর যিনি আপন অধীনস্থ নানাজাতির মধ্যে অতি নিরপেক্ষভাবে রাজকার্য্য বিতরণ করিতেন, ডাকে সর্ব্বসাধারণের পত্রাদি বহনের নিয়ম উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বজাতি প্রজাদিগকে তুল্যভাবে প্রতিপালন করিতেছিলেন সেই সেই মহানুভবগণ উপস্থিত হইয়া সভার তৃতীয়খণ্ডে আসন গ্রহণ করিলেন; তৎস্থানে নানামহাত্মা এবং বিজ্ঞবর শেখসাদি, দেওয়ান হাফেজ প্রভৃতি উপবিষ্ট রহিলেন।

৫৭। অন্যান্য দেশীয়গণ মধ্যে রুসিয়া দিগাধিপতি যে মহাত্মা পিটর নানাকষ্ট এবং পর্য্যটন করিয়া আপন প্রজাগণকে সমুদ্রপোত নির্ম্মাণ ইত্যাদি নানাবিধ গুণ শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং

যাহার রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ তাহাকে অনেক পৌরাণিক দ্বারবান উপস্থিত করিলেন। তিনি আপন দেশীয় লোকে বেষ্টিত হইয়া সভার চতুর্থ খণ্ডে উপবেশন করিলেন। ক্রমে তদ্দেশস্থ দ্বিতীয় মহীপাল যে জার ইবান্ প্রজাবর্গের দানশীলতা, বদান্যতা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতেন তিনি কতিপয় পুরাবৃত্তবিৎ দৌবারিক সহকারে উপস্থিত হইয়া পিটরের বামপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। কৃত্রিম সৈন্য ব্যূহ সৃজন করিয়া তদ্দ্বারা নানাযুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন, এবং অন্যান্য বিবিধ অসাধারণ ব্যাপার সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া যে মহাত্মা সম্বন্ধে জন প্রবাদ আছে সেই মহাত্মা যন্ত্রবিদ্যাবিৎ বিদ্বান মহাশিল্পী চীনদেশনিবাসী লোকমান অতি গৌরবান্বিত গম্ভীরভাবে উপস্থিত হইলেন, ক্রমে যে সামিরামী আরোপিত হস্তী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তৎসহ রণ করিয়াছিলেন, যদিও ঘটনাবশতঃ তাহাতে জয়ী হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার গুণগৌরব ভূবিখ্যাত হইয়াছিল। ইনি অন্যান্য মহাত্মাগণসহ অধিষ্ঠান করিয়া সভার পঞ্চম খণ্ডে অধিবেশন করিলেন। এইস্থানে অবশেষে অতীব দৌরাত্ম্য-কারী নবাব এবং রাজপদাভিষিক্ত রাক্ষস সেরাজউদ্দৌলাকে পরাজয় করিয়া যে বঙ্গদেশ অধুনা পঞ্জাব পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে সেই বঙ্গদেশে বৃটিশ অধিকার স্থাপন করিয়া যে মহাত্মা নিজ মহিমা বিস্তার করিয়াছিলেন সেই মহাত্মা লর্ড ক্লাইব অধিষ্ঠিত হইয়া গৌরবান্বিত আসনে আসীন হইলেন, সেই স্থানে ক্রমে নর্ত্তক, কবি, গ্রন্থকার, স্যাক্স্পিয়ার, বাইরণ, জনসন্, গোল্ডস্মিৎ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া উপবিষ্ট হইলেন।

৫৮। অন্তত: দৃষ্ট হইল সেস্থলে বিচিত্র সভা মণ্ডপে প্রস্তুত বিচিত্র আসন অদ্যাপি শূন্য রহিয়াছে, অতি যত্নে রক্ষিত হইতেছে, পরস্পর শুনিলাম বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ মহিমান্বিত বিখ্যাত মহাত্মাদের জন্য ঐ সকল আসন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। প্রুশিয়া দেশীয় যে অধিপতি ফ্রেঞ্চ যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন এবং যে বৃটন দেশীয় রাণী ভারতেশ্বরী বিক্টোরিয়া ভারতরাজ্য এবং অন্যান্য দেশের উন্নতিসাধন এবং প্রকাণ্ড বিদ্রোহানল দমন করিয়াছেন তাহাদের জন্য গৌরবান্বিত, আসন অবধারিত রহিয়াছে কিন্তু সোলন্ নামক মহাপণ্ডিত কহিয়াছেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে কোন ব্যক্তিকে ভাগ্যবান কিম্বা সুবিখ্যাত বলা যাইতে পারে না, ইহা স্মরণ করিতে হয় কারণ সময় ক্রমে তাঁহার প্রতি কি ঘটিবে ইহাতো কেহই জানে না।

৫৯। তদনন্তর কীর্ত্তিদেবী সুধাসিক্ত সুমধুর স্বরে সকলকে অভ্যর্থনা এবং সংবর্দ্ধনা করিলেন। তাহার পরম পবিত্র সুরম্য শোভাদর্শন, সভামন্দিরের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য অবলোকন, মনোরম সৌরভ গ্রহণ, মনোহর বংশীর রবযুক্ত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সকলে আনন্দসাগরে মগ্ন এবং মোহিত হইয়া রহিলেন। নানাদিগের নানাপ্রকার বিচিত্র শোভাদর্শন এবং বিবিধ প্রকার সৌরভ গ্রহণ করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিলেন। সভাস্থ লোকদের মুখশ্রীতে সাহস এবং উৎসাহের সমুদয় লক্ষণ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, অনেকেই প্রবল প্রতাপান্বিত মহাবীর, কতিপয় বহুদর্শী মহাপণ্ডিত, কতিপয় জগৎ হিতকারী কার্য্যদক্ষ

সভাতে বিরাজিত ছিলেন। পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিতগণ সভাতে প্রত্যেকের পরিচয়, কীর্ত্তিবিবরণ, স্বভাব, লক্ষণাদি বর্ণনা করিতে করিতে সকলেই প্রফুল্ল সহাস্যবদন ও আনন্দোৎফুল্ল চঞ্চল লোচন হইয়া প্রীতিপূর্ণ অমৃতরসে অভিষিক্ত হইলেন, গ্রন্থ বর্ণনার সময়ে বোধ হইল প্রাচীন গৌতম,ব্যাস,হোমর, বাল্মীকি, সাদি প্রভৃতির যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ সরলভাব, অকৃত্রিম অনুপম শোভা, নব্য কাহারো সেরূপ নহে, যদিও উত্তম শোভা আছে কিন্তু অনেকেরই শরীরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষায় বস্ত্রালঙ্কারের শোভা অধিক; কেহ কেহ পরিচ্ছদ এমন কুটিল করিয়া রাখিয়াছেন যে বহুযত্নে এবং অনেক কষ্টে নিরীক্ষণ না করিলে তাহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য যে কি আছে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না, অথচ রসাদ্রচিত্ত সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ আপন আপন গ্রন্থের দ্বারা বহুজনের মনবিদ্ধ এবং বিমোহিত করিতেছেন। এই সভাতে ক্রমে শঙ্করাচার্য্য, আর্য্যভট্ট,বরাহ, মিহির, ভাস্করাচার্য্যকে দৃষ্ট হইল, পৃথিবীর আহ্নিক গতি বিষয়ক মত প্রথমতঃ গ্রাহ্য না হওয়াতে আর্য্যভট্ট বিষণ্ণ হইয়াছিলেন, অন্ততঃ তাঁহার সেই মত পশ্চিম দেশীয় কতিপয় পণ্ডিতের মতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া প্রচলিত হইল। সেই পণ্ডিতগণের নাম কোপরণিকস, গালিলীয়, নিউটন প্রভৃতি আবার পশ্চিম দেশীয় পূর্ব্ব পণ্ডিত প্লেটো, পিথাগোরস্ প্রভৃতি নব্য পণ্ডিতের ভয়ে পলায়নোন্মুখ হইলেন।

৬০। এমন সময়ে অনেক পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিত সমুদায় গুণবান,

বিদ্যাবান, মহাবীরগণের বিদ্যমানে কীর্ত্তিদেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেবী এই বিজ্ঞগণ তোমার প্রসাদ আকাঙ্ক্ষায় কায়িক এবং মানসিক ক্লেশ করিয়া শরীর ক্লিষ্ট, মন বিব্রত করিয়াছেন, কেহ রজনী জাগরণ করিয়া মনোহর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; এই মহাবীরগণ তোমার প্রসাদ প্রত্যাশায় ঘোরতর শঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন, কেহ কেহ কত শত নগর শোণিত প্রবাহে প্লাবিত করিয়াছেন, কতশত গ্রাম দগ্ধ করিয়াছেন, কত শত জাতির উন্নতি সাধন করিয়াছেন, এইক্ষণে ইহারা ভৌতিক জীবন সম্বরণ ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার প্রসাদে কীর্ত্তিদেহ ধারণকরত তদনুযায়ী চিরজীবী হইয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। আনন্দময় বায়ুহিল্লোলে সর্ব্বত্র অধিষ্ঠান করিয়া আপন আপন দৃষ্টান্তদ্বারা মানববর্গের আনন্দ এবং উৎসাহবর্দ্ধন করিতে রহিলেন, এই সভাই ইহাদের নির্দ্দিষ্ট নিকেতন রহিল; আমরা ইহাদের দ্বারস্থ রহিলাম।

৩১। এই প্রকাণ্ড সভা মন্দিরের নিম্নভাগে অধঃ প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে, সে স্থান কারাগার অপেক্ষাও ঘৃণিত,তথাকার দুর্গন্ধে নাসিকারন্ধ্র রুদ্ধ, নিন্দাবাদ,গঞ্জনা, বিলাপ,আর্ত্তনাদ শ্রবণে কর্ণকুহর দগ্ধ, খেদজনক দুর্দ্দশা দর্শনে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কুচরিত্র লোকদিগকে যন্ত্রণা প্রদানার্থে এইস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এইস্থান তিমিরাচ্ছন্ন, পঙ্কপূর্ণ, কণ্টকময়, ভয়াবহ। ইহার মধ্যে কৃমি, পিপীলিকা, জলৌকা, মক্ষিকা, মশক, বৃশ্চিক, ভুজঙ্গ প্রভৃতি মানব দেহ বিদীর্ণকারী জীবজন্তু পরিপূরিত রহিয়াছে।

এতন্মধ্যে যাহারা নিক্ষিপ্ত হইল তাহারা কখন সমল দ্রবকর্দ্দমে মগ্ন, কখন বক্ষদেশ পর্য্যন্ত উত্থিত হইতে লাগিল, সেই কীটপূর্ণ সমলকর্দ্দম হইতে এক প্রবল অগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আলোক প্রদান করত উহাদের শরীরস্থ চর্ম্ম দগ্ধ করিতে লাগিল; তাহাদের যেকেহ মস্তক উত্তোলন করিল রক্তিমাকার তপ্ত লৌহমুদ্গর মুহুর্মুহু সেই মস্তকে প্রহারিত হইতে লাগিল।

৬২। প্রথমতঃ যে এক ব্যক্তির সকণ্টক মুকুট, কণ্টকময় বসন পরিধান ছিল, তাঁহাকে এই ভীষণ নরকানলে আনয়ন করা গেল, সেই কণ্টকে তাঁহার সর্ব্বশরীর বিদীর্ণ হইয়া অসীম যন্ত্রণাভোগ হইতেছিল তিনি উপসম প্রাপ্তির প্রত্যাশায় ক্রন্দন এবং চীৎকার করিতে লাগিলেন, কিছুই উপসম হইলনা। বরং তাঁহাকে চিরকাল এই ভীষণ নরকানলে দগ্ধ হইতে হইবে, ইনি জুডা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা পণ্টিয়স্ পাইলেট, পবিত্র ভবিষ্যৎ বক্তা নির্দ্দোষী যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুসযন্ত্রে বধ করিয়াছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে বহুশিশুনাশক হেবড্ এবং কংস নরকাগ্নিতে মগ্ন হইতে-ছিলেন।

৬৩। দ্বিতীয় একব্যক্তি পর্ব্বত শিখর হইতে এই নরকাগ্নিতে হঠাৎ নিক্ষিপ্ত হইলেন, তাঁহার বদন এবং দেহ প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে জ্বলিতেছিল, তিনি বিপুল যাতনায় দন্ত ঘর্ষণ এবং অশ্রুপাত করিতেছিলেন। শুনা গেল ইনি রোমদেশীয় নরপতি নীরো, নিতান্ত পামর ছিলেন। যে অতি উত্তম পরম সুন্দর মনোহর রোমনগর রমীউলস্ ভূপালের সময় হইতে নির্ম্মিত

হইয়াছিল আপন অধিকারস্থ সেই রোমনগর দগ্ধ করিবার সময়ে ইনি পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া বংশিবাদন করিতে করিতে সন্তোষচিত্তে দর্শন করিতেছিলেন।

৬৪। তৃতীয় এক প্রাচীনা রমণী এই নরককুণ্ডে আনিতা হইলেন; তাহার কেশ প্রজ্জ্বলিত, আস্য দহিত, শরীর দগ্ধীভূত হইতেছিল, তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া ক্লেশোত্থিত শব্দে বলিলেন, আমি যে কিছু করিয়াছি ধর্ম্ম উদ্দেশেই করিয়াছিলাম। তখন যেন কেহ তাহাকে বলিল,ধর্ম্ম এইরূপ আচরণ করিতে তোমাকে কি প্রেরণ করিয়াছিলেন? ইনি ইংলণ্ডদেশের রাণী শোণিতলোলুপা মেরী নামে খ্যাতা ছিলেন। ইনি আপন কর্ত্তৃত্ব সময়ে আপন কর্ত্তৃত্বাধীন প্রতিপন্ন সুবিখ্যাত নির্দ্দোষী যে মহাত্মারা উক্ত রাণীর গৃহীত ধর্ম্মপ্রণালী গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই তাঁহাদের জীবিতদেহ জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া সংহার করিয়াছিলেন। এই প্রকার অপরাধী বহুতর ক্রমে ক্রমে আনীত হইল।

৬৫। চতুর্থ ভয়ঙ্কর গাত্রদাহে প্রপীড়িত শ্বাস প্রায় অবরুদ্ধ শস্ত্রধারী এক বিকট ব্যক্তি আনীত হইল, ইনি যাতনায় দগ্ধীভূত হইয়া অশ্রুনয়নে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শুনা গেল এই ব্যক্তি নবাব সিরাজউদ্দৌলা, বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি বহুতর নির্দ্দোষী ইংরাজ এবং অন্যান্য জাতীয় লোককে অতিক্ষুদ্র, অবরুদ্ধ, এক কুঠরিতে, কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কতিপয় লোকের শরীর এবং মস্তকোপরি অন্যান্য কতিপয় বন্দী লোকের অবস্থান করিতে হইল, এবম্প্র-

কারে স্তরে স্তরে অবরুদ্ধ থাকিল। এই ঘটনা কলিকাতার অন্ধ-কূপ হত্যাকাণ্ডনামে বিখ্যাত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ লোক গাত্রদহিত এবং শ্বাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, অবশিষ্ট লোকেরা যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়াছিল। এই শাসনকর্ত্তা দুরাত্মা অনেক সাধ্বীর সতীত্বহরণ করিয়াছিলেন এবং অনেকের সতীত্বহরণ করিতে উদ্যোগী ছিলেন এবং আপন রাজ্য মধ্যে বহুপ্রজার সম্পত্তি নির্দ্দয়ভাবে দস্যুতাপূর্ব্বক হরণ করিয়াছেন এইক্ষণ এই নরকে চিরকাল অবস্থিতি করিতে হইল।

৬৬। পঞ্চম অন্য এক লম্বমান শ্মশ্রুধারী মুসলমান ক্ষুধা তৃষ্ণায় নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া এই নরকে নিপতিত হইলেন, উদরে এবং কণ্ঠে চপেটাঘাত করিতে করিতে বিষণ্ণ হইয়া অন্নজল প্রার্থনা করিলেন, সে প্রার্থনা ব্যর্থ হইয়া গেল, পরস্পর শুনা গেল এই ব্যক্তি আরংজেব নামে খ্যাত দিল্লীর মহীপতি ছিলেন, আপন পিতা শাহজাহানকে কারারুদ্ধ করিয়া শুষ্কধান্য আহার করিতে দিয়াছিলেন এবং জল দিতে বারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার পিতা ক্ষুৎপিপাসায় প্রপীড়িত হইয়া ক্লেশ এবং যন্ত্রণায় মার্জ্জিত বিমল মানসে অশ্রুনয়নে রোদনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, যে পৌত্তলিকগণ আপন আপন মৃত পিতা মাতা, ও অন্যান্য পূর্ব্ব পুরুষের নাম উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণ উপলক্ষে অন্ন, জল প্রদান এবং বিতরণ করেন তাহাদিগকে শতবার ধন্যবাদ, কিন্তু ভাক্ত ধার্ম্মিক মুসলমান যে জীবিত পিতামাতাকে কারারুদ্ধ করিয়া অন্নজল নিবারণকরতঃ ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রপীড়িত

করিয়া সংহার করেন এবং যাহারা এক সময়ে বক্ষঃস্থলে রাখিয়া সস্নেহে প্রতিপালন করিয়া পুত্রকে বলিষ্ঠ করিয়াছেন, সেই পুত্র সেই স্নেহময় পিতামাতাকে নির্দ্দয় এবং নিষ্ঠুরভাবে যে বধ করেন সেই ভাক্ত ধার্ম্মিক মুসলমানকে জগতে ধিক্কার কেনা দিবে, ইহা কি কৃতঘ্নতার বিপুল চিহ্ন নয়, এই নরক ভোগ তদ্রূপ কৃতঘ্নতার ফল।

৬৭। ষষ্ঠ, অবনত শিরানন এক প্রাচীন উলঙ্গ ব্যক্তিকে এই যন্ত্রণাদাবদাহে আনয়ন করা হইল, এই ব্যক্তি হস্তিনার রাজা ছিলেন, এবং আপন পিতৃব্য-পুত্র বধূ, পরমাসুন্দরী সাধ্বী, রাজ্ঞীদ্রোপদীকে জনতাপূর্ণ রাজসভায় বলপূর্ব্বক উপস্থিত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পতি এবং সভাস্থ বহুবিধ জনসমক্ষে সাক্ষাতে তাঁহাকে উলঙ্গ করিয়া অপমান করিবার জন্য তাঁহার শরীরস্থ বসন বিমোচন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, এই ব্যক্তি দুর্য্যোধন নামে খ্যাত ছিলেন।

৬৮। সপ্তম, যখন এক প্রকাণ্ড প্রাচীন রাক্ষসকে বানর এবং কপিগণ চপেটাঘাত করিতে করিতে আনয়ন করিল, তখন তাঁহার ভয়ঙ্কর আকৃতি দৃষ্টে অন্য সকলে ভীত হইলেন, এই ব্যক্তি আপন ভগিনী সূর্পনখার নিকটে কুসন্ধান পাইয়া অতি শিষ্টশান্ত এক রাজকুমারের সাধ্বী-স্ত্রী পরম মনোরমা বিখ্যাত রূপবতী সীতাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছিলেন, এবং অবৈধ অভিগমন প্রবৃত্তি উত্তাবন জন্য বিবিধ যন্ত্রণা দিয়াছিলেন। এই রাক্ষস লঙ্কার রাবণ নামে অভিহিত ছিলেন;

তৎকালে বিবিধ দৌরাত্মশালী অতি পরাক্রান্ত মহারাজাধিরাজা ছিলেন।

৬৯। অষ্টম, নানা সাহেব এবং তদীয় সৈন্যাধ্যক্ষ টাণ্টীয়া টোপিকে যন্ত্রণা প্রদানার্থ এস্থলে আনয়ন করা হইল, ইহারা কিঞ্চিৎকাল পরাক্রান্ত হইয়া নিতান্ত নির্দ্দোষী বহুতর ইংরেজ ললনা এবং শিশুদিগকে বিমানে উৎক্ষেপ করিয়া অধঃপতন হইবার সময়ে শূলাগ্রে বিদ্ধ করিতে করিতে সংহার করিয়াছিলেন এবং তদাকার বহু প্রাণীকে অতি গভীর কূপে নিক্ষেপ করিয়া নিপাত করিয়াছিলেন। এই কার্য্য ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের কাণপুর হত্যাকাণ্ড নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। ভবিষ্যতে যাহাদিগকে আনয়ন করিতে হইবে তাহাদের জন্য বহুতর স্থান এই দুর্গন্ধ, কীট, কণ্টকপূর্ণ বিবিধ যন্ত্রণাময় নরকানলে শূন্য রহিয়াছে। অপর নিকৃষ্ট ক্ষুদ্র নারকীগণের নাম উচ্চারণ করার যোগ্য নহে।

তৃতীয় ভাগ।

৭০। অতি আশ্চর্য্য এই যে বহুতর দুষ্ট লোকেরা এতাবৎ দেখিয়া শুনিয়া চরিত্র সোধন করিতে মনোযোগ করে না। আমি ভীষণ নরকানলের এবং তদস্থ জনগণের দুরবস্থা শুনিয়া চরিত্র সংশোধনার্থে কথঞ্চিত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু তদবস্থা মনে করিতে করিতে আমার অন্তঃকরণ বিদগ্ধ হইতে লাগিল,

তখন আমার স্নেহময়ী মাসী প্রজ্ঞা আমাকে কৃপা করিয়া বলিলেন, এই দুই খণ্ডের সর্ব্বোপরি ভাগে মহামহিমান্বিত। সভা রহিয়াছে, তদ্বিবরণ শ্রবণে অন্তঃকরণ সুশীতল হইয়া যায়, এই সভা অতি আশ্চর্য্য মনোরম, অতি উত্তম সুগন্ধ পরিপূর্ণ এই স্থলে ভক্তী দেবীর অধিষ্ঠান, তিনি আমাকেদয়া করিয়া সমাগতা হইলেন, মাসী প্রজ্ঞা, সভা সংক্রান্ত বিবরণ বলিতে লাগিলেন, "কীর্ত্তিদেবীর সভাতে উপস্থিত হইবার পথ যত কঠিন, তদপেক্ষা এই সভার পথ অধিকতর কষ্টদায়ক, অথচ যাহাদের হৃদয়ে দৃঢ়তরভাবে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহাদের পক্ষে সহজ হইয়া যায় কারণ কোন বাধা, বিঘ্ন বা ক্লেশ তাহাদিগকে বিমুখ করিতে সমর্থ হয় না, আহাঃ কি সুধাষিক্ত সুমধুরধ্বনী এই সভাতে উদ্ভাবন হয়, তাদৃশ সুধাময় রব মানবকর্ণে অথবা ত্রিজগতে আর শুনিবার সম্ভাবনা নাই সভাস্থ ধর্ম্মসংগীত এবং ধর্ম্ম উপদেশ হইতে সেই মনোহর রব উদ্ভব হইতেছে।

৭১। এই সভাতে বহুতর বিভাগ রহিয়াছে প্রত্যেক বিভাগে কাঞ্চনখচিত হীরকময় আশন, ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত বসনোপরি স্থাপিত রহিয়াছে, সভামন্দির পবিত্র সুগন্ধে পরিপূর্ণ, গৃহোপকরণ সমুজ্জ্বল, রহিয়াছে এই সভার সভ্য মহাত্মাগণের সর্ব্বোত্তম পবিত্রভাব, যাহাদের মনকে আকর্ষণ করিয়াছে জগতে এমন কিছুই নাই যে সেই আনন্দধাম হইতে সেই মনকে উচ্ছেদ বা বিকর্ষণ করিতে পারে ভক্তীদেবী সর্ব্বোপরি এমন ভাবে উপবেশন করিয়াছেন যেন প্রত্যেককে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া

দর্শন করিতেছেন, আহা কি অপূর্ব্ব শোভা, কি মনোহর ভাব, কি আনন্দ উপভোগ ! লিখনী কি, রসনা বর্ণনা করিতে সমর্থা নয় এক বিভাগে মুসা শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে পরমব্রহ্ম এবং অন্যান্য মানবের প্রতি প্রত্যেক মানবের কি কি প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহার বর্ণনা করিতেছেন তদনন্তর এক বিভাগে যীশুখ্রীষ্ট আপন শীষ্য জোহন, পিটর প্রভৃতি সরকারে উপবেশন করিয়াছেন শুনিলাম তিনি ঈশ্বরের পুত্র, জগতের ত্রাণকর্ত্তা, তাঁহার উপদেশ অতি উত্তম, তিনি অনেককে শোধিত করিয়াছেন, জগদীশ্বরের এবং মানবের প্রতি প্রত্যেক মানবের আচরণ সম্বন্ধে সংশোধিত নিয়ম শিক্ষা দিতেছেন, তৎপরে এক বিভাগে লিখন পঠন সংক্রান্ত বিদ্যাবিবর্জ্জিত, অতীব স্বাভাবিক জ্ঞানবান, মহম্মদ নামে খ্যাতাপন্ন এক মহাত্মা চারি জন বন্ধু সমভিব্যাহারে অধিবেশন করিয়াছেন, শুনিলাম তিনি ঈশ্বরের বন্ধু এবং ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। তিনি এক পৃথক অথচ উত্তম প্রকারের উপাশনা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। তিনি বলিলেন তাঁহাকে ঈশ্বর যাহা বলিয়াছেন তাহাই তিনি চারি জন বন্ধুরদ্বারা লিপিবদ্ধ করাইলেন। ইহারা পশ্চিম দেশীয় প্রধান ভবিষ্যদ্বক্তা। এই সভাতে উপবিষ্ট শাক্য, গৌতম, বুদ্ধ এই তিন নামে খ্যাত একজন মহর্ষি আপন অনুচরগণ সহ এক প্রকাণ্ড বিভাগ আবৃত করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে মনুষ্যের কি গতি হয়, তদ্বিষয় তাহারা অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু তাহা নির্দ্দিষ্টরূপে অবধারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা

অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিলেন। এক সময়ে কতি-পয় ব্যক্তি পরস্পর ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক এই মর্ম্মে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ অগ্রে মরিবেন তাঁহারা মৃত্যুর পরে কি ঘটে তদ্বিষয় অন্যান্যকে সংবাদ দিবেন। তদনু-সারে কেহই সংবাদ দেন নাই এবং তৎক্রমে কিছুই জানা যায় নাই। অন্যান্য বিভাগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য, প্রভৃতি বহুতর মহাত্মা আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশ তন্মতানুসারে অতি উত্তম এবং পরম পবিত্র তন্মধ্যে কতিপয় ধর্ম্মাত্মা পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া বিখ্যাত রহিয়াছেন, ইহা সুবিদিত রহিয়াছে যে এতন্মধ্যে অনেকে পরমেশ্বর এবং মানবের প্রতি উৎকৃষ্ট এবং পবিত্র আচরণ শিক্ষা প্রদানার্থে এই জগতের অন্যান্য সকল অপেক্ষা অধিক পর্য্যটন এবং বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। তাহাদের মহৎ উদ্দেশ্য এই যে মানব কুলের সমাজ উত্তমরূপে সংশোধিত এবং পবিত্র হয়। এস্থলে ধর্ম্ম প্রণালীর তারতম্য করা উদ্দেশ্য নহে সুতরাং তদ্বি-ষয় কিছুই উক্ত হইল না।

৭২। এই সভাস্থ ধর্ম্মাত্মাগণের প্রত্যেকের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক অনুগামী এবং উপাসক রহিয়াছেন; নাস্তিক পাষণ্ড বিনা অবনিমণ্ডলে এমন লোক কেহ নাই যে এই সভাস্থ কোন ধর্ম্মাত্মার স্মরণাপন্ন হন নাই বরং কোন এক ধর্ম্মাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ন্যূনাধিক দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত, সৎকর্ম্ম এবং ধর্ম্ম-পথে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। এই ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে কোন কোন

বিষয়ে মতভেদ আছে কিন্তু প্রধান প্রধান বিষয়ে সকলেরই একতা দেখা যায় জগতের এবং পরস্পরের উপকার সাধনে পুণ্য, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য, পরাপকার জন্য পাপ, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। তাঁহাদের কতক, বিশেষ বিশেষ কারণ বিবেচনায় এতন্মধ্যে কতিপয় বর্জ্জিত বিধি প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মূল বিষয়ে তাহাদের মতভেদ রহিল না; তাঁহারা সকলে ঐক্য হইয়া পুণ্য উপার্জ্জন করিতে এবং পাপকে ঘৃণা করিতে উপদেশ দিলেন আর বলিলেন যে পরমেশ্বর প্রত্যেকের অন্তঃকরণ জানিতে পান। এই স্বর্গীয় কিরণ দর্শন করিয়া আমি প্রভূত বিমল আনন্দে পূর্ণ হইলাম, এবং মানবের কি কর্ত্তব্য তাহা কথঞ্চিত জানিলাম, আমি পুনরায় মানীকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইয়া বলিলাম, মানী, আমাকে দয়া করিয়া বলুন আমি কি কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব। তিনি বলিলেন অমাদের সৃষ্টিকর্ত্তার বিষয়ে কিঞ্চিত জানিয়া তদ্বিষয়ে জানিতে হয়, এবং পশ্চাৎ তাহার বর্ণনা করিবেন। সৃষ্টি এবং বৃত্তি ব্যবসায় ও উপজীবিকা) সম্বন্ধীয় ব্যবহারের ফল, যেরূপ এক বিখ্যাত ব্যক্তি বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিতে আদেশ করিলেন। নিম্নোক্তরূপ উদ্ঘটিত আখ্যা বর্ণনা শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

৭৩। তিনি বলিয়াছেন সমুদয় বিবেচনা করিয়া যখন সম্পূর্ণদেশ জনতাপূর্ণ দেখিলাম তখন একশত বর্ষ পরে ইহার কেহই জীবিত থাকিবেনা এই চিন্তা আমার অন্তঃকরণকে ব্যথিত করিল, এবং অশ্রুপাত হইতে লাগিল, বিশেষতঃ যে

অধিক লোক ছিল, তাহারা এইক্ষণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে কিন্তু যাহারা বিলুপ্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যে যে ব্যক্তি বিশেষ কার্য্যে বিখ্যাত হইয়াছিলেন তাহারা আপন যশ ও কীর্ত্তির গৌরবে পশ্চাৎবর্ত্তী মানবগণমধ্যে জীবিতবৎ কিরণ দান করিতেছেন, অপর বহুসংখ্যক লোক আলস্য দেবীর পাদপদ্ম অর্চনা করিয়াছিলেন তাহাদের নাম সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছেন। আবার এক বিদ্যালয়ে দৃষ্টি করিলাম বালকে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তাহাদের নববিকসিত আনন, আকৃতি এবং বদনমণ্ডলের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া,পুলকিত হইলাম মনকে বিমোহিত করিল বাল্যাবস্থায় সুধাযুক্ত সুমিষ্ট বাক্যালাপ, দ্রুতগামী সময়ব্যর্থ হরণ করিলে কাঞ্চনমূল্যে তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবেনা ইত্যাদি বিবিধপদের আবৃত্তি,শুনিয়া আমার মন আনন্দে অভিষিক্ত হইল;অমনি বিমর্ষ অনলে দগ্ধ হইতে লাগিল। যখন ভাবিলাম ইহারা বিদ্যা ব্যবহার করারযোগ্য হইবার পূর্ব্বেই প্রায় অর্দ্ধাংশবিদ্যালয় ত্যাগ করিবে, প্রায় চতুর্থাংশ কালগ্রাসে পতিত হইবে,শিক্ষারপর প্রায় অষ্টমাংশ অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিবে,অবশিষ্ট ছাত্রগণের সৎপ্রবৃত্তি জন্মাইতে পারিলে তদ্দ্বারা জগতের মঙ্গলকার্য্য নিষ্পাদন হইতে পারে। যখন আমি যৌবনাবস্থায় কি উপজীবিকা এবং বৃত্তি অবলম্বন করিব এই চিন্তায় ব্যাকুল ছিলাম তখন একদিন বনে প্রবেশ করিলাম, তথাকার নির্জ্জনতা এবং নিস্তদ্ধতা আমার চিন্তার অনুকূল হইল, জীবন উপায় কি হইবে এই ভাবিয়া ভাবিয়া আত্মজ্ঞান বিরহিত হইল, নিদ্রা আমার নয়ন আকর্ষণ করিল, এবং স্বপ্ন দেখিতে

লাগিলাম, দীর্ঘকায় দুই নবীনা রমণী আমার সন্নিধানে আগমন করিলেন, তাহার এক জনের অতি মহিমান্বিত ভাব, পরম সুন্দর আকৃতি, স্বাভাবিকরূপ, নিষ্কলঙ্ক পরিষ্কার শরীর ; তিনি সুস্থিরভাবে পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন, তাঁহার গমনাগমন এবং আচরণে সুশীলতা প্রকাশ, বসনাদি তুষারবৎশুভ্র ছিল। অন্য রমণীর শরীর স্নিগ্ধ, বদন ঈষৎ লোহিত, তাহাতে আবার ধবল লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করা হইয়াছে, এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যাপেক্ষা অধিক সুন্দর দেখাইবার জন্য অঙ্গরাগ করা হইয়াছে। তাঁহার দৃষ্টির স্থিরতা নাই, বসন চিত্র বিচিত্র, আপন শরীর আপনি দেখিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে উপস্থিত লোকদের প্রতি দৃষ্টি করিলেন যে, তাহারা কি ভাবে তাঁহার রূপ দেখিতেছেন এবং বারম্বার দর্পণে স্বীযরূপ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন তিনি ধাবিতা হইয়া অন্য রমণীর অগ্রে আমার নিকট আসিলেন এবং নিম্নোক্ত ভাবে বলিলেন।

৭৪। হে প্রিয়তম, আমি দেখিতেছি তুমি কি প্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। এবিষয়ে তোমার মতভেদ হইতেছে, আমার প্রিয়বন্ধু হইয়া আমারই পশ্চাৎগামী হও, আমি তোমাকে প্রমোদ মন্দিরে উপনীত করিব, যাতনা হইতে বিমুক্ত হইবে, কার্য্যের উদ্বেগ, এবং গোলযোগ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, দেশে শান্তি কিম্বা সমর যাহাই হউক তোমাকে উত্ত্যক্ত করিতে পারিবে না, তোমার জীবন সহজে অথচ আমোদে যাপন করিতে, প্রত্যেক বিলাস বাসনা তৃপ্তি

করিতে, সম্পূর্ণ নিযুক্ত থাকিবে, উৎকৃষ্ট ভোজন, পুষ্প শয্যা, সুগন্ধ বর্ষণ, নৃত্যগীত বাদ্যোদাম, নানাবিধ সুদৃশ্য পদার্থ তোমার জন্য প্রস্তুত থাকিবে, (প্রমোদ, গায়ক, বাদ্যকর নর্ত্তকীর সমভিব্যাহারী মানবগণ এবং জদাকার মনুষ্য এই সুখের যোগ্য।) অতএব আমার সহিত এচ আমোদ রাজ্যে আগমন কর; এই জগতের বিবিধ প্রমোদ ভোগকর, দন্ড, ক্লেশ এবং জগতকার্য্যের প্রতি চিরকালের জন্য নমস্কার করিয়া বিদায় হও। আমি এই রমণীর এই প্রকার কথা শুনিয়া তাঁহার নাম জানিতে অভিলাষ করিলাম, তিনি বলিলেন যাহারা আমাকে ভাল মতে জানেন, তাঁহারা এবং আমার বন্ধুগণ আমাকে শান্তি বলিয়া সম্বোধন করেন, কিন্তু আমার শত্রুগণ এবং যাহারা আমার কীর্ত্তির হানি করিতে চাহেন, তাহারা সকলে সুখাভিলাষিনী স্পৃহা বলিয়া আমার নামকরণ করিয়াছেন।

এই সময়ে অন্য রমণী আগমন করিলেন তিনি ভিন্ন প্রকারে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

৭৫। তিনি বলিলেন, "প্রিয়তম আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছি, কারণ আমি জানি তুমি মহিমান্বিত মানব জাতিতে জন্মধারণ করিয়াছ, অতএব ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া সেই জাতির গৌরব রক্ষা কর, এবং বয়ঃক্রম অনুসারে শিক্ষা ও কার্য্য বিধানে মনোযোগ দাও, তাহাতে আমার আশা এই যে তুমি চিরস্থায়ী কীর্ত্তিলাভ করিবে, কিন্তু আমার সংসর্গে তোমাকে আহ্বান করিবার পূর্ব্বে আমি শিষ্ট ও সরলভাবে

তোমাকে বলিতেছি, ক্লেশ এবং পরিশ্রম বিনা প্রকৃত হীতজনক কার্য্য কোন মতে সম্পাদন হইতে পারে না, এই নিয়ম অলজ্ঘ্যভাবে অবধারিত রহিয়াছে, প্রত্যেক অকৃত্রিম মহিমান্বিত আনন্দলাভ করিতে যত্ন, ক্লেশ আবশ্যক। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, দুঃখ বিনা প্রকৃত সুখলাভ হয় না (নহিসুখম্ দুঃখ্যে র্বিনা লভ্যতে) যদি তুমি মহৎ ব্যক্তিগণের বন্ধু হইতে বাসনা কর, তবে তাহাদিগকে কার্য্যদ্বারা বাধ্য করিতে চেষ্টা কর, যদি তুমি রাজ্যে সম্মানিত হইতে অভিলাষ কর, তবে রাজ্যের উপকার সাধনে যত্ন কর, সংক্ষেপতঃ যদি তুমি সমরে বা সন্ধিতে গৌরবান্বিত হইতে কামনা কর, তবে তদুপযুক্ত গুণ অভ্যাস কর, এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলে লোক আনন্দিত, গৌরবান্বিত এবং মহিমান্বিত হইতে পারে, এই কথোপকথনের মধ্যে স্পৃহা নাম্নী রমণী বলিলেন, ইনি আপনি স্বীকার করিতেছেন ইহার প্রকাশিত আনন্দলাভ করিতে কত কষ্ট, কত ক্লেশ, কত কালবিলম্ব ঘটিয়া যায়, অথচ আমি যে বলিয়াছি তাহা কত সংক্ষিপ্ত এবং কত সহজ। তখন অন্যা রমণী বৈরক্তিভাবের উক্তিতে কহিলেন, আহাঃ হাঃ! তুমি যে বলিয়াছি সে কি সুখ! অক্ষুধায়, ভোজন, নিষ্পিপাসায় পান, নিদ্রাকর্ষণে নিদ্রাযোগ ইহা কি সুখ, যে ব্যক্তির প্রশংসাবাদ এবং ধন্যবাদ ব্যাপ্ত হয়, তাঁহার নিকট তদপেক্ষা সুধান্বিত সুমধুর সংগীত আর কি আছে। যে ব্যক্তির স্বকৃত কর্ম্ম গৌরবান্বিত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার নিকটে সেই কার্য্য কি সাধারণ মনোরম,

তুমি তাহা তো দর্শন এবং শ্রবণ কর নাই, তোমার উপাসকগণ মিথ্যা ভ্রান্তি সুখ স্বপ্নে, বাল্য এবং যৌবনকাল যাপন করে, এবং তৎক্রমে প্রাচীন বয়সের জন্য অসুখ, যন্ত্রণা, অনুতাপ, মনস্তাপ, খেদ, বিলাপাদি সঞ্চয় করিয়া রাখে। আমি ধর্ম্ম-যাজক, রাজ্যের কার্য্য সম্পাদক, বিচারক, বরং শিল্পকরগণের সহকারিণী আমার উপাসকগণের ভোজন বহুমূল্য না হইলেও সুস্বাদ; কারণ তাঁহারা পরিশ্রমে ক্ষুধিত হইয়া ভোজন, পিপাসিত হইয়া পান করেন, এবং তাঁহাদের নিদ্রা সুখময় বিশ্রাম।

৭৬। আমার নবীন যুবক উপাশকগণ প্রাচীনদের দ্বারা প্রশংসিত হইয়া আনন্দিত হন, এবং প্রাচীনগণ যুবকদের দ্বারা সম্মানিত হইয়া তুষ্ট হন, ফলতঃ আমার অনুচরগণ পরমেশ্বরের অনুগৃহীত, দেশের সম্মানিত, সকলের প্রীতিভাজন, তাঁহারা পরিশ্রমের অবসানে পশ্চাৎবর্ত্তী নরগণের দ্বারাও প্রশংসিত হইয়া থাকেন। এই সময়ে কেহ যেন আমাকে বলিল এই রমণীর নাম ধর্ম্মাভিলাষিণী শ্রদ্ধা; যাহারা সুধাষিক্ত সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, যাহারা ভক্তি এবং কীর্ত্তি মন্দির আরোহণ করিয়াছিলেন, যাহারা তাঁহাদের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া রত্নময় আসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, এই রমণী তাঁহাদের সকলেরই সহকারিণী ছিলেন, আমি এই সমুদয় বিবেচনা করিলে আমার প্রবৃত্তি ও উৎসাহ এই ধর্ম্মাভিলাষিণী শ্রদ্ধা নায়িকা রমণীর অনুগামী হইতে বাধ্য হইল।

৭৭। যদিও আমি এই অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য স্বপ্নের বিষয়-

ভাবিতে ছিলাম এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলাম কিন্তু আমি যে কি, আমার উৎপত্তির কারণ কি, পাপ পুণ্য এবং সৃষ্টির ফল কি, চরমে গতি কি, ইহা জানিতে আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমার মাসী বলিলেন, যখন বিবেকের পুত্র প্রবোধের জন্ম হইবে তখন অন্যান্য বিষয়সহ উক্ত বিষয় বিবৃত হইবে, কিন্তু সৃষ্টি প্রকরণে দৃষ্ট হইবে যে কি আশ্চর্য্য জ্ঞানী এবং বিবেচক সৃষ্টিকর্ত্তা কর্ত্তৃক এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, অথচ কতিপয় লোক বলে, জ্ঞানহীন প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবকর্ত্তৃক এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে সর্ব্বজ্ঞাদি শব্দের প্রতি কুতর্ক উপস্থিত হইতে পারে বলিয়া তাহা আমি ত্যাগ করিলাম।

৭৮। জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এই দুই পদার্থের সৃষ্টি হয়, জ্ঞেয় পদার্থ তিন প্রকার, যথা দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম। উক্ত দ্রব্য নবধা, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি কাল, দিগ্, আত্মা, মন এই দ্রব্য হইতে গুণ উদ্ভব হয়, যথা শব্দ স্পর্শ রূপ, রস, গন্ধ এবং কর্ম্মও উৎপাদন হয় যথা, গ্রহণ, চলন ইত্যাদি মানব জাতি এবং অন্য কতিপয় জন্তু উক্ত দ্রব্য হইতে পরস্পর-পরিচিত জন্য বিভিন্ন বহুবিধ আকৃতিতে উদ্ভব হইয়া উক্ত গুণের উপলব্ধি, গ্রহণ, এবং চলন, জন্য ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা সুসজ্জিত হয়, যথা শব্দ গ্রহণার্থে কর্ণ, রূপ গ্রহণার্থে নয়ন, গন্ধ গ্রহণার্থে নাসিকা, রস গ্রহণার্থে রসনা, স্পর্শ গ্রহণার্থে চর্ম্মাদি, এবম্প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথাস্থানে সন্নিবেশিত থাকে, যদিও তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা এই অবধারণ হয় যে শব্দ, বায়ুযোগে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, রূপ

অর্থাৎ দ্রব্যাদির ছায়া তেজ সহকারে নয়নদর্পনে পতিত হয়, ইত্যাকার জ্ঞানেন্দ্রিয়যোগে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম সহকারে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এমন কোন গুণ কর্ণকুহরে রহিয়াছে যদ্দ্বারা শব্দ গ্রহণ ও প্রতীতি হয় এবং নয়নদর্পণেও রহিয়াছে, যদ্দ্বারা কোন রূপ বরং একত্র বহুবিধ রূপ ধারণ এবং হৃদয়ঙ্গম করা যায়, নাসিকা রন্ধ্রেও রহিয়াছে, যদ্দ্বারা ঘ্রাণ গ্রহণ ও উপলব্ধি হয়, রসনাতেও রহিয়াছে, যদ্দ্বারা রস গ্রহণ ও প্রতীতি হয়, ইত্যাকার জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ বিশেষ বিশেষ জ্ঞান গ্রহণ, এবং উপলব্ধি করিতে সমর্থ রহিয়াছে, এইক্ষণে জ্ঞানবান ঈশ্বর নাই স্বভাবে সৃষ্টি হয় ইত্যাদি যাহারা বলেন তাহাদের যুক্তি কিরূপ সম্ভবে, যে স্বভাবের প্রতীতি নাই, হৃদয়ঙ্গম নাই, উপলব্ধি নাই, অথচ জ্ঞান নাই, সেই স্বভাব, প্রতীতি উপলব্ধি ও জ্ঞানবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়গণ এবং বিবিধ জ্ঞানবান ও বিবেচনা শক্তিবিশিষ্ট মানবজাতি যে সৃষ্টি করিয়াছে ইহা কি সম্ভবনীয় বিষয়? সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে, যাহার অসাধারণ জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তি আছে তিনি এতাবত সৃষ্টি করিয়াছেন, কারণ যিনি জ্ঞানবান তিনিই জ্ঞানবিশিষ্ট পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারেন যাহার জ্ঞান নাই তাহা কর্ত্তৃক জ্ঞানবান পদার্থ সৃষ্টি হইতে পারেনা।

৭৯। মানব জাতি সকলেই নয়নদ্বারা দর্শন করিতে পারেন, কিন্তু নয়নের দর্শনশক্তি কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, কি কি কারণে ক্ষণে দর্শনকার্য্য নিষ্পন্ন হয়, কি গুণ নেত্রমধ্যে সন্নিবেশিত রহিয়াছে যে তদ্দ্বারা দৃষ্টি হইতে পারে, এতাবত

সূক্ষ্ম তত্ত্ব কেহই জানেন না, ইহাতে কি সেই মানবের প্রবোধ হইবে না, যে যিনি এতাবত জানেন এবং মানবের ব্যবহারার্থে এতাবত সংস্থাপন করিয়াছেন, তিনি জ্ঞানহীন নন এবং যে জ্ঞানহীন স্বভাব কোন পদার্থ জানিতে সমর্থ নয়, সেই অজ্ঞান স্বভাব, বহুবিধ জ্ঞানবিশিষ্ট মানবাদি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল ইহা কি সম্ভাব্য না যুক্তিসিদ্ধ? এই হেতু যাদৃশ দর্শন জ্ঞান সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়, তাদৃশ শ্রবণজ্ঞান, ঘ্রাণজ্ঞান, স্বাদজ্ঞান স্পর্শ-জ্ঞান মানসজ্ঞান আদি সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ বটে, অতএব আমাদের যে জ্ঞানবান বিবেচক সৃষ্টিকর্ত্তা রহিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহ অবধারিত হইতেছে।

৮০। যখন কোন কোন মানব আমি আছি বলিয়া আপন বিদ্যমানতা বিশ্বাস করেন অথচ কি কারণে আছি এবং কি প্রকারে সেই বিদ্যমানতা সম্পাদিত হইল ও কি প্রকারে তাহাদের বিদ্যমান থাকা সংঘটিত হইতেছে তাহা জানেন না, তখন তাঁহাদের নিসন্দিগ্ধ ভাবে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে যিনি তত্তাবত কারণ ও প্রকার জানেন এবং মানবাদি জীবজন্তুকে বিদ্যমান রাখিতেছেন, এমন জ্ঞানবান ও শক্তিমান কেহ অবশ্যই আছেন বরং যদ্যপি ভ্রান্তিমূলে আপনাদিগকে যন্ত্রস্বরূপ বোধ করেন, তথাপি তাঁহাদের জ্ঞান-বান সৃষ্টিকর্ত্তা যে আছেন তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় কেন এবং কি প্রকারে শ্বাস প্রশ্বাস গমনাগমন করিতেছে, কি গুণে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রচলিত হইতেছে, কি গুণে স্মরণ শক্তির

উৎপত্তি হইয়াছে, যে স্থলে মানবজাতি তত্তাবত জানেন না, এবং তদাকার নির্ম্মাণ করিতে পারেন না, অথচ বহুবিধ কৌশল-পূর্ণ জীবন ভোগ করিতেছেন সেই স্থলে ইহা সুস্পষ্ট নির্দ্ধারিত হয় যে যিনি তত্তাবত জানেন এবং তত্তাবত সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি অসীম জ্ঞানবান এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

৮১। যখন কোন গর্ভিনী চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বাদি সমুদায় জ্ঞানেন্দ্রিয়সম্পন্ন নবশিশু প্রসব করেন, তখনও তিনি জানেন না কি প্রকারে ঐ শিশু তাঁহার গর্ভে নির্ম্মিত হইয়াছে, জনক জননী কেহই কখনও জানে না, কি প্রকারে গর্ভ মধ্যে নির্ম্মিত হইল, ভূমণ্ডলে কেহই নির্দ্দিষ্ট জানেন না, কি প্রকারে সেই শিশুর নির্ম্মাণ হইল, এবং কি প্রকারে ক্রমে ক্রমে বাক্‌শক্তি বিবেচনাশক্তি প্রভৃতি প্রদত্ত হইতেছে কেহই তাদৃশ নির্ম্মাণ করিতেও পারেন না। সুতরাং যিনি জানেন, যিনি নির্ম্মাণ করিতে পারেন, এবং যিনি পরস্পর পরিচয় জন্য নানাবিধ বিভিন্ন আকৃতিতে শিশুগণকে এবং সকলকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি বাক্যদ্বারা অথবা প্রকৃতি যন্ত্রদ্বারা কিম্বা সন্ধানদ্বারা অথবা অন্য যে কোন প্রকারে নির্ম্মাণ করুন তিনি যে মহা জ্ঞানবান এবিষয়ে সংশয়বিরহ এবং অবিকল প্রতীয়মান হইতেছে, তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারের প্রকৃত কারণ জানেন, তাহা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।

৮২। কোন মনুষ্য ভুজঙ্গ দর্শন করেন, তদনন্তর জানা যায় যে তাঁহার ভ্রান্তি, সেটী ভুজঙ্গ নয়, বাস্তবিক রজ্জু বটে, ইহাতে

যদিও তিনি ভুজঙ্গ দর্শনের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ সাক্ষী, তথায়ও স্পষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিথ্যা হইয়া যায়, কিন্তু যাহার বিদ্যমানতা, অস্বীকার করা যাইতে পারে না এবং যাহার বিদ্যমানতা অস্বীকার করিলে আপন বিদ্যমানতার স্থিরত্ব থাকে না এবং আপনার অথচ জ্ঞানবান জীবাদির সৃষ্টির ও বিদ্যমানতার কারণ নির্ণয় হইতে পারে না, সেই জ্ঞানবান বিবেচক সৃষ্টি-কর্ত্তার বিদ্যমানতা নিঃসন্দেহ প্রতীয়মান হয়, যখন আপন আপন উৎপত্তি এবং বিদ্যমানতার কারণও প্রকার জানা যায় না, তখন কারণজ্ঞ এবং প্রকারজ্ঞ সৃষ্টিকর্ত্তা যে বিদ্যমান রহিয়াছেন ইহা নিশ্চয় জানা যায় বরং প্রত্যক্ষ অপেক্ষাও প্রতীয়মান বটে অথচ তাহা ভ্রান্তি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। মানবের আপন বিদ্যমানতা প্রত্যক্ষের দ্বারা তাঁহার বিদ্যমানতা নিঃসন্দেহ প্রতীয়মান হয় যদিও মানবের পরিমিত সীমা বিশিষ্ট জ্ঞানের দ্বারা সেই সৃষ্টিকর্ত্তা কি প্রকারে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন তাহা জানা যাইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার বিদ্যমানতা জানিতে অনুমাত্র সংশয় থাকে না, কি প্রকারে সৃষ্টিকর্ত্তার দর্শনে তৃপ্ত হওয়া যায় তাহার পন্থা কি এতাবত বিষয় দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত হইবে।

৮৩। অন্ততঃ প্রাজ্ঞা কৃপা করিয়া বলিলেন এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য এই যে তুমি কদাচরণবিবর্জ্জিত, সদাচরণ-বিভূষিত হইয়া সৎকার্য্যসাধন করতঃ প্রশংসিত, যশস্বী, ধার্ম্মিক এবং সর্ব্বত্র মাননীয় হইবে; ভৌতিক দেহ অবশানে কীর্ত্তি দেহ

ধারণ করত অমর হইয়া থাকিবে; অবৈধ কামের দ্বারা উত্তেজিত হইলে শিষ্ট ব্রীড় সহকারে তাহা বারণ করিবে, ভীষণ ক্রোধের দ্বারা আক্রান্ত হইলে প্রশান্ত ধৈর্য্যের আনুকূল্যে তাহা নিবারণ করিবে, কদর্য্য লোভের দ্বারা আকৃষ্ট হইলে বিমল ধর্ম্মের অনুগত হইয়া তাহা হইতে বিমুক্ত হইবে, দুর্ব্বার মোহের দ্বারা বিভ্রান্ত হইলে বিশুদ্ধ জ্ঞানকিরণে ভ্রান্তি মোচন করিবে, বিকৃত দম্ভের দ্বারা বিহ্বল হইলে সুশীল নম্রত্বের অনুগামী হইয়া বিহ্বলতা দূর করিবে, জঘন্য অহঙ্কারের দ্বারা কলঙ্কিত হইবার উপক্রান্ত হইলে নির্ম্মল বিবেকের অনুকম্পা গ্রহণে নিষ্কলঙ্ক হইয়া শোভাবান হইবে, বস্তুতঃ সমুদায় রিপুগণকে গুণগণের অধীন রাখিবে, সৎবৃত্তি অবলম্বনে অর্জ্জনাদির দ্বারা আপনার অযোগ্য আত্ম অমাত্ম, কৃপাপাত্রগণের ক্ষুধানল নিবারণ, রোগাদির শান্তি,বিদ্যাশিক্ষা বিধান করিয়া সদনুষ্ঠানে তৃপ্ত করিবে ; বিতরণ ও প্রাণপণ পর্য্যটন পরিশ্রম দ্বারা জগতের বিবিধ সৎকার্য্য সাধন করিবে, যে জীবন নিশ্চয় বিধ্বংস হইবে জগতের সৎকর্ম্ম সাধন জন্য সেই জীবন ধ্বংসের আশঙ্কাও করিবে না, যদি নানা ধর্ম্মপ্রচারক প্রভৃতি যন্ত্রণানলে জীবননিপাতে ভীত হইতেন তবে বিমল ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বিখ্যাত ধর্ম্মোপদেশক হইতে পারিতেন না, যদি বেঞ্জামিন প্রভৃতি বজ্রাঘাতে মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেন তবে বিদ্যুৎগুণ প্রকাশ করিয়া কদাচ বিখ্যাত হইতে পারিতেন না ; যদি কলম্বস সমুদ্র মগ্ন হইয়া জীবন নাশের ভয় করিতেন তবে কখন তাহার কীর্ত্তিপতাকা স্বরূপ

আমেরিকা নামক নূতন ভুবন আবিষ্কৃত হইত না, যদি অধঃ পতনের দ্বারায় মরণ চিন্তাতে ব্যাকুল হওয়া যায় তবে ব্যোম যানের দ্বারা কোন মানবের পক্ষে কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডীয়মান হইবে না, যদি মরণ আশঙ্কা করা যায় তবে শত শত অনুদ্ভাবিত সৎকল্প সম্পাদিত করিয়া কেহই যশস্বী হইতে পারিবেন না। অতএব এই জগতে তুমি জীবন বিধ্বংসের আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারে সৎকার্য্য সাধনপূর্ব্বক প্রশংসিত, যশস্বী, ধার্ম্মিক এবং সর্ব্বত্র পূজ্য হইবে, তাহা হইলেই ভৌতিক কায়া বিমোচনান্তে অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকায়া ধারণপুরঃসর ধার্ম্মিক অমর হইয়া থাকিবে, কিন্তু সর্ব্বাবস্থায় সেই বিমল ধর্ম্ম অবলম্বন করত বিশ্বপ্রণেতার প্রতি দৃঢ়তর ভক্তি রাখিবে, এইরূপ সারাৎসার ইহা সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন। ইতি দ্বিতীয়খণ্ডে অধ্যাত্মতত্ত্বের বিষয় বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইবে।

সম্পূর্ণ।